১৯০১ সনের

নোয়াখালীর মোকদ্দমা।

মহাত্মা

পেনেলের বিচার।

অর্থাৎ

রায় ও হাইকোর্টের এবং ভারত ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের
টেলীগ্রাম ও গুপ্ত রহস্য পূর্ণ চিঠি আদির সম্পূর্ণ
বঙ্গানুবাদ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীআবদুর রশিদ খাঁ কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

শ্রীসেরাজল আহাম্মদ চৌধুরী
দ্বারা প্রকাশিত।

নোয়াখালী,
নগেন্দ্র-যন্ত্রে—শ্রীতারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ভাল কাগজে ।০ আনা। সাধারণ কাগজে ৵০ আনা।

আমাদের নিবেদন।

এই শান্তি পূর্ণ ইংরেজ রাজত্বে, যে রাজত্বে প্রজার সুখই রাজার অভিপ্রেত, যে রাজ্যের মূল সাম্যভাবের উপর, ন্যায়ের উপর, সুবিচারের উপর ন্যস্ত, যে রাজ্যের রাজ পুরুষগণ প্রজার স্বার্থ দর্শনে এত তৎপর, সে রাজ্যের পুলিশ এত অকর্ম্মণ্য কেন? সময় সময় বিচারের এত তারতম্য কেন দেখা যায়? প্রভৃতি প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইয়াছে। রাজ্যে অনবরত খুন, জখম, দাঙ্গা হাঙ্গামা, চুরি বদমায়েসী প্রভৃতি এত বর্দ্ধিত হইতেছে কেন? কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে এত দৃষ্টি থাকা সত্বেও কেন এরূপ হইতেছে ইহা লইয়া অনেকেই অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, অনেক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও পুলিশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কমিসন বসাইয়া কারণ অনুসন্ধানে কৃত তৎপর হইয়াছেন। হেড্ কনষ্টবলের হাত হইতে তদন্তের ভার উঠাইয়া সবইনস্পেক্টরের ঘাড়ে তদারকের ভার দিয়া, ব্যয় ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াও কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। বরং বহু কুমীমাংস্য সমস্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাই আমরাও এ সম্বন্ধে এই নোয়াখালীর মোকদ্দমায় যে কার্য্যকারীতার অভাব দেখিয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া ইহার প্রতিকারের কোন পথ আছে কিনা দেখিতে চেষ্টা পাইব। যদি কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথাগুলি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন, যদি কথাগুলি দেশীয় সুশিক্ষিত বিচারকগণের মনে স্থান পায় এবং বার্দ্ধিক

রিপোর্ট ভুক্ত হয় তাহাহইলে বোধ হয় মঙ্গল বই অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।

আমাদের স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে কোন কিছু হইলেই হৈ চৈ করিয়া সমস্ত দোষ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপা দেওয়া। কিন্তু অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না যে আমরা যদি কোন প্রকৃত কথা লইয়া হুজুরে উপস্থিত হই তাহাহইলে এই ন্যায়পর বৃটিষ সরকার তৎক্ষণাৎ তাহার পুরণে সচেষ্ট হন।

আজ নোয়াখালীর মোকদ্দমা লইয়া এত ধুম কেন? কেন-ইবা লোকে পেনেলকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে চাহিতেছে। একি কেবল তাহার বিদ্যা বুদ্ধির জন্য যে তিনি আমাদের নিকট এত পরিচিত? কই আরও ত অনেক অনেক জজ অনেক সিবি-লিয়ান ইহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ত লোকে অত সম্মানের চক্ষে দেখে নাই! পেনেলের ন্যায় সদাশয় এদেশীয়ের প্রতি সহানুভূতি-যুক্ত আরও অনেক জজ দেখা গিয়াছে, তাঁহারা কি এত সম্মান এত পূজা পাইয়াছেন? এ বিচারের আদেশ বাহির হওয়ার পর তাহার পিছনে পিছনে অত লোক ছুটিয়াছিল কেন? মোকদ্দ-মার সময় আদালতে অত লোকারণ্য কেন দেখা যাইত? সামান্য কৃষক হইতে শিক্ষিতবৃন্দ পর্য্যন্ত সকলেই বিচারকের মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়াছিল কেন? বিচার ফলেই বা তাহারা অত বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়াছিল কেন? ইহা পুলিসের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হওয়াতে নহে কি? যাহাতে ভারতবাসীর অশান্তি, হৃদয়ে বেদনা, যাহা নিরীহ প্রজাবৃন্দ মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পায় না, যাহা লোকের মনে গুপ্ত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল, তাহা পেনেলের কার্য্যে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া নহে কি?

পাঠক ! পেনেলের রায় হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রতি উত্তর পাইবে ; সুতরাং আমরা এখানে তাহার মীমাংসা করিতে বৃথা সময় ক্ষেপণ করিব না।

নোয়াখালীর ইস্মাইল জমীরদার অতি সামান্য লোক, তুলনায় অতি সামান্য ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিত। তাহার ন্যায় একজন লোকের মৃত্যুতে বড় বেশী আসে যায় না ; সমাজ বড় বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। খুন অনেকই হয়, তাহার বিচারও হয়, খুনী ফাঁশেও যায়, দ্বীপান্তরিতও হয় কিন্তু এখানে এত আন্দোলন কেন ? যদি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, যদি পেনেল কিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এসকল কথা বলিতেছেন বা এসকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা সরকার বাহাদুর একবার জানিতে চেষ্টা করিতেন তাহাহইলে আর আমাদের বোধ হয় বলিবার বড় বেশী কিছু থাকিত না। পুলিসের কার্য্যাদিও বিশেষ বুঝিতে পারিতেন। পেনেলকেও অতদূর বাড়িতে হইত না। পেনেল বিচারাসনে বসিয়া যাহা করিয়াছেন তাহা বৃটন সন্তানের ন্যায়ই করা হইয়াছে। জগতের কুত্রাপিও বিচার বিভাগ ইংরেজ বিচার বিভাগের ন্যায় স্বাধীন কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে বৃটন বিচারের অধীন বাস করি বলিয়া আমরা গৌরব করিতে পারি। যাহাকে আমরা আদর্শের চক্ষে দেখি তাহার মধ্যেই যদি ক্ষুত বাহির হইয়া পড়ে তবে সেটা কি আমাদের চক্ষে সহ্য হইবে ? সে ক্ষুতে কি আমাদের মনে কষ্ট হইবে না ? যদি তাহার প্রতিকার না দেখিতে পাই তবে কি আদর্শের আদর্শত্ব আমাদের চক্ষের সম্মুখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতে পারিবে ? পেনেল যাহা করিয়াছেন, প্রকৃত ইংরেজের ন্যায়

করিয়াছেন। ইংরেজ বলিতে আমাদের যে ধারণা হয়, স্বরূপই করিয়াছেন। তিনি বিচার আসনে বসিয়া যে নিরপেক্ষতা ও বিচার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংরেজেরই সাজে। তিনি যাহা করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্থানীয় লোকের অনুমোদিত। যাহা সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টের লোকে অনুভব করে, যে জ্বালা লইয়া বঙ্গবাসী অহর্নিশি জ্বলিয়া মরে, তাহাই তাঁহার কলমে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা করিয়াছেন, কোন উপযুক্ত ব্রিটিশ-রক্তধারী তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন কিনা তাহা আমরা জানি না। যাহারা এস্থানে পেনেলের আচার ব্যবহার দেখিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা পেনেলের রক্তের গুণ তাঁহার শিক্ষা ও জাতিত্বের গুণ না উপলব্ধি করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ভারতের অসংখ্য উপযুক্ত মহা মাননীয় এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান মহোদয়দের নামের মধ্যে বৃটনের উপযুক্ত সন্তানদের মধ্যে কোন একটী প্রধান স্থান পাইবার উপযুক্ত—পেনেল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ন্যায়, সাম্যভাব ও বিচারের উপরই ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত, সুতরাং যদ্যপি কুত্রাপি ভুলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহাহইলে তাহা যেরূপ হৃদয় বিদারক যেরূপ মর্ম্মস্পর্শক হইয়া পড়ে তাহা আর কিছুতেই হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ "বিচার-বিভ্রাট" বলিয়া যে একটী কথা উঠিয়াছে তাহা যে ইংরেজ রাজত্বে কতদূর কলঙ্কজনক তাহা কে বলিবে? চতুর্দ্দিকে অনন্ত হাহাকার, অনন্ত বিলাপধ্বনী—আজ কলামার চুরি হইয়াছে, পুলিস আসিল তদন্ত হইল, রিপোর্ট গেল—আসামী পাওয়া যায় নাই। অথবা যদিও পাওয়া যায় তাহাহইলে তাহা এত ক্ষীণভাবে পরিচালিত

যে বিচার আদালতে তাহা টিকিতে পারিল না। অমুক স্থানে ডাকাতি হইল আসামী ফেরার। অমুক স্থানে খুন হইয়াছে, তদারক হইল, হয় আত্মঘাতী, না হয় মিথ্যা, না হয় শত্রুতা বশতঃ এজেহার। এইরূপে পুলিশ দোষীকে সরাইয়া দিয়া মোকদ্দমার অবস্থা একে আর করিয়া মোকদ্দমার ফ্যাক্‌ট বিপরীত দেখাইয়া দোষীকে পাখা ঢাকা দিয়া স্বকার্য্য সাধনে ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু দুঃখীর ক্রন্দন কে শোনে? আমাদের পোড়া কপাল। আবার দেখ অন্য দিকে অমুক স্থানে অমুকে লাথী মারিয়া পিলাই ফাটাইলেন, অমুক অমুক অমুককে মারিলেন বা তাহাকে ফুট বল বানাইয়া ফুট বল খেলিলেন; অমুক হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ভয় দেখানের জন্য গুলি করিলেন এক জন লোকের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। এরূপ শত সহস্র ঘটনা অনবরত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ফৌজদারী মামলা প্রত্যহ নিয়ত বাড়িতেছে। অনেক উচ্চতন কর্ম্মচারী অবশ্য ইহার জন্য, ইহার প্রতিকারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এখনও কোন প্রতিকার হইয়াছে কি?

অনেকেই এ বিষয়ে উচ্চতন রাজ কর্ম্মচারীদের বা গভর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জেলার মাজিষ্ট্রেট বা জজ কয়টা ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া থাকেন? এদেশীয় কর্ম্মচারীগণের হাতেইত সমস্ত বিচারভার ন্যস্ত। তাঁহারা কি দেশের অবস্থা জানেন না? তাঁহারা কি পুলিসের অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন? দেশীয়ের দুঃখ কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? এ সামান্য সামান্য মোকদ্দমায়ও কি পেনেলের ন্যায় এক জন ইংরেজ জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া দিতে হইবে? দোষ সবই গবর্ণমেণ্টের! আর তিনি যে তোমা-

দিগকে নিজের ভাষা শিখাইয়া নিজের আইন কানুন দিয়া বিচার শিক্ষা দিতেছেন, নিজের ন্যায় বিচারদক্ষ হইতে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতেও কি তোমার চক্ষু ফুটে না? ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সবই দেশীয়। দেশীয় দেশীয়ের ভাব উপলব্ধি করিয়া বিচার করিতে সমর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যেই এই পদের সৃষ্টি। কিন্তু তবুও কয়জন দেশীয় লোক বৃটন সন্তান পেনেলের ন্যায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, স্বার্থ বলি দিয়া দেশীয় স্বার্থের উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছেন? সাধারণ পুলিসের পক্ষপাতী না হইয়া, পুলিস যাহা করে তাহাতেই সায় না দিয়া, স্বাধীনভাবে বিচার করিলে কি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহার চাকরী কাড়িয়া লয়? দেশে সুশাসন হইতে দেখিলে কি তাঁহাদের চক্ষু জলে? খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব যিনি আজ ভুপালে ওজারতী করিতেছেন তিনি বিবেকের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া কি পদচ্যুত হইয়াছেন? না অপমানিত হইয়াছেন? তবু সেরূপ লোক কজন? হায়! এরূপ লোকের অভাব বলিয়াই আজ আমাদের দুর্দ্দশা। এই যে সেদিন ইজিকেল সাহেব পুলিস কর্ত্তৃক চাপা দেওয়া ইস্মাইল জাগীরদারের মোকদ্দমার ঢাকনা তুলিয়া পুলিস রহস্য প্রকাশ করিয়াদিলেন এবং এই নোয়াখালীতেই আরও গণ্ডায় গণ্ডায় পুলিশের অন্যায় রিপোর্ট রহিত করিয়া প্রমাণ হুজুরে তলব দিয়া দোষীর দণ্ডদিয়া পুলিশের ভারি জুরি ভাঙ্গিয়া দিলেন তাহাতে কই তাহার চাকরী খানা ত কাড়া গেল না? তিনিত সরকার কর্ত্তৃক অপদস্থও হইলেন না? কিয়ৎ কালের জন্য ইজিকেল সাহেবের ন্যায় ব্যক্তি এখানে না আসিলে কি এরূপ রহস্যাবলী ব্যক্ত হইত? ইতিপূর্ব্বে নোয়াখালীতে চিরকালই পুলিসের রিপোর্ট ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ-

অব্যর্থ ছিল। বোধ হয় পুলিস হাতে থাকিলে ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে নিজের কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হয়; অভিলাষ পূর্ণ হয়; এই জন্যই পুলিস সন্তুষ্ট রাখা নিম্নতন ফৌজদারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

কোন স্থানে কোন অপরাধ হইলে প্রায়ই দেখা যায় পুলিস এক পক্ষ না এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। অনেক সময় স্বার্থের প্রলোভনে দোষী ঢাকা পড়িয়া যায়; হয়ত নির্দ্দোষীও আবার দোষী রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলেই দেখা যায় পুলিস সময় মত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করেন। পুলিসের ডায়রী খুলিয়া দেখিলে ইহার যে কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে তাহা বর্ণনাতীত। অনেক সময় কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য অনেক সময় কেবল পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুলিস অনেক কিছু করিয়া থাকে। পুলিস এস্থলে সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা। যাহা ইচ্ছা তাহাই করা হয় যাহা ইচ্ছা তাহাই রিপোর্ট দেওয়া হয়। কার্য্যে বা রিপোর্টে কিছুতেই দায়িত্ব নাই। পুলিস কর্ম্মচারীগণ এই সকল অপরাধ গোপনের জন্য কি ত্রুটী প্রযুক্ত অপরাধী ধরা না পড়ার জন্য কি মোকদ্দমার ফ্যাক্ট পরিবর্ত্তনের জন্য কি সাক্ষি ও অপরাধীকে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ দেওয়ার জন্য যে কোন রূপ অপরাধী দণ্ডবিধিতে তাহার পষ্ট কোন বিধান নাই। অপরদিগে দণ্ডবিধির ১৫৪ ও ১৫৫ ধারা মতে অপরাধ গোপন জন্য ভূস্বামী প্রভৃতির বা অপর ব্যক্তির দণ্ডের বিধান রহিয়াছে। যদিও দণ্ড বিধির ১১৯ ধারাতে অপরাধের গোপন বিষয়ে দণ্ডের বিধান আছে কিন্তু তাহাও কেবল অপরাধ নিবারণের কল্পনা বা গুপ্ত রাখা সম্বন্ধে ব্যবহার জন্য। পুলিস যে তদন্তে যাইয়া প্রকারান্তরে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী

করিয়া অপরাধীর সহায়তা করিয়া থাকে, তদন্ত সময়ে যে শত শত দোষীর দোষ গোপন করেন ও নির্দ্দোষীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দেওয়াইতেছেন বা কষ্ট ভোগাইতেছেন তাহার কোনই প্রতিকার নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি ২১১টী ধারা বাড়াইয়া দিয়া তদন্তকারী পুলিসের দোষ গোপন, ফ্যাক্ট পরিবর্ত্তন এবং ক্রটীর জন্য দণ্ড বিধানের বিধী করেন তাহা হইলে বহুতর দোষী ধরা পড়ে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়, পুলিসের কলঙ্ক নিমর্জ্জিত হয়, গবর্ণমেণ্টের শাসনের দুর্ব্বলতা তিরোহিত হয়।

আজ কাল দেশে লোকের মনের ভাব পুলিসের উপর যেরূপ দাড়াইয়া গিয়াছে তাহা অতি হেয়। কোন বিবেক সম্পন্ন ভাল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও ইচ্ছা করিয়া পুলিসে প্রবেশ করিতে চাহেন না। পুলিসের কর্ম্মচারীগণের আচার ব্যবহারে ইহার নাম এত কদর্য্য হইয়াছে যে সাধারণতঃ পুলিস বলিলেই লোকে নাক সিটকাইয়া উঠে। পুলিস ও অধর্ম্ম, অত্যাচার একটি অন্যের প্রতি শব্দের ন্যায় প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। যাহার সংসারে একটু পয়সার টান আছে সেই প্রায় আজ কাল পুলিসে প্রবেশ করে। মনে করে দুতিন বৎসর কাজ করিতে পারিলেই অবস্থা সচ্ছল। আমাদের দেশে দারোগা শব্দের সহিত নির্ব্বংশ শব্দটী প্রায় জড়াইয়া গিয়াছে। সরকার বাহাদুর যত দিন পুলিসের আমুল সংস্কারের চেষ্টা না করিবেন যত দিন তাহাদের ঘাড়ে ভয় ও দায়িত্বের চাপ না দিবেন তত দিন একলঙ্ক আর দূর হইবে না। বরং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যেরূপ আদালতের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দণ্ডের বিধান রহিয়াছে সেই রূপ অপরাধ গোপন বা ক্রটীর জন্য অথবা রিপোর্টের তারতম্যের জন্য তদন্তকারীকে

দণ্ড দিবার অধিকার মূল মোকদ্দমার বিচারককে দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। যত কাল এই সংস্কার টুকু না হইতেছে, যত কাল দণ্ড বিধানে এরূপ কোন বিধান না হইবে তত কাল আর ভারতের রাজা প্রজা কেহরই সুখ নাই। দিন দিন দোষীগণের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজা ক্রমে রাজশাসনে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি সুখের চিহ্ন? ইহাতে কি "প্রেষ্টিজ" রক্ষা হইতেছে।

ভারতের দুর্ভাগ্যে কি ভয়ানক "প্রেষ্টিজ" আসিয়া জুটিয়াছে এ প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে যাইয়া যে সরকার প্রজার মনের উপকার আধিপত্য হারাইতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রেষ্টিজ চলিয়া যাইতেছে তাহা যে সরকার দেখেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহা ভারতের প্রজার দুর্ভাগ্য না বলিয়া আর কি বলিব? রাজার প্রতি প্রজার অটল ভক্তি প্রজার প্রতি রাজার বিশ্বাস ইহাই রাজত্বের রাজ্যের দৃঢ়ত্বের ভিত্তি। কেবল ভয়ে মানুষ কত দিন ঠিক থাকে? রাজা শাসন যে ক্রমে ২ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে সরকার তাহা দেখিতেছেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই অমঙ্গল।

আমরা ভরসা করি ভারতের হিতাকাঙ্খীগণ সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ দেশীয় শিক্ষিত ও রাজকীয় উচ্চাসনে আসীন ব্যক্তিগণ, তদন্তকারী পুলিসের কর্ম্মচারীগণের দোষ গোপন প্রভৃতি দোষের দণ্ড বিধানের বিধি দণ্ডবিধিতে নিবিষ্ট করিতে যত্ন বান হইবেন ও পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে থাকিবেন তাহা হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন ও প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান হইবেন।

পেনেল সাহেবকে সস্পেণ্ড করিয়া সরকার ভাল করিয়াছেন

কি মন্দ করিয়াছেন তাহা আমরা বিচার করিতে চাহিনা। কিন্তু পেনেল ব্যাপারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বঙ্গের সকলেরই কাণ খাড়া হইয়াছে। ঘাটে মাঠে পথে বাজারে সর্ব্বত্রই পেনেলের কথা। পেনেল প্রকৃত ইংরেজ। ইংরেজী হৃদয়ে ইংরেজের পরিচয় দিয়াছেন। লোকে ইংরেজকে যে আদর্শে দেখিয়া থাকে পেনেলের মধ্যে তাহার কিছু আভাষ পাইয়াছে তাই আজ পেনেল পেনেল করিয়া এত দুঃখিত। আজ পেনেলের জন্য সমস্ত নোয়াখালী কেন সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে। সকলেই আশা করেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ভুলে পেনেলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। এই ভুল অনেক দিন থাকিতে পারেনা। অবশ্য ন্যায়পর সরকার ভুল বুঝিতে পারিলে (আনন্দ বাবুর বিচারের পর জুরী প্রথায় যেমন করিয়াছিলেন) অমনি তাহার প্রত্যাক্ষ্যান করিবেন। দেশীয় লোকের নিকট "মহামান্য লর্ড কার্জ্জন" বা "মানন য় উডবার্ণর" গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতকর অনেক কার্য্যের জন্য প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সামান্য বিষয় লইয়া যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সন্দেহ ভাজন হইবেন তাহা কাহারই বাঞ্ছীত নহে। উডবার্ণ বাহাদুর যে প্রজার হিতকর এত কার্য্য করিয়া আসিয়া নানা বিধ উপায়ে প্রজার হিতাকাঙ্খী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া সামান্য উপল খণ্ডে ঠেকিয়া আছাড় খাইবেন তাহা কাহারই বাঞ্ছনীয় নয়।

অনেকে পেনেলকে পাগল মনে করিতেছে; কিন্তু তাহারা জানেনা যে মহাত্মা পেনেলের ন্যায় লোকের অভাব হয় নাই বলিয়াই এখনও ইংরেজ জাতীর গৌরব। পেনেলের ন্যায় শত শত শ্বেতকায় পুরুষ এদেশে বিচরণ করেন বলিয়াই আজ ভারতবাসী ইংরেজের প্রজা বলিয়া গৌরব করিতেছে। ন্যায়

ও বিচারের পক্ষপাতী শত শত ইংরেজ এদেশে থাকিতেও—বে পেনেল কেন আজ সস্‌পেণ্ড হইলেন তাহা ভাবিয়া আজ বঙ্গবাসী আকুল। তাই আজ সামান্য নোয়াখালীর সামান্য কৃষক ও "লাট সাহেব" কি করিলেন বলিয়া বিস্মিত হইয়াছে।

যে দিন "গেইট" সাহেব জজ হইয়া এখানে উপস্থিত হইলে তখন একদল সামান্য লোককে "হায় নোয়াখালীর কি পোড়া কপাল যে পেনেল গেল আর ফিরিল না, নোয়াখালীর কপাল মন্দ, সাহেব যাইবার সময় জানিলাম না ও সাহেব কবে আসিবে" প্রভৃতি কথা বলিতে বলিতে জজ সাহেবের পিছনে পিছনে যাইতেছে। ঘটনা ক্রমে আমি স্বয়ং এই সকল খেদ বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম। জজ সাহেবও শুনিতে পাইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারিনা। এখনও প্রত্যেক দিন বাবুদের বাড়ী সাধারণ লোক "সাহেবের কি হইল" "বাবু, সাহেব কবে আসিবেন" বলিয়া বাবুদিগকে অনবরতঃ প্রশ্ন করিতে থাকে? অপ্রীতিকর সংবাদ শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পেনেল এমন কি করিয়াছেন যে তাহার জন্য লোক এত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে? লোকের কি কষ্ট ছিল পেনেল কি করিলেন তাহাদের কি কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এত প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন?

এক দেখিয়াছি গ্রীক তুরস্কের যুদ্ধে মানুষের হৈ চৈ, আর দেখিয়াছি বুর যুদ্ধের প্রারম্ভে, আর দেখিলাম পেনেল বিভ্রাটে আমরা সকলেই সরকার বাহাদুরের মুখের দিকে উৎকণ্ঠ চিত্তে চাহিয়া আছি দেখি মাননীয় উডবারণ কি করেন।

রেইলির অব্যাহতিতে আমরা অসন্তুষ্ট নই। খুনি আসামী

ছুটিয়া গেলেও আমাদের তত দুঃখ হইবে না। কিন্তু পেনেলকে নির্য্যাতন হইতে হইতেছে দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত। আমরা ইংরেজ প্রজা। ইংরেজ রাজ্যের গৌরব করিয়া থাকি কিন্তু হায় ইহাতে কলঙ্ক দেখিলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইবে। সরকার সন্দেহ ভাজন হন ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়।

অনেকে চিফ্ জাষ্টিস্ ম্যাকলিনের অনেক দোষ দিতেছেন, কিন্তু তিনিও বোধ হয় ভ্রমে পড়িয়া অন্যরূপ সংবাদ পাইয়া ওরূপ করিয়াছেন। যে ম্যাকলিনের বিচার ফলে বারাক পুরের গোরারা শাস্তি পাইল, যে ম্যাকলিন সে দিন "শ্বেতকায় পুরুষের" রক্তের সহিত "কালা আদমীর" রক্তের তুলনা করিলেন এস্থানে নিশ্চয়ই কি তিনি এরূপ অজ্ঞতা দেখাইবেন? তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারেন নাই। জানিতে পারিলে হয়ত আমরা অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম। তিনি ভুল বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই ভুল সংশোধন করিবেন। আমরা চাহিয়া রহিলাম।

—ঃ০ঃ—

নোয়াখালী
২৪শে মার্চ্চ
১৯০৯ সাল

প্রকাশক।

নোয়াখালীর মোকদ্দমা।

মহাত্মা

পেনেলের বিচার।

নোয়াখালী,

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী বাদিনী।

১নং শ্রীসাদক আলী ২নং শ্রীআছলাম

৩নং শ্রীআনওয়ার আলী ৪নং শ্রীএয়াকুব আলী

বিবাদিগণ।

রায়।

ইস্মাইল জাগীরদারকে হত্যা করা অপরাধে উপরি উক্ত চারি ব্যক্তি বিচারের জন্য দাওরায় অর্পিত হইয়াছে। জিলা-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও অপর এক জন স্থানীয় জমিদার এই মোকদ্দমার বিচারের সময় এসেসর ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সাদক আলী, আছলাম এবং আনওয়ার আলী অপরাধী ও এয়াকুব আলী সন্দেহের ফল পাইতে পারে বলিয়া মত দিয়াছেন। সয়াল জওয়াব শেষ হওয়ার পর এসেসরগণ স্থানান্তরে যাইয়া পরামর্শ করিবার অনুমতি চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে বাবু ঈশানচন্দ্র সেন (হেড্‌ মাষ্টার) আপন মত প্রকাশ করিলেন এবং তাহা তাঁহাদের উভয়ের মত বলিয়া বলিলেন। বাবু চন্দ্রমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও ঐ মতের সমর্থন করিলেন। হেড্‌মাষ্টার ইংরেজিতে

মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অপর এসেসর ইংরেজি জানেন না অথবা জানিলেও সামান্য রূপ জানেন বলিয়া আমি তাঁহাকে বাঙ্গালার মত ব্যক্ত করিতে বলিলাম তিনিও তদ্রূপ করিলেন। অনন্তর আদালতের অনুবাদকের সাহায্যে উভয় এসেসরের মত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া পাঠ করা হইয়াছিল। এরূপ গুরুতর মোকদ্দমা সচরাচর হয় না, শুনানিতেই ষোল দিন অতিবাহিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ঘটনা স্থল পরিদর্শনে চারি ঘণ্টা ও রায় লিখিতে ততোধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। মুখ্য ইস্যু চারি জন আসামি মূল অভিযোগে দোষী কি নির্দোষী প্রকৃতই একটি গুরুতর সমস্যা। কিন্তু অন্যান্য ইস্যুর তুলনায় এই ইস্যুটিকে সামান্য বলা যাইতে পারে। কেননা তাহা গৌণ ভাবে এই জিলায় লোকের—সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের জনসাধারণের জীবন ও স্বাধীনতার সহিত সম্বন্ধ রাখে। মৃত ইস্মাইল জাগীরদারের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। সে ভুলুয়া ষ্টেটের এক জন প্যায়াদা ছিল এবং এই জমিদারীর অধীনে জাগীর রাখিত; তাহাকে এই জন্যই জাগীরদার বলা হইত। ভুলুয়া এই জিলার একটি বড় জমিদারী এখন এডমিনিষ্ট্রেটার জেনরালের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

এই ব্যক্তি সহর হইতে ৩ কি ৩½ মাইল দূরে চরউড়িয়া গ্রামে ১৪।১৫টি বাড়ী সম্বলিত একটি বসতিতে বাস করিত। এদেশে গ্রাম কতকগুলি অসংলগ্ন বসতির সমষ্টি। ইহা কয়েক মাইল ব্যাপীও হইতে পারে। এই বসতির অন্যান্য বাড়ীর অধিকারিগণ তাহার রায়ত। স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে ঐ ব্যক্তির সহিত উহাদের সকলেরই অসদ্ভাব ছিল। অন্ততঃ উহাদের কয়েক জনের সহিত দীর্ঘকাল যাবত মোকদ্দমা চলিতেছিল। সম্ভবতঃ

অন্যান্য ভূস্বামীদের ন্যায় ঐ ব্যক্তিও সর্ব্বগ্রাসী স্বভাবের ছিল। ঐ ব্যক্তি এবং উহার রায়তেরা সর্ব্বদাই যে একে অন্যের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিত, তাহা স্পষ্টতঃই বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে। ঐ মোকদ্দমা কেবল সিভিলকোর্টেই সীমাবদ্ধ থাকিত না।

গত ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট ১৯০০ সাল) বেলা ৮টা কি ৯টার সময় ইস্মাইল জাগীরদার তাহার চরউড়িয়াস্থিত বাড়ী হইতে সুধারামের (এই জিলার হেড্ কোয়াটার) কাছারিতে উপস্থিত হইবার জন্য রওয়ানা হইল; আবদুল ও করিম বক্স নামক দুইজন প্রজার বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী যে ছানী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল তাহাতে সে সাক্ষী ছিল। ইস্মাইলের মোকদ্দমা পরিচালনা জন্য নিযুক্ত উকিল বাবু কালীকুমার দাস সাক্ষ্য দেন যে ইস্মাইল বেলা ৯টা কি ১০টার সময় তাহার বাসায় গিয়াছিল এবং ঐ দিনই সে কাছারিতে ৫টা কি ৫½টা পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিয়াছিল। ঠিক সূর্য্যাস্তের পর (ঐ সময় প্রায় ৬½টায় সূর্য্যাস্ত হয়) সাক্ষী আবদুল মীর ও আহাম্মদুল্লা তাহাকে সহরের দিক হইতে বাটী অভিমুখে যাইতে দেখে। আহাম্মদুল্লা ও আবদুল আজিজ নামক এক জন কনেষ্টবলের (ইহার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই) সহিত সহর হইতে বাটী যাইতে ছিল। অসাদমোল্লার বাটীর দরজায় তাহারা ইস্মাইলের সহিত মিলিত হয়।

দরজা শব্দটি হিন্দুস্থানীয় "দরওয়াজা" শব্দের সহিত ঐক্য হইলেও ইহার এই জিলার একটি স্থানীয় অর্থ আছে। বর্ষাকালে এই জিলায় বাস্তুস্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থানে জল থাকে। কেবল মাত্র বাড়ী, সদর রাস্তা, গ্রাম্য রাস্তা ও বাড়ীর

সহিত এই সকল রাস্তার সহিত সংলগ্ন করিয়া যে ছোট২ উচ্চপথ সমূহ (যাহা অধিকাংশ স্থলেই সুদীর্ঘ হইয়া থাকে) শুকনা থাকে এই সকল পথকেই দরজা বলা হইয়া থাকে। অন্য কথায় রাস্তা হইতে কাছারি ঘর অথবা আফিস ঘর অথবা যে সকল বাড়ীর বাহিরে ঘর নাই তাহার উঠান অভিমুখে যে রাস্তা থাকে তাহাকে বুঝায়। প্রত্যেক বাড়ীর এরূপ এক একটী পথ থাকে। এই সকল পথ সাধারণতঃ বাঁধিয়া উচ্চ করা হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থলেই এরূপ ঘটে না। যথা ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর দরজা। ইহা কতক দূর পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমি কাটিয়া নীচ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই রাস্তা উভয় দিকস্থ ভূমি হইতে নীচ। আমি আমাদ মোল্লার বাড়ীর দরজা দেখিয়াছি। ইহা ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বাঁধা একটি উচ্চ পথ। যে স্থানে মাঝিগণ ইস্মাইল জাগীরদারের দেখা পাইয়াছিল সেই স্থানেই ইহা সরকারী রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ সময় মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। ঐ দরজা যে বাড়ী অভিমুখে গিয়াছে সেই বাড়ীর অধিবাসী আবদুল মির তাহার সহযাত্রীদিগকে তাহার বাড়ী যাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল; তাহারা তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ইস্মাইল জাগীরদারের বাটি হইতে ১ মাইল কি ১½ মাইল দূরবর্ত্তী কল্লাভাঙ্গা দীঘি নামক একটি বড় জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। সেই থানে তাহাদের পথ পৃথক হইল। আহাম্মদুল্লা এবং ঐ কনেষ্টবল জলাশয়ের উত্তর পাড় দিয়া পশ্চিম দিগের পথ ধরিল। এবং ইস্মাইল জলাশয়ের পূর্ব্ব পাড় দিয়া দক্ষিণ অভিমুখে যে রাস্তা তাহার বাড়ীর দিগে গিয়াছে সেই পথে গমন করিল। এই মোকদ্দমার কোন সাক্ষীই

ইহার পর তাহাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখে নাই।

ইস্মাইল জাগীরদারের একটি স্ত্রী ও ইদ্রিছ মিঞ নামক একটী পুত্র আছে। শেষোক্ত ব্যক্তি অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি সম্পন্ন ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক একটি বালক। সে এই অভিযোগের প্রথম সাক্ষী। কয়েক মাইলের মধ্যে এই বালকই মৃত ব্যক্তির এক মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত আত্মীয়। ইহাই পরে বর্ণিত অনুসন্ধান কারী পুলিস কর্ম্মচারী ও তাহাদের উচ্চতন কর্ম্মচারিদের চরিত্র বর্ণনায় সহায়তা করিবে। এই বালক যে পরিণামে তাহা অপেক্ষা বয়োঃবৃদ্ধ এবং তাহা অপেক্ষা সাংসারিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে ও দুর্ল্লভ, বুদ্ধি ও উপায় অবলম্বন করিবে তাহা তাহারা কখন মনেও করে নাই।

ইদ্রিছ সাক্ষ্য দিয়াছে যে তাহার পিতা বাড়ী না আসায় সে অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করিতেছে মনে করিয়া সে তাহার কোনও অনুসন্ধান লয় নাই। পর দিন অতি প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইবার জন্য বাড়ীর সম্মুখস্থ বড় পুষ্করিণীতে (এই জলাশয় মৃত ব্যক্তির অধিকৃত) যাইয়া তাহার পিতার মৃতদেহ অধোমুখ হইয়া ঘাটের নিকটে ভাসিতেছে দেখিতে পায়। বালক কাঁদিয়া উঠিলে নইমুদ্দিন মিঞি আবদুল আজিজ, ইসলাম এবং অনেক প্রতিবেশী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই ওছমান আলী চৌকিদার নামক গ্রাম্য চৌকিদারও আসিল। ইহাদের মধ্যে নইমুদ্দিন মিঞি (মৃত ব্যক্তির বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম দিগের পরবর্ত্তী বাড়ীতেই বাস করে) এবং ওছমানআলী চৌকিদার উভয়েই এই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত, কিন্তু তাহারা এক্ষণে হাজির নাই। ইদ্রিছ তাহার পিতার মৃত দেহ জলাশয় হইতে উঠাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে বলে

যে যখন সে ইহা দেখিবার জন্য জলে নামিতেছিল তখন ওছমান আলী চৌকিদার দারোগা না আসা পর্য্যন্ত মৃত দেহ জল হইতে উত্তোলন করিতে নিষেধ করিল ও তাহাকে থানায় যাইয়া এজেহার দিতে বলিল।

যদিও ইদ্রিছ বলে যে তখনই তাহার পিতার হত্যা হইয়াছে এরূপ সন্দেহ তাহার মনে উদিত হইয়াছিল তথাপি বালকের বয়স, পরামর্শদাতার পদ ও তাহার পরামর্শের প্রকাশ্য সরলতার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে ওছমান আলী চৌকীদারকে সন্দেহ করিতে পারে স্পষ্টতঃ এরূপ কোন কারণ না থাকায়, আবার তাহার পিতার মৃত দেহ উপুব হইয়াছিল বলিয়া কোন অত্যাচারের চিহ্ন তাহার চোখে না পড়ায় বালক যে তাহার বিশ্বাস ঘাতকতার কোন পূর্ব্বাভাষ না পাইয়া তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে তাহা বড় বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং ইদ্রিছ মৃত দেহ যেরূপ দেখিয়াছিল সেরূপই রাখিয়া থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। নইমুদ্দিন মিঞা, এমদাদুল্লা, এয়াকুব আলী এবং ওছমান আলী চৌকিদার তাহার সঙ্গে গেল। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তিই এই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত, কিন্তু কেবল মাত্র ইয়াকুব আলীই এখন বিচারাধীনে আছে। যে সকল প্রমাণ মুখ্য ভাবে তাহাদিগকে দোষী করিতেছে এবং যাহার মীমাংসা পরে হইবে তাহা ছাড়িয়া দিলেও ইসমাইল জাগীরদারের সহিত তাহাদের প্রত্যেকেরই অসদ্ভাব থাকা, বিশেষতঃ ইয়াকুব আলীর সঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারীতে বহুতর মোকদ্দমা থাকা সত্ত্বেও তাহারা মৃত্যু সংবাদ পুলিসে দিবার জন্য যে এত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিল ইহা নিশ্চয়ই কিছু আশ্চর্য্যজনক। মৃত ব্যক্তির শত্রুদের এই অবশ্য লক্ষ্য ব্যব-

হারের (যাহা তাহাদের হত্যার প্রমাণ করে) এরূপ কোনও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় নাই। সম্ভবতঃ ওছমান আলী চৌকীদারের সম্বন্ধ টুকু ছাড়া অন্যান্য সকলের সম্বন্ধে এ বিষয়টি নিশ্চয়ই গাঢ় সন্দেহ উৎপাদন করে।

ইদ্রিছ বলিতেছে যে সহরে যাইবার পথে ইহাদের তিনজন ওছমান আলী চৌকীদার, এমদাদুল্লা এবং ইয়াকুব আলী তাহাকে বলিয়াছিল যে সে যেন থানায় যাইয়া বলে যে তাহার পিতা মরিয়া গিয়াছে এবং কাহার উপর সে কোন দাবি করে না। যখন তাহারা সহরে পৌঁছিল তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে তাহাদের পরামর্শ মত এজেহার দিবে কিনা, কিন্তু বালক কোনও পরিস্কার উত্তর না দেওয়ায় ইয়াকুব আলী ও ওছমান আলী চৌকিদার তাহাকে তাহার কোনও সন্দেহ থাকিলে এক জন মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিতে উপদেশ দিল। সাক্ষী কালীকুমার দাস ঐ বালকের পিতার নিয়মিত উকিল ছিল। বালক জেরায় বলিয়াছে এখানকার প্রধান মোক্তারদের মধ্যে যশোদাবাবুর সহিত (ইনিই পরে এই মোকদ্দমায় মোক্তারি করিয়াছেন) ও "গুণ্ডা" নামে পরিচিত অন্য এক মোক্তারের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। সম্ভবতঃ আরও কয়েকজন মোক্তারকে সে চিনিত কিন্তু এই দুই জনকে যেরূপ ভালমত চিনিত সেরূপ নয়। ইহাদের কাহারও বাড়ী না যাইয়া সে আসরফ আলী নামক এক মোক্তারের বাড়ী গিয়াছিল। তাহাকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই তাহার তথায় যাওয়ার কারণ এই অবস্থায় আমি সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি যে ঐ চারিব্যক্তি তাহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল।

ইদ্রিছ পূর্ব্বাহ্ন ৭টা কি ৮টার সময় মোক্তারের বাটিতে

পৌঁছিল। ইদ্রিছ বলে যে মোক্তারের বাড়ি যাওয়ার পথে (এই পথ সোজাসুজি থানায় যাওয়ার পথ নহে) সে অভিযুক্ত সাদক আলীর দেখা পাইয়াছিল। সাদক আলীর (ইহার গতিবিধি সম্বন্ধে পরে আরও বর্ণিত হইবে) ঐ সময় তথায় কি করিতেছিল তাহার কোনও কারণ দেখান হয় নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সে মোক্তারকে ইদ্রিছের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত করিতে অগ্রে গিয়াছিল। ইদ্রিছ বলে যে আশরফ আলী তাহাকে উপদেশ দিয়াছিল যে সে যেরূপ দেখিয়াছে সেইরূপ যেন এজেহার দেয় ("ঘটনা যে রকম দেখিয়াছ সে রকম কহিও") পরামর্শটি সাদাসিদা ছিল এবং এই উপদেশ ইদ্রিছের নিকট অত্যন্ত সোজাসুজি বলিয়া বোধ হইয়াছিল; উপরের লিখিত মত ওছমান আলী চৌকীদারের কথোপকথনেই ঠিক করা হইয়াছিল যে এজেহার দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার এরূপ কোনও কথাই বলা উচিত নয় যাহাতে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে। এই চারি জনের সহিতই মোক্তারের বাড়ী হইতে সে থানায় উপস্থিত হয়। তথায় ১নং চিহ্নিত দলিলের অনুযায়ী এজেহার দেয়। থানার ভারপ্রাপ্ত সবইন্‌স্পেক্টর (দারোগা) ওছমান আলী তাহা লেখে। এই প্রথম এজেহারে ইদ্রিছ কাহাকেও সন্দেহ করে কিনা অথবা তাহার পিতা কিরূপে পুষ্করিণীতে পড়িল অথবা কিরূপে মারা গেল তাহার কিছু বলিতে পারে কিনা সে বিষয় কিছু না বলিয়া কেবল তাহার পিতার বাটী হইতে যাওয়ার কথা, তাহার পিতার পরিহিত পোষাকের কথা, তাহার বাড়ী না ফিরিবার কথা এবং প্রাতে পুষ্করিণীতে তাহার মৃত দেহ দেখা যাওয়ার কথা বর্ণনা করে। ইদ্রিছ এই এজেহার দেওয়ার পর এখানকার ঘোড়-

দৌড় নিবাসী তাহার সম্পর্কীয় ভ্রাতা আবদুল্লার সহিত বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে; এই ব্যক্তি সম্ভবতঃ কিছু শুনিয়াই থানায় আসিয়াছিল। থানার বাহিরে আসার পরই ইদ্রিছের স্বতঃ প্রণোদিত বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। ইহার পরে কয়েক দিনের মধ্যে তাহাদের কাহাকেও দেখা যায় নাই; যদিও তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ইয়াকুব আলীই বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তথাপি ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে নইমুদ্দিন মিঞি এবং এমদাদুল্লার অপরাধ প্রমাণকারী মুখ্য প্রমাণ রহিয়াছে এবং ওছমান আলী চৌকিদারের বিরুদ্ধে গৌণ প্রমাণ এই যে সে হত্যা কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার সময় (চাষাদের সায়ংকালীন আহারের সময়) বাটিতে ছিল না।

বাটিতে আসার অল্প পরেই ইদ্রিছ এক জন এবং তৎপরে দুই জন কনেষ্টবলের দেখা পায়। সে অথবা তাহারা তাহার বাটিতে পূর্ব্বে পৌছিয়াছিল তাহা সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। ইহা তত প্রয়োজনীয়ও নয়। কনেষ্টবলেরা উভয়ে আসিলে মৃত ব্যক্তির দেহ ইদ্রিছের সম্মুখেই জলাশয় হইতে উঠান হইল। ইদ্রিছ বলে, সে তখন দেখিল যে গলার উপরের চামড়া নাই, কপাল ফুলা ও বিবর্ণ, একটি চক্ষু বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং তাহার পুরুষাঙ্গের উপর রক্তের ন্যায় একটি লাল চিহ্ন রহিয়াছে। ইদ্রিছ বলিতেছে যে তদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য অত্যাচারের চিহ্ন ছিল কিন্তু সে তাহা ভালরূপে লক্ষ্য করে নাই, কারণ তাহার অজ্ঞানাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে কান্দিতেছিল।

আসামীর পক্ষে সুধারাম থানার হেড্ কনেষ্টবল কৃষ্ণকমল ভদ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সে অন্যান্য বিষয়ে ইচ্ছা

পূর্ব্বক এত স্থূল মিথ্যা কথা বলিয়াছে যে তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করা নিরাপদ নহে। তথাপি সেইযে মৃত দেহ নোয়াখালীর হাস্পাতালে পাঠাইয়াছে বলিয়া বলে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

পুলিশ কনেষ্টবল রামধন বর্ম্মা সাক্ষ্য দিতেছে যে এই হেড্ কনেষ্টবল ঐ মৃত দেহের সহিত তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল, এবং ইহা হাস্পাতালে নিয়া যে অবস্থায় পাইয়াছিল সেই অবস্থায়ই ডাক্তারের হাওলা করিয়াছিল। ইদ্রিছ বলিতেছে যে সেও ঐ মৃত দেহের সঙ্গে গিয়াছিল। থানার পার্শ্ব দিয়া হাস্পাতালে যাওয়ার পথ; ইদ্রিছ বলে যে হাস্পাতালে যাওয়ার পথে মৃত দেহের সহিত সেও থানায় গিয়াছিল ও ওছমান আলী দারোগাকে তথায় দেখিয়াছিল। ইদ্রিছ বলিতেছে সে এবং কনেষ্টবল অপরাহ্ন ২টা কি ৩টার সময় হাস্পাতালে পৌছিয়াছিল এবং এক কি দুই ঘড়ি ২৪ কি ৪৮ মিনিট) পরে মৃত দেহ তাহার পিতার বলিয়া সেনাক্ত করিলে তাহা ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই জিলার সিভিল মেডিকেল অফিসার বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য যাহা দাওরায় সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫০৯ ধারা অনুযায়ী তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন তিনি ২৬শে আগষ্ট তারিখে বেলা ৪॥০ টার সময় দেহ পরীক্ষা করিয়াছেন; পুলিশ কনেষ্টবল রামধন বর্ম্মা ও মৃত ব্যক্তির পুত্র ইদ্রিছ মিঞার দ্বারা তাহার নিকট সেনাক্ত করা হইয়াছে যে ইহাই ইসমাইল জাগীরদারের দেহ। শরীরটা তাজা ছিল বুকের বাম দিকে এবং সম্মুখে গলার ডানিদিকে ও কাঁধের উপর কয়েকটা ছোট ঘর্ষণের দাগ ছিল, বুকের ডাইন দিকেও ছিল।

হাতের কুমুই হইতে কব্জার মধ্যে পিছন দিকে, দক্ষিণ হাটুর পশ্চাদ্ভাগে ও বাম হাটুতে ও পুরুষাঙ্গের উপরেও কয়েকটী ঘর্ষণের চিহ্ন ছিল। মাথার উপরিভাগে ও দক্ষিণাংশে কপালের দক্ষিণার্দ্ধে ও দক্ষিণ গণ্ডে সর্ব্বএই ক্ষত বিক্ষত ছিল, এবং পিঠের উপর মেরুদণ্ডের বাম দিকে একটী বড় ক্ষত ছিল। বাম চক্ষুর উপরের পাতা চর্ম্ম শূন্য ছিল। ডাক্তার বলিতেছেন যে তিনি মাথার ও মুখের চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া ও মাথার উপর কপালের উভয় চোয়ালে, দক্ষিণ গণ্ডে ও গলার সম্মুখে ও পার্শ্বে চামড়ার নীচে আলগা রক্ত দেখিয়াছিলেন; নীচের চোয়াল ভাঙ্গিয়াছিল মস্তিষ্কের, সংযোগকারী শিরা সকলের, ফুসফুস যকৃৎ ও মেরু অস্থি এবং গুহ্যদ্বার রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার বলিতেছেন তাঁহার মত এই যে, মৃত্যু অত্যাচার জনিত। তিনি বিবেচনা করেন মৃত ব্যক্তি কপালে সম্ভবতঃ কোন কঠিন ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত পাইয়াছিল অথবা কঠিন বস্তুর উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার গলা টিপিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এই সকল অত্যাচারেই সম্ভবতঃ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ক্ষত সকল কোনও ব্যক্তির দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাতে এবং চাম উঠার দাগ গুলি কোনও কঠিন অসমান বস্তুর ঘর্ষণে হইতে পারে।

এই সকল প্রমাণের সহিত ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, ৯ ভাদ্র তারিখে যখন ইস্মাইল বাটী হইতে নোয়াখালীর দিকে রওয়ানা হয় তখন সে এক খানা কালা পেড়ে ধুতি একটি সাদা কোট ও এক খানা চাদর পরিধান করিয়াছিল। টুপি পরিয়াছিল ছাতি সঙ্গে লইয়াছিল এবং তাহার পকেটে কতক গুলি কাগজ ছিল। এই সকল কথা আমরা ইদ্রিছের সাক্ষ্য হইতে প্রাপ্ত

হই। পূর্ব্ব কথিত আব্দুল্লার মৃত ব্যক্তিকে সূর্য্যাস্তের অল্প পরে দেখিয়াছে। সে বলিতেছে যে তখন তাহার পরিধানে কোট চাদর ও ধুতি ছিল তাহার সঙ্গে ছাতি ছিল, বগলের নীচে এক টুকরা নূতন কাপড় (সম্ভবতঃ সে বাজারে কিনিয়াছিল) ছিল। সাক্ষীদের মধ্যে যে আহাম্মদুল্লা ইস্মাইলকে শেষ জীবিত দেখিয়াছিল সে তাহার কোট লক্ষ্য করে নাই কিন্তু বলিতেছে যে তাহার পরিধানে ধুতি ছিল সঙ্গে ছাতা ছিল ও বগলের নীচে পুলিন্দা ছিল।

যখন ইস্মাইলের মৃত দেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতেছিল তখন তাহার পরিধানে মাত্র এক খানা ধুতি ছিল,—সেই কালা পেড়ে ধুতিই (ইদ্রিছ বলিতেছে যে এই ধুতিই) সে বাটী ত্যাগের সময় পরিধান করিয়াছিল। পুষ্করিণীতে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কল্লা ভাঙ্গা দীঘির নিকট আহাম্মদুল্লা হইতে পৃথক হওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যেং বস্তু ছিল তাহার কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই সকল বস্তুর অদৃশ্যতা ও ডাক্তারের সাক্ষ্য দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় যে ইস্মাইলের মৃত্যু অন্যায় কারণ সম্ভূত। মৃত্যু সংঘটনকারী ব্যক্তির কিম্বা ব্যক্তিদের কৃত অপরাধকে হত্যা না বলিয়া অন্য কিছু বিবেচনা করা অথবা অন্য কিছু বলিয়া সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। এই সাক্ষ্য হইতেই ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে, যে কাজ অথবা কাজগুলি দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে তাহা মৃত্যু ঘটানের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল ; এইরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গতও হইবে না যে বাস্তবিক ইস্মাইলকে ইচ্ছা করিয়াই বধ করা হইয়াছে, এই মতের পোষকতা করার জন্য অন্যান্য আরও প্রমাণ আছে। আসামীদের পক্ষ হইতে এই অপরাধকে হত্যা অপেক্ষা লঘুতর অপরাধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয় নাই।

তাহাদের উকীল কেবল এইমাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাহারা হত্যাকারী বলিয়া নিশ্চয় প্রমাণ হয় নাই। ইদ্রিছ বলিতেছে যে যখন সে হাস্পাতালের বাহিরে আসিয়াছিল তখন অপরাহ্ন ৬টা কি ৭টা--অন্ধকার হইয়াছিল; যে গরুর গাড়ীতে মৃত দেহ আনা হইয়াছিল তাহা বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল। কেরামত আলী নামক ইদ্রিছের এক জন আত্মীয় তাহার সঙ্গেই হাস্পাতালে আসিয়াছিল; ইদ্রিছ পিতার দেহ তাহার সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং থানায় গেল। থানা হাস্পাতালের উঠান হইতে (আমি বলিতে পারি) কয়েক শত গজ মাত্র দূরে, সে বলে যে দারোগা আসিয়াছিল না বলিয়া তাহাকে তথায় ২। ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং সে কালেক্টরীতে ১০টা কি ১১টা বাজিতে শুনিয়াছিল। অবশেষে সে ২য় এজেহার দেয় (২নং)। সে প্রথমতঃ বলিয়াছিল কে ইহা লিখিয়াছিল তাহা তাহার মনে নাই; পরে বলিয়াছিল যে ইনি এক জন দারোগা। এই ২য় এজেহারের লিখক সবইনস্পেক্টর যে ওছমান আলী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না কারণ সুধারাম থানায় আরও কয়েক জন সবইনস্পেক্টর আছে। ওছমান আলী চার্জ্জ প্রাপ্ত দারোগা। ২নং চিহ্নিত দলীলে ইদ্রিছের স্বাক্ষর আছে এবং সে স্বীকার করিতেছে যে ইহা শুদ্ধ রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; কে লিখিয়াছে তাহা জানার প্রয়োজন নাই; লক্ষ্য করা উচিত— যে সময় ইহা লিখিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় (এই সময় সাক্ষীর বর্ণিত সময়ের সহিত ঐক্য হয় না) তাহার কোনও প্রমাণ নেওয়া হয় নাই এবং ওছমান আলী, যাহার দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, তাহারও সাক্ষী নেওয়া হয় নাই। এই দ্বিতীয় এজেহারে ইদ্রিছ উপরের বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই বলিয়াছিল

সে আসরফ আলী মোক্তারের সহিত সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়াছিল এবং তাহাকে মোক্তারের বাটীর দিক হইতে আগমনকারী মালেক আলীর সম্বন্ধে যে দেখা হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছিল। যে চারি জন তাহার সঙ্গে থানায় আসিয়াছিল তাহাদের সকলের নাম সে উল্লেখ করে নাই; কিন্তু সে বলিয়াছে যে এমদাদ আলী এবং আবদুল হালিম তাহাকে নাদাবী (অর্থাৎ সে কাহাকেও সন্দেহ করে না) এজেহার দিতে বলিয়াছিল। ইদ্রিছ এখন যে চারি জনের কথা বলিতেছে আবদুল হালিম তাহাদের মধ্যে নাই। সেও এই বিচার্য্য চারি জনের সহিত পোলিস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণ অভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা দেখা উচিত যে ইদ্রিছ এখন যেরূপ বলিতেছে আবদুল হালিম যখন বিচারাধীনে ছিল তখনও সেইরূপই আবদুল হালিমকে ত্যাগ করিয়া অপর তিন ব্যক্তির নাম বলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তখন মাত্র এক ইয়াকুব আলীই কোর্টে উপস্থিত ছিল। ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে ২নং দলীলে ওছমান আলী চৌকীদার তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল বলিয়া ইদ্রিছের উল্লেখ করার কথা লিখা হয় নাই ১নং দলীলে সে তাহার নাম বলিয়াছে এবং সে নিশ্চয়ই প্রথমতঃ তৎসঙ্গে থানায় আসিয়াছিল; অতএব ইহাও সম্ভবতঃ আশ্চর্য্য নয় যে নই-মদ্দিন এবং ইয়াকুব আলীও পরিত্যক্ত হইয়াছিল কিন্তু ইহা সর্ব্ব-দাই মনে রাখা উচিত যে যদিও ইদ্রিছ সাধারণ ভাষায় তাহার ২য় এজেহারের (দলীল ২নং) সত্যতা স্বীকার করিয়াছে তথাপি যে ব্যক্তি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই এবং সম্ভবতঃ তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেও তাহা বিশ্বাস করা যাইত না। যাহাহউক, কেবল ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে যে আইন

অনুসারে (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১৪৫ ধারা) যদি কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্য পূর্ব্ব বর্ণিত লিপিবদ্ধ বর্ণনার সহিত অসামঞ্জস্য দেখাইতে হয়, তাহা হইলে যে সকল অংশ অসামঞ্জস্য দেখানের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইবে তাহার প্রতি সাক্ষীর মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এজেহার সম্বন্ধে ইদ্রিছকে কোনও জেরা করা হয় নাই প্রতিবাদীর উকীল স্থানীয় উকীল সমিতির পরিচালক।

মোক্তারের সহিত দেখা হওয়ার কথা উল্লেখ করার পূর্ব্বেই ইদ্রিছ বলিয়াছে যে তাহার পিতাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সে সন্দেহ করে এবং তাহার পিতার সহিত সাদক আলী, আছলাম, এমদাতুল্লা, আনওয়ার আলী, আবদুল হালিম, ওছমান আলী চৌকীদার, ফজর আলী, আবদুল হাকিম এবং আবদুল করিমের শত্রুতা ছিল এবং সে সন্দেহ করে যে এই সকল শত্রু অথবা অপর শত্রুদের দ্বারা তাহার পিতা নিহত হইয়াছে।

যখন ২নং দলীল তাহাকে পড়িয়া শুনান হইল তখন সে নিজেই বলিল যে দারোগা তাহাকে যাহাদের সহিত তাঁহার পিতার শত্রুতা ছিল তাহাদের কয়েক জনের (দুই চারি জনের) নাম করিতে বলিয়াছিল। জেরাতে সাক্ষী বলিল যে হাস্পাতালে যাওয়ার কালে দারোগা ওছমান আলীর কথা মতই সে দ্বিতীয় এজেহার দিয়াছিল। সে আরও বলিল যে ইহা প্রায় নিশ্চিতই ছিল যে দারোগা না বলিলেও সে এজেহার দিত. প্রতিবাদী পক্ষীয় উকীল দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে এই সকল ঘটনাই ওছমান আলী দারোগার সততা ও তাহার প্রতি আসামীর দলভুক্ত কাটগড়াস্থিত তাহার অভিযুক্ত আত্মীয়দিগকে বাচানের জন্য ঘটনা চুপচাপ করিয়া দেওয়ার কথা যে অভিযোগে বলা হইয়াছে তাহার অস-

তাতা প্রমাণ করিতেছে। ওছমান আলী দারোগার আত্মীয়েরা ইহাদের সামিল আছে ওছমান আলী দারোগা যে তখন একথা জানিত অভিযোগেও তাহা বলে না তাহারা ঘনিষ্ট আত্মীয় নয়। তাহারা সামাজিক পদে ও সম্মানে তাহা অপেক্ষা অনেক নীচ। এই সম্পর্ক দেখাইবার যোগ্য সম্পার্কও নয়, ওছমান আলী যে এক কুটুম্বিতা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এরূপ দেখাইবার কিছু নাই।

এই দরিদ্র আত্মীয়েরা যে পরিবারস্থ বড় এবং সর্ব্ব শক্তিমান সবইন-স্পেক্টরের নিকট যাইয়া তাহারা একটী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে এরূপ যে বলিবে তাহার আশা করাও যায় না। ওছমান আলী দারোগা যে ইদ্রিছকে তাহার পিতাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিতে বলিবে তাহা স্বাভাবিক। ঘটনা যাহাই হউক, ডাক্তারী পরীক্ষার পর প্রকৃত ঘটনা বাহির হইতে বাধা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত; অধিকন্তু তাহার এরূপ করার কোন কারণও ছিল না। কিন্তু ২ চিহ্নিত দলিল লেখার সময় যে সে অন্ততঃ তাহার আত্মীয়দের নাম গুলি গোপন করিত তাহার আভাস পাওয়া যায় ইহাও দেখান হইয়াছে যে ইদ্রিছ স্বীকার করিয়াছে যে সে প্রথম হইতে বরাবরই জানিত যে যে চারি জন আসামী এখন বিচারের অধীন আছে তাহারা ওছমান আলীর আত্মীয় তাহাদের ৩ জনের উল্লেখ ২ চিহ্নিত দলিলে করা হইয়াছে। স্বতঃই দুইটী যুক্তি মনে উদিত হয় একটী এই যে ওছমান আলী তখন জানিত যে যাহাদের নাম সে লিখিতেছে তাহারা তাহার আত্মীয় কিন্তু পর দিন প্রাতে আমজাদ মীরের সহিত দেখা হওয়ার পুর্ব্বে সে এই মোকদ্দমাটি নীরবে চুপ চাপ

করিয়া দেওয়ার বিষয় তাবে নাই। এই আমজাদ মীরের সহিত সম্পর্কতাতেই ওছমান আলীর সহিত তাহাদের সম্পর্ক; দ্বিতীয়টী এই যে হয়ত সে সম্ভবতঃ ঠিক তখনই খাইয়া আসিয়াছিল এবং প্রকৃত অবস্থায় ছিল না (আমি স্বয়ং রাত্রি ১০। ১২ টার সময় অত্যন্ত নিদ্রাতুর হই) লিপ্ত ব্যক্তিগণ যে তাহার আত্মীয় হয়ত তাহা সে জানিত না অথবা নানা কারণে লক্ষ্য করে নাই। এসম্বন্ধে ইহাও দেখান যাইতে পারে যে এই নাম খুব অধিক পরিমাণে প্রচলিত নাম। খুব সম্ভব সাদক আলীর পিতার নাম ওছমান আলীর জানা ছিল কিন্তু তাহা বলা হয় নাই। এই সকল ব্যক্তির সহিত ওছমান আলীর দৃঢ় সম্বন্ধ থাকার কথা ওছমান আলীর মনে উদিত হইয়াছিল কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

ওছমান আলী দারোগা যত লোককে চিনে তদপেক্ষা অধিক লোকে ওছমান আলী দারোগাকে চিনে। অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ওছমান আলীর যতদূর সম্বন্ধ আমি বিশ্বাস করি যে আমিও লর্ড হলসবারীর অন্ততঃ ততদূর নিকটবর্ত্তী ভাই হইবার দাবী প্রমাণ করিতে পারি। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন একজন সদাশয় লর্ড হউস-অবলর্ডসে বর্ডিলন সাহেবকে কার্য্য ত্যাগে বাধ্য করণ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছিলেন ও আমার সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশংসা সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তখন সেই প্রতাপান্বিত সমিতির সভাপতির মনে এই সুদূর ভারতের ডোবায় এত বড় একটি তরঙ্গাঘাতকারী জজকে তাহার এক জন আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

এই দ্বিতীয় এজেহার দেওয়ার পর ইদ্রিছ বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল। পর দিন প্রাতে (সোমবার ২৭শে আগষ্ট)

পূর্ব্বাহ্ন ৭।৮টার সময় দারোগা ওহমান আলী তাহার বাড়ীতে আসিল। ওহমান আলী ঐ গ্রামে ১২।১৪ দিন অবস্থান করিল। সে প্রথম ৫।৭ দিন ইজ্রিছের বাড়ীতেই ছিল; পরে মইমুদ্দিন মিজির বাড়ীতে (ইজ্রিছের বাড়ীর পরবর্ত্তী বাড়ী) যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ব্যক্তি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন।

২৮শে আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে, ডব্লিউ, টি রেইলি নামক ৩৮ বৎসর বয়স্ক এক জন ইউরোপীয় পুলিস ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট তদন্ত ও তত্ত্বাদিক করার জন্য ঐ স্থানে আসিলেন। সিভিল লিষ্টে দেখা যায় তিনি মাসে ৬০০ টাকা পান। এস্থানে তাঁহার নামধারী অপর এক জন পুলিস ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইতে তাহাকে পৃথক করার জন্য তাঁহার সংক্ষেপ নামের উল্লেখ করিলাম। তিনি আসার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পরে ভাল রূপ বিবৃত হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে মিঃ রেইলির বর্ণনার উপর খুব কমই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে; তিনি বলেন যে তিনি "প্রায়" ৮টার সময় ইজ্রিছের বাড়ী উপস্থিত হন ও তথা হইতে "প্রায়" পূর্ব্বাহ্ন ১০½টার সময় নোয়াখালী ফিরেন। তিনি কিন্তু নিজেই স্বীকার করেন যে এই সময় মধ্যে তিনি কেবল মাত্র অভিযোগকারী ও তাহার মাতার "সাক্ষ্য" লইয়াছিলেন। এবং গ্রাম্য চৌকিদারের সহিত ও "কথা" কহিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বহিতে ২॥ঘণ্টা সময় লাগিতে পারেনা, সুতরাং শক্তিকেই ধারনা করিয়া লইতে হইবে যে তাঁহার তদন্ত অল্প সময় ব্যাপী ছিল। রেইলি সাহেবের ইস্মাইল জামীরদারের বাড়ী ত্যাগের সময়ের গুরুত্ব অতঃপর উপলব্ধি হইবে।

রেইলি সাহেব বলেন যে ২৭শে আগষ্ট তিনি কোর্ট সবইন্সপেক্টরের প্রথম (২য়) এজেলার রিপোর্টের (দলিলের নং ২৫ক) উপর হুকুম দেন যে "ইনস্পেক্টর "এ" অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুসন্ধানের অধ্যক্ষতা করিবেন"। "এ" ডিভিসনের ইনস্পেক্টর ভারতচন্দ্র মজুমদার সাফাই সাক্ষী রূপে পরিক্ষিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে তাহার বয়স ৫০ বৎসর এবং সিভিল লিষ্টে দেখা যায় তিনি মাসিক ২০০ টাকা বেতন ভোগী ২য় শ্রেণীর এক জন পুরাতন ইনস্পেক্টর।

ভারতচন্দ্র মজুমদারের কার্য্যাবলী পরে দৃষ্ট হইবে। তদারককারী কর্ম্মচারী দারোগা ওছমান আলী যে সকল আসামীরা প্রকৃতপক্ষে প্রথমতঃ আইনের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য (তাহারই মতে?) পলায়ন করিয়াছিল। ৬।৭ দিন পরে ফিরিয়া আসিতে থাকিলে ও তাহাদিগকে গেরেপ্তার করে না। কারগিল সাহেবের স্থলে জে, এ, ইজেকিল সি, এস, সাহেব গত বৎসর ৭ মাস ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ৩নং চিহ্নিত আবেদন পত্র খানা দাখিল করে। ঐ আবেদন পত্র এইরূপ যথাঃ—

নোয়াখালী ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সুধারাম থানার অন্তঃপাতী চরউড়িয়া নিবাসী মৃত ইস্মাইল জাগীরদারের পুত্র ইদ্রিছ মিয়ের বিনীত আবেদন পত্র অত্যন্ত সম্মান সহকারে নিবেদন করিতেছে যেঃ—

১। গত ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) তারিখে আবেদনকারীর পিতা দেওয়ানী আদালতের একটি মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সহরে আসিয়াছিল, তৎপরে রাত্রে আর বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই।

২। পর দিন (২৬শে আগষ্ট) অতি প্রাতে পিতার মৃত দেহ

একটি পুকুরে (আবেদন কারীর ঘাটে) ভাসিতে দেখিয়াছিল ; তৎপরে আবেদন কারী সহরে আসিয়া তৎসম্বন্ধে পুলিসে সংবাদ দেয়।

৩। ডক্তারের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে আবেদনকারীর পিতার মৃত্যু গুরুতর প্রহারে ঘটিয়াছিল।

৪। আবেদনকারী ও তাহার মাতা তাহাদের শত্রুদিগকে সন্দেহ করিয়াছিল ; এবং তদন্তের সময় কাহারও কাহারও দ্বারা এরূপ প্রকাশিত ও হইয়াছে যে সন্দিহিত শত্রুরাই বাস্তবিক পিতার মৃত্যু ঘটাইয়া ছিল।

৫. পুলিসের সম্মুখে প্রমাণ হওয়া সত্বেও পুলিস এপর্য্যন্ত ও নীরব। ওছমান আলী এখানকার স্থানীয় লোক হওয়াতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই কথিত অনুসন্ধানকারী সবইনস্পেক্টরের ও তাহার পুত্রের শ্বশুর আমজাদ মিয়ার আত্মীয় অনুসন্ধানের সময় কথিত আমজাদ মিয়া সর্ব্বদাই সবইনস্পেক্টরের সঙ্গে ছিল। পুলিস সবইনস্পেক্টর অনুসন্ধানের সময় কখন২ গ্রামে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যাওয়ার উদ্দেশ্য তিনিই ভালরূপ জানেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আবেদনকারী বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে—যে অপরাধিদিগকে ন্যায় বিচারাধীনে আনিতে পুলিস উপযুক্তরূপ যত্ন পায়ও নাই পাইবেওনা।

৬। অভিযুক্তদের বিপক্ষে মোকদ্দমা খাড়া করিবার ঘটনা সম্বলিত গৌণ প্রমাণ ও আছে।

৭। ঘটনা স্থল এই সহরের নিকটেই, আবেদনকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে হুজুর এই মোকদ্দমা পুলিসের হাত হইতে উঠাইয়া লন এবং হুজুর স্বয়ং প্রমাণ গ্রহণ করেন অথবা কোনও

উপযুক্ত আদালতকে ভালরূপ তদন্ত করিতে আদেশ দেন। ইতি নোয়াখালী ৫।১।০০.

এই আবেদনপত্র পূর্ব্বোল্লিখিত যশোদা বাবু মোক্তারের মুসাবিদা। এই যশোদা বাবু আসামীদের উকীল দ্বারা সাক্ষী মানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষীত হন নাই। ইদ্রিছ জেরায় স্বীকার করিয়াছে যে, সে যখন আবেদনপত্র লিখিয়াছিল তখন সে তাহার পিতার হত্যার প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিদের নাম জানিত; কিন্তু সে যে এইসকল ব্যক্তির নাম না দিয়া কেবল সাধারণ সংজ্ঞায় কোন ২ ব্যক্তি বলিয়া সাক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে এই ঘটনার উপর প্রতিবাদকারী উকীল অত্যান্ত অধিক গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

ইদ্রিছ কি যশোদাবাবু যদি দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিতে পারিতেন যে ইজেকিল সাহেব ইদ্রিছের প্রার্থনা অনুসারে এই মোকদ্দমা স্বয়ং উঠাইয়া লইবেন—অথবা যদি তাহারা দৃঢ় বিশ্বাসে অনুভব করিতে পারিত যে তিনি তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ করিবেন—তাহা হইলে এই প্রতিবাদে খুব বেশী রূপ জোর দেখিতে পাওয়া যাইত।

কিন্তু একজন মোক্তারকে (এবং এরূপ বিষয় একজন বিচারককে) মানুষের আদর্শতা না দেখিয়া সে কিরূপ প্রকৃতির তাহা দেখিয়া কাজ করিতে হয়। একজন ইউরোপীয় এড্‌-ভোকেট আমাকে এক সময় বলিয়াছিলেন "আমাদগকে তোমাদের গতিবিধির অনুশীলন করিতে হয়, তোমাদের মতলবকে কি করিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা জানিতে হয়। আমাদের জীবিকা ইহাতেই নির্ভর করে।" ইহার সহিত ইজেকিল সাহেব কয়েক মাস হইল এই জিলায় আসিয়াছিলেন

ইহা যোগ করা, যদি বশোদা বাবু এই সময়ের মধ্যে ইজেকিল সাহেব এই ও চিহ্নিত দলিল লইয়া কি করিবেন তাহার কিছু আভাষ মনে ধারণা করিতে না পারিতেন তাহা হইলে তিনি এস্থানে মোক্তারদলের শীর্ষস্থানে অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না।

এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া আমি ইজেকিল সাহেবের উপর আদপেই দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহা নিশ্চয়ই একটী পরিতাপের বিষয়। আমি বিবেচনা করি ইজেকিল সাহেব নিজে তাহা স্বীকার করিবেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ "মোকদ্দমাটি উঠাইয়া নিয়া স্বয়ং প্রমাণ গ্রহণ করেন" নাই; কিন্তু অতি কম ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটই, এমন কি অপেক্ষাকৃত প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই এরূপ করিতেন। মিঃ ইজিকেল তুলনায় এক জন নবীন কর্ম্মচারী ও তাহাকে পুনরায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট পদে যাইতে হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যের দ্বারা তিনি তাহার এই প্রথম ভুলের সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়াছিলেন এবং মোকদ্দমাটি মোটের উপর তাহার গৌরব অত্যন্ত বাড়াইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই ইহার মধ্যে হইতে নিকলঙ্ক হস্ত লইয়া বাহির হইয়াছেন। বাহুল্য ভাবে কোনও ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে সাধারণতঃ যে পথ অবলম্বন করেন রিপোর্টের ঘটনাবলী তাহা যথেষ্ট রূপ প্রমাণ করিবে। উপায়টি এই— যে কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় তাহার পরবর্ত্তী বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট অনুসন্ধানের জন্য ঐ অভিযোগ প্রেরণ করা হয় অথবা কখনং সেই অভিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই নীতি কেবল ডিষ্ট্রীক্ট

ম্যাজিষ্ট্রেটের আথবা পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল কর্ম্মচারীর মনেই ইহা এক ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতায় যে ক্লাবটির সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, এবং যে ক্লাবে অধিকাংশ রাজ কর্ম্মচারীগণই গমনাগমন করিয়া থাকেন তথায় কোনও একজন সম্মানিত দেশীয় আগন্তুকের স্বাপক্ষে আমি কোন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলাম তাহাও ঠিক এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ৩নং দলিলের উপর মিঃ ইজেকিল যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই যে "রিপোর্ট করার জন্য ডিঃ সুঃ পুলিসের নিকট। ৫ প্যারার প্রতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৬—৯—০০

জে, এ, ই,"

মিঃ ইজেকিল পরে রিপোর্টের উপর লিখিয়াছিলেন "শীঘ্র"। হয়ত তাহার এরূপ করায় ভালই হইয়াছিল কারণ পরে দৃষ্ট হইবে যে সাধারণতঃ পুলিসের সকলেই এবং রেইলি বিশেষ করিয়া মোকদ্দমাটার মিমাংসায় বিলম্ব করিবার কোন সুবিধা গ্রহণে অলস ছিল না।

রেইলী সাহেব এই হুকুম সহ ৬ই সেপ্টেম্বর এই দরখাস্ত খানা পাইয়াছিলেন এবং পার্শ্বে মন্তব্য লিখিয়া ঐ দিনই ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফেরত দিয়াছিলেন। বেশী করিয়া ইহা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। তিনি আবেদন পত্রের বর্ণনার উপর "সবই অনর্থক ভুয়া" বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন। সত্য ঘটনার ন্যায় কতকগুলি দৃঢ় উক্তি দ্বারা তিনি তাহার এই আমূল দোষারোপের প্রলয়কারী মিথ্যা কথার সমর্থন করিয়াছিলেন; এই সকল উক্তির প্রায় সকলগুলিই মিথ্যা ও কতক-

গুলি এরূপ যে প্রতারণার উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই এরূপ উক্তি করা যাইতে পারে না। তিনি পরিশেষে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে "অভিযোগকারীকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে যে যে সাক্ষী দ্বারা মোকদ্দমা প্রমাণ হইবে বলিয়া সে মনে করে তাহাদিগকে যেন আমার নিকট উপস্থিত করে।" (ইহা মনে রাখা উচিত যে আবেদনকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে মোকদ্দমাটি পোলিসের নিকট হইতে উঠাইয়া নিতে প্রার্থনা করিয়াছিল।) ৭ই সেপ্টেম্বর ইজেকিল সাহেব আবেদন পত্রের পার্শ্বে নিম্ন লিখিত হুকুম লিখিলেন।

"দরখাস্তকারী পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাহার সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে। জে, এ, ই

৭—৯—০০"

রেইলি সাহেব প্রথম বলিয়াছিলেন যে তিনি ৩নং চিহ্নিত দলিল পরে কখনও ফিরিয়া পাওয়ার কথা তাঁহার মনে হয় না। যখন এই হুকুম তাহার সম্মুখে ধরা হয় তখন তিনি স্বীকার করেন যে তিনি ইহা ঐ হুকুম সহ তাহার আফিসে দেখিয়াছিলেন কিন্তু ইহা স্থির রূপে বলিতে পারেন না যে তিনি ইহা ৭ তারিখে পাইয়াছিলেন কিম্বা, ইহা এক দিন কি ২ দিন পরেও হইতে পারে। রেইলি সাহেব কিন্তু আর একটী জিনিষ ৭ তারিখে পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন যদিও তিনি ইহা ৩ চিহ্নিত দলিলের পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন না পরে পাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন না। এই কাগজ টুকরা ৪০নং "এ ল" চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে; অত্যন্ত আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে রেইলি সাহেব আমাকে যে সকল কাগজ দিয়াছেন তন্মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ রূপে স্থানচ্যুত ভাবে গাথা গিয়াছে।

* "ইহা নীল পেন্সিলে "লিখিত" ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এক খানা আদেশ পত্র; স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে ইহা আফিসের চিরকুট। ইহার উপরে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বহস্তে লাল পেন্সিলে লেখা "জরুরী"। ইহাতে নিম্ন লিখিত রূপ লিখা :—

"অনুগ্রহ করিয়া চরউড়িয়া হত্যা মোকদ্দমার কাগজ পত্র আমার নিকট পাঠাইবেন। জে, এ, ই

৭—৯—০৩"

ইহার নীচে লাল কালীতে মিঃ রেইলীর হুকুম লিখিত।

"আফিস, প্রেরণ কর। ডব্লিউ, আর

৭—৯"

এ বিষয়ে রেইলী সাহেবের স্মরণ শক্তি এত কম হইলেও "চরউড়িয়া হত্যা মোকদ্দমা" এই কথাটি হইতে হয়ত ন্যায়সঙ্গত রূপে অনুমান করা যায় যে দুই ব্যক্তির মধ্যে এই বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছে এবং তাহা বাস্তবিক হইয়া থাকিলে এরূপ সম্ভব যে ইজেকিল সাহেব রালি সাহেবের বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া মোকদ্দমা ঘটিত কাগজ পত্র চাহিয়াছেন।

ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে রেলী সাহেব স্মরণ করিতে সমর্থ নন যে তিনি ইজেকিল সাহেবের নিকট হইতে সাক্ষিদিগকে স্বয়ং পরীক্ষা করিবার হুকুম পাওয়ার পূর্ব্বে কিরূপে এই কাগজ খণ্ড পাইয়াছিলেন ও কাগজ পাঠাইয়া ছিলেন। নোয়াখালীর মত জেলায় তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে হত্যা মোকদ্দমায়—পুলিসের জমাদারকের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে এরূপ হত্যা মোকদ্দমায় কাগজ পত্র পাঠাইবার জন্য "জরুরী" শব্দ লিখিত স্লিপ ঘন ঘন পাইতে পারেন না। এই ঘটনায় যদি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট রেলী সাহেবের প্রতি কোন অসন্তোষ প্রকাশ

করিয়াও থাকেন তাহা হইলে খুব সম্ভব রেলী সাহেবের তাহা গোপন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ এইরূপ অসন্তোষ প্রকাশের পরও তাহা কর্তৃক ভবিষ্যতে কোন কিছু পরিত্যক্ত হইলে তিনি তজ্জন্য দোষী হইতেন।

যাহা হউক ইজিকেল সাহেব কাগজ ফেরৎ দিবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, রেলী সাহেব ইজিকেল সাহেবের নিকট হইতে তিনি নিজেই সাক্ষী লইবেন, এই আদেশসহ ফরিয়াদীর দরখাস্ত ফেরা পাইয়াছিলেন।

রেইলী সাহেব বলেন যে যে দিন তিনি ঐ আবেদন পত্র ফেরত পাইয়াছিলেন, সেই দিন যে তারিখই হউক না কেন, সেই দিনই তিনি আবেদনকারীকে তাহার সাক্ষী হাজির করিতে বলিয়াছিলেন। ইদ্রিছের কিন্তু এই কথা স্মরণ নাই। ইহাই অধিক সম্ভব যে মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মচারী দ্বারাই মাজিষ্ট্রেটের এই হুকুমের কথা আবেদনকারীর মোক্তারকে বলা হইয়াছিল এবং মোক্তার আবেদনকারীকে বলিয়াছিল।

যে কোন প্রকারেই হউক ইদ্রিছ এই হুকুমের কথা জানিয়াছিল এবং এই হুকুম হওয়ার ২ দিন পরে ৯ই সেপ্টেম্বর সে পোলিসের ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; রেইলী সাহেব এই অবসরে কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

ইদ্রিছ ওছমান আলীর বিরুদ্ধে ইন্‌স্পেক্টর কিম্বা ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট কখন আপত্তি উত্থাপন করে নাই বলিয়া প্রতিপক্ষ অনেক পিড়াপিড়ি করিয়াছিল। আমার বিবেচনায় সে যে সিধাসিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে সে কিম্বা তাহার মোক্তার তাহাদের কেহ-

কেহ বিবৃতি করে নাই ; এবং ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, তাহা- দের এরূপ সন্দেহ করা উচিতই হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিকই, কেননা যাহাহউক আমরা এখানে—মোটের উপর, ব্যক্তি বিশে- ষের সহিত ব্যক্তি বিশেষের তুলনা করিলে আমাদের দেশীয় প্রজাগণ অপেক্ষা উন্নত সুতরাং তাহার ফল আপনা হইতেই ঘটিবে এইজন্যই সে যেতকায় পুলিসকে কম সন্দেহ করিয়াছিল। এবং স্পষ্টতঃই দেখা যায় সে পরের দিন বেলী সাহেবের আফিসে না গিয়া তাঁহার বাসায় গিয়াছিল।

কিন্তু যদি সে সেখানে যাইয়া অধিক লাভবান হইবে বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে অনতিবিলম্বে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল।

বেইলী সাহেব বলেন ইত্রিছ প্রথম বলিয়াছিল যে সে সাক্ষী উপস্থিত করিতে বা সাক্ষীর কোন তালিকা দিতে অপারগ। তাঁহার স্পেশাল ডাইরী তাঁহার হাতে দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন। এই ডাইরী আদ্যোপান্ত দেখা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমি আমার বিবরণ শুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, আফিসে নয়, সারকিট হাউসে দরখাস্তকারী সাক্ষী উপস্থিত করার অপারগতা জানাইয়াছিল।"

দরখাস্তকারী যে আফিসে আসিয়াছিল তাহা সাক্ষীতে কখ- নই বলেন নাই। বোধ হয় ইহা হইতে এরূপ মীমাংসা করা অন্যায় হইবে না যে তাহার (বি ১ চিহ্নিত) ডাইরী দেখিয়া এরূপ করার কোন ফল হইবে না বিবেচনা করার পূর্ব্বে, তিনি এরূপ বলিতেই কৃতসংকল্প ছিলেন। ডাইরী সামনাসামনী ধরার পূর্ব্বে বেলী সাহেব বলিয়াছিলেন যে বালক সাক্ষীদের নাম বলিতে পারিয়াছিল না। তিনি ১৬৭ ধারা মতাবেক যে বর্ণনা (বি ২

চিহ্নিত) লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি চারি জন সাক্ষীর সম্বন্ধ বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং আরও লিখিয়াছিলেন যে বালক আরও কয়েক জনের লিষ্ট দিতে চাহিয়াছিল। বালক নিজেই বলে যে সে নিজেই কতক, সম্ভবতঃ যে চারি জনের বিবরণ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের নাম ধামাদি লিখাইয়া দিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি তখন আরও কতগুলির লিষ্ট দিতে বলেন এবং সম্ভবতঃ সত্য এই যে ইব্রিস আরও অনেকগুলি সাক্ষীর নাম দিত কিন্তু বেলী সাহেব অত্যন্ত অলসতা প্রযুক্তই তাহা লিখিয়া রাখেন নাই।

যাহা হউক বেইলি সাহেব স্বীকার করেন যে বালক ৯ তারিখে তাহার সাক্ষিদের নাম দিতে অপরাহ্ন ও ১০ তারিখে তাহার স্বাক্ষর ও তারিখ সম্বলিত ৩১ জন সাক্ষিদের নামধামের এক তালিকা উপস্থিত করে। এই তালিকা ৩৪নং দলিল।

এই তালিকা পাইয়া বেইলি সাহেব যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হয়ত বঙ্গদেশীয় পুলিস বিভাগের মঞ্জুর হইতে পারে কিন্তু তাহা খুব কম লোকেই অনুমোদন করিবে। তিনি তাঁহার পুলিস আফিসকে সদর থানার যোগে সাক্ষিদের প্রতি সমন জারি করিতে আদেশ দিলেন; ওছমান আলীই এই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; যাহার উপর অভিযোগকারী মোকদ্দমা চুপ চাপ করিয়া ফেলার দোষারোপ করিয়াছে সেই ওছমান আলীর যোগেই এই সকল সমন (দলিল নং ৩০) জারি হইল। আবদুল আজিজ (সমরদ্দির পুত্র) এবং রজব আলী বলে যে তাহারা সেই দিনই পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে হাজির হয়; ওছমান আলী তাহাদিগকে সাহেবের নিকট কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া দেয়। রজব আলী বলে যে ওছমান

আলী তাহাকে উক্ত আফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দেওয়ার সময়ই ঐ কথা বলিয়াছিল। এই তিন ব্যক্তির সম্বন্ধে ওছমান আলী তাহাকে এবং রজব আলীকে সাক্ষি দিতে নিষেধ করিয়াছিল আবদুল আজিজ তাহাদের নাম বলিয়াছে। হত্যার প্রত্যক্ষকারী সাক্ষিদের মধ্যে ইসলাম নামক একজন বলিয়াছে যে ইহার অনেক পূর্ব্বে, ঘটনার পরের বৃহস্পতিবারে ওছমান আলী তাহাকে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে যে যদি সে সাক্ষি দেয় এবং যদি সে না পলায় তাহা হইলে সে (দারোগা) তাহার পোঁদে বাঁশ ভরিবে।

আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে ওছমান আলীর যোগে সাক্ষিদের প্রতি সমন জারি করা ব্রেইলি সাহেবের একটি আশ্চর্য্য লীলা। কিন্তু বিশেষ রোজ নামচার তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। তাঁহার প্রথম বিশেষ রোজ নামচার চিহ্ন "বি ৬" ইহা ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের; ইহার সহিত "বি ২" চিহ্নিত কাগজ সংযুক্ত; ইহাতে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১৭১ ধারানুসারে ইদ্রিছের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রেইলি সাহেব এই বিশেষ রোজ নামচা ও ইহার পরবর্ত্তী রোজ নামচা সকল আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্রেইলি সাহেব যত দূর সম্ভব স্মরণ করিয়া বলেন যে তিনি এই সকল মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান নাই। এই সকল যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান কর্ত্তব্য এরূপ কোনও নিয়ম তিনি জানেননা; কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে ইহা পাঠান উচিত ছিল। ব্রেইলি সাহেব বলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার জানাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে তিনি তাঁহার ইচ্ছা

কার্য্যে পরিণত করিতে কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই।

তিনি মোকদ্দমা অনুসন্ধানের সময় জানিতেন যে তাঁহার অধীনস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বলেন যে তাঁহার বিশেষ রোজ নামচা আফিসে পাঠানের সময় তিনি যাহা করেন ও সাক্ষিরা যাহা বলে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে না জানাইয়া ওছমান আলীকে জানান হইবে তাহা তাঁহার মনে আঘাত করে নাই। এবিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তাও তাঁহার হয় নাই।

এই সকল সাক্ষ্যের সত্য "গুপ্ত কথা" বুঝাইবার নিমিত্ত আমার অন্য একটি ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজ পত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। ইহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মহেশচন্দ্র গুহ ও কুমুদিনীকান্ত গুহের মোকদ্দমা: ইহা ইতি পূর্ব্বে হাইকোর্টেও গিয়াছে এবং ১৮ মাস কি ততোধিক কাল যাবত এই মোকদ্দমা চলিতেছে। ইহা ৫৮০০ টাকার কারেন্সি নোট চুরি যাওয়ার মোকদ্দমা, ইহাতে প্রতিবাদের কথা এই যে ঘটনার অনুসন্ধানকারী ওছমান আলী চোরদিগকে ধরিয়াছিলেন এবং মাল তাহাদের নিকট হইতে নিজে আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত ছিলেন; তৎপরে সে ঐ সকল নোট অথবা তাহার কতক পুলিস আফিসের হেড্ কেরাণী কৈলাসচন্দ্র দেবের যোগে কুমুদিনীকান্ত গুহকে দেয়; এই সহরে কৈলাশচন্দ্রের ও ঐ কুমুদিনীর ভাগে একটি কারবার আছে; এই সকল নোটের কয়েক খানা কারেন্সি আফিসে ঐ দোকানের বলিয়া ধরা পড়ায় ওছমান আলী ও কৈলাশ, কুমুদিনী ও তাহার পিতা মহেশকে বলির পাঁটা বানাইবার জন্য যোট করিয়াছে।

রেইলি সাহেব স্বীকার করেন যে এই মোকদ্দমার কলিকাতার

ব'রিষ্টার মিঃ সি আর দাস কর্ত্তৃক তাহাকে সুদীর্ঘ জেরা করা হইয়াছিল; তাহার বিশ্বাস যে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত জেরা হইয়াছিল। তিনি স্বীকার করেন যে মিঃ সি আর দাসের প্রশ্নে এই দেখানের ভাব ছিল যে তিনি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হেড্ ক্লার্ক কৈলাসের আয়ত্তাধীনে। তিনি স্বীকার করেন যে তিনি প্রতিবাদ পক্ষের ভাব জানিয়েন কিন্তু ইহা কখনও তাহাকে ওছমান আলী ও কৈলাসের মধ্যে কি প্রকার ভাব তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করায় নাই, এবং তিনি এখনও বলিতে পারেন না যে তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব কি অসদ্ভাব। (আমি বলিতে পারি যে তাহাকে প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে জেরা করা হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার আপিল গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সম্মুখে ছিল।)

কিন্তু বেইলি সাহেবের বিশ্বাস হয় যে তাঁহার হেড মোহরের রাজেন্দ্র সেই মোকদ্দমার সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে ওছমান আলী কৈলাসকে পিতা বলিয়াছে। তিনি স্বীকার করেন যে কৈলাসের মৌখিক রিপোর্টেই তিনি রাজেন্দ্রকে সস্পেণ্ড করেন, তাহার সস্পেণ্ডের সময় তাহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রস্তুত করা হয় নাই, ইহা পরে প্রস্তুত হইয়াছিল, কৈলাসও তাহার বিরুদ্ধে একটি পৃথক অভিযোগ আনিয়াছিল, কিন্তু রাজেন্দ্র সস্পেণ্ড অবস্থায় থাকিতেই তাহাকে খুলনা বদলি করা হয় ও তদবধি তাঁহার (মিঃ বেইলির) কার্য্য প্রণালীর কি হেড্ ক্লার্কের অভিযোগের বিষয় আর কিছু শুনা যায় নাই। বেইলি সাহেব বলেন যে তিনি রাজেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে প্রসিডিং লিখিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আর কিছুই করা হয় নাই। তাহার বদলির পর তিনি হেড্ ক্লার্কের অভিযোগও ফেলিয়া,

দিয়াছিলেন। রেইলি সাহেব বলেন না যে তাঁহার সস্‌পেণ্ড করার সহিত হেডক্লার্কের বদলির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। তিনি বলেন যে ডিপুটি ইনস্পেক্টর জেনেরল তাহাকে বদলি করিয়াছেন সে যসপেণ্ড অবস্থায় থাকিতেই তাহাকে বদলি করা হইয়াছিল।

একেত্রে হয়ত নিঃসন্দেহ নিয়মিত আফিসের পরিবর্ত্তন পদ্ধতিকে বদলি হইতে পারে। কিন্তু আমি অনুমান করিনা যে ডিপুটি ইনস্পেক্টর জেনেরল নিয়মিত রূপে অথবা অনেক সময়েই ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া পুলিস আফিসের হেড্ মোহরেরদিগকে বিশেষতঃ যখন তাহারা সস্‌পেণ্ড অবস্থায় থাকে, বদলি করিয়া থাকেন এবং আমি সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারি না যে রেইলি সাহেব সরকারী গেজেটেড অফিসারদের যেরূপ করা উচিত সংস্তা সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কৃপণতা দেখাইয়াছেন।

রেইলি সাহেব বলেন যে নূতন হেড্ মোহরের উপেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার সমস্ত ডায়েরী রাখিয়া থাকে। কিন্তু হেড্ ক্লার্ক তাহাদিগকে রাখে এবং হেড্ ক্লার্ক তাহার ডায়েরীর নাম মাত্র রক্ষক কিনা তাহা তিনি বলিতে পারেন না। ইহা সুস্পষ্ট যে তাহাদিগকে সে সর্ব্বদাই দেখিতে সমর্থ, কারণ সে যখন এই মাত্র পুরাতন মুহুরীকে তাড়াইয়াছে তখন নূতন মুহুরী অত্যন্ত নম্র হওয়ারই সম্ভব।

রেইলি সাহেবের প্রধান অধীনস্থদের সম্পর্কে তাহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি অথবা জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে তাহাতে দুঃখ হয়। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে তিনি এখানে আসা অবধি প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ কৈলাস পুলিস আফিসের হেড্ ক্লার্ক পদে

আছে। তিনি আসামী পক্ষের উকীলের জেরায় ইহাও স্বীকার করেন (তাঁহার স্মরণশক্তি এখন আশ্চর্য্যরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল,) যে ওছমান আলী ২৫ বৎসরের অধিক কাল যাবত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এবং তাহার বিশ্বাস যে সে সম্ভবতঃই এই জিলার কার্য্য করিয়াছে। বেইলি সাহেব ইহা স্বীকার করেন যে যখনই তাঁহার কোনও বিশেষ কঠিন কার্য্য হউক—তিনি সর্ব্বদাই ইহাতে ওছমান আলীকে নিযুক্ত করিয়াছেন; ওছমান আলীর প্রতি তাঁহার খুব বিশ্বাস আছে, এবং যদিও বেইলি সাহেব তাঁহার বিশ্বস্ত দারোগা ও বিশ্বস্ত কেরাণীর মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা জানেন না যদি ও তাহাদের মধ্যে অসদ্ভাব বলিয়া জানিতে পারেন—তথাপি আমি বিবেচনা করি যে আমরা প্রভৃতি অপরাপর লোকের এই মিমাংসায় আসিতে অধিক কষ্ট হইবে না যে ওছমান আলী কৈলাসকে "পিতা" বলুক আর নাই বলুক এবং তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ চোরদের মধ্যে যে দৃঢ় সম্পর্ক থাকে তাহা আছে। ওছমান আলী যে সমন জারি করিয়াছিল তাহাতে সাক্ষিদিগকে ১২ই সেপ্টেম্বর পুলিস আফিসে উপস্থিত হইতে বলা হইয়াছিল। সেই দিন অভিযোগকারী পুলিস আফিসে উপস্থিত হইয়া ৩২ জনের হাজিরা দাখিল করিয়াছিল, (আসল ৩০ জনের সঙ্গে ২ জন পরে যোগ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।)

এই হাজিরা বি ৭নং দলিল; বেইলি সাহেব বলেন যে তিনি অপরাহ্ন দেড়টা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত ৩০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি "বিশ্বাস করেন" যে যখন তিনি তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন হেড্ ক্লার্ক তথায় উপস্থিত ছিল।

ইহা ভালরূপে বুঝিতে আরম্ভ করে যে এতদ্দেশের সর্বসাধারণ লোকে অশুদ্ধ প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। অন্য স্থানের বাঙ্গালীদের পক্ষেও ইহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। আমি প্রায় ১৫ মাস যাবত নোয়াখালীতে আছি, এবং যদিও আমি বাঙ্গালা ভাষা জানার জন্য ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে আর্থিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরেজের মধ্যে এক জন মধ্যম রূপ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত তথাপি এখানকার ভাষা আমি কেবলমাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আত্মপক্ষ সমর্থনকারী উকীল প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রেইলী সাহেব সাক্ষীরা যাহা বলিয়াছিল তাহার সমস্ত অথবা অধিকাংশ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু রেইলী সাহেবকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে তিনি সাক্ষীদের সমস্ত উত্তর বুঝিতে পারেন নাই এবং হয়ত হেড্ক্লার্কের অন্যায় অনুবাদ ধরিতে পারিতেন না। তিনি স্বীকার করেন যে তাহার যে সকল প্রশ্ন সাক্ষীরা বুঝিতে পারেন নাই ও তাহাদের যে সকল উত্তর তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই তাহা হেড্ক্লার্ক অনুবাদ করিয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে অভিযোগকারীর (যে ইংরেজী জানে না) সহিত কোনও উকীল কি মোক্তার ছিল না এবং তাহার পক্ষে ইংরেজী জানে অথবা হেড্ক্লার্ক যদি কোনও ভুল অনুবাদ করে তাহা বলিতে পারে এরূপ কেহই ছিল না। বর্ত্তমানে তিনি স্মরণ করিতে পারেন না যে হেড্ক্লার্ক তাহাকে কোনও প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন না যে হেড্ক্লার্ক ইহা করে নাই।

রেইলী সাহেবের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে তিনি বিবেচনা

করেন যে সাক্ষীদিগকে জবানবন্দী পড়িয়া শুনান হইয়াছিল। সাক্ষীদের নিকট এই সকল হেড্ ক্লার্ক দ্বারা অনুবাদ করা হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করেন যে জবানবন্দীতে এরূপ কোনও মন্তব্য ছিল না যে তাহা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে রেইলী সাহেবের ডাইরীতে (বি ৫ ও বি ৬ চিহ্নিত) এবং ইহার সহিত সংযুক্ত "বর্ণনা পত্রে" (বিঃ ৮ হইতে বিঃ ১৩ চিহ্নিত পর্য্যন্ত) এই ঘটনায় হেড্ ক্লার্ক যে অভিনয় করিয়াছিল তদ্বিষয় একটি শব্দও নাই এবং উপরের বর্ণিত রূপে রেইলী সাহেবের প্রথমতঃ কেবলমাত্র "বিশ্বাস করিতেন" "জানিতেন" না যে হেড্ ক্লার্ক তথায় উপস্থিত ছিল।

১৩ই সেপ্টেম্বর রেইলী সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন এবং ইহার একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন অথবা প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বরের পরে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নাই এবং ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে তথাকার পথ ঘন বসতি সম্পন্ন স্থান মধ্য দিয়া গিয়াছে সুতরাং ঐ সকল ভেদ করিয়া তিনি সেখানে তদন্ত করিতে এবং স্থান "নির্ণয়" করিতে পারেন নাই; অতঃপর যদি তিনি ওরূপ না করিয়া থাকেন তাহা কেবল লোকে ইহা না জানার গতিকে।

রেইলী সাহেব বলেন যে নক্সা সমাপ্ত করার পর তিনি ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া তাঁহাকে নক্সা দেখাইয়াছিলেন এবং তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছিলেন। রেইলী সাহেব বলেন যে ইহা দুই দিন পরে হইতে পারে।

রেইলী সাহেব বলিতেছেন যে "ইঙ্গিকেল" সাহেব তৎপর

তাহাকে "বি" ফরম পেশ করিতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু বি ফরম সম্পর্কে তিনি বৃথা নিজে নিজের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং তিনি যে ইজিকেল সাহেব তাহাকে এরূপ করিতে বলিয়া ছিলেন বলিয়া বলেন, তাহা আমি ঘোর সন্দেহজনক বলিয়া বিবেচনা করি। যদি ইজিকেল সাহেব এই মোকদ্দমা বিশ্বাস করিতেন তাহাহইলে সে তিনি "এ" ফরমের হুকুম দিতেন, তদ্‌স্থলে "বি কি সি" ফরমের হুকুম দিতেন ও যখন তখনই পুলিসের নিকট হইতে শেষ রিপোর্ট পাইতেন, এবং যখন তিনি পাইয়াছিলেন তখন ইহা "সি" ফরম ছিল। ইজিকেল সাহেব "এ" ফরমের হুকুম দিয়াছিলেন, এবং আমি এই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছি যে তিনি এই মোকদ্দমা প্রথমতঃ অবিশ্বাস ও পরে বিশ্বাস করিয়া ছিলেন, তাহা নহে কেননা তাহার মত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ইহা বিশ্বাস করিয়া ছিলেন। বেইলী সাহেব এবং অন্যান্য পুলিসও জানিত যে তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং সময় পাইবার জন্য সর্ব্বদা পোলিসে যেরূপ করিয়া থাকে, তাহারা শেষ রিপোর্ট দিতে পশ্চাৎপদ ছিল।

বেইলী সাহেব স্বীকার করেন যে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে রিপোর্ট দেওয়ার হুকুম না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নিকট কোনও লিখিত রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। তাঁহার এই দেরীর কোনও কারণ তিনি দিতেছেন না। তিনি ইজিকেল সাহেবকে তাঁহার ডাইরী দেখাইয়াছিলেন কিনা তাহা তাঁহার মনে নাই এবং তিনি নিশ্চিত নন যে সাক্ষীরা যাহা বলিয়াছিল তাহা তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন কিনা। ২১শে সেপ্টেম্বর ৫ জন লোক ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট একখানা আবেদন পত্র (এক্স)

দাখিল করিয়াছিল।' এই সকল ব্যক্তির নাম (১) তোরাপআলী, (২) আতর আলী, (৩) আবদুল আজিজ, (৪) রজ্জব আলী, (৫) হোসেন আলী, (৬) আবদুল ওয়াজিদ, (৭) নুর মিঞা, (৮) হায়দর আলী।

ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে এই সকল আবেদনকারীর মধ্যে (২) আতর আলী অল্প দিন পরেই মরিয়া যায়। এই আদালতে তোরাপ আলী, আবদুল আজিজ, রজ্জব আলী ও হোসেন আলীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

চিহ্নিত ৪নং এর চুম্বক এইরূপ :——

আবেদনকারীরা হত ব্যক্তির পুত্র ইদ্রিছের স্বাপক্ষে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সম্মুখে সাক্ষী দিয়াছে।

এই মোকদ্দমা প্রথমতঃ সুধারাম থানার সবইন্‌স্পেক্টর ওছমান আলী তদারক করিতেছিল, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ওছমান আলী ও তাহার আত্মীয় আমজাদ মীরের আত্মীয় ও রক্ষিত বলিয়া, ইদ্রিছ মোকদ্দমার ন্যায় অনুসন্ধান হইবে না ভয়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল এবং মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধানের ভার পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর অর্পণ করেন; তৎপরে উপরোক্ত দারোগা তাহাদিগকে সাক্ষ্য না দিবার জন্য জেদ করিয়াছে কিন্তু তাহারা তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট সত্য কথা বলিয়াছে।

তদবধি দারোগা তাহাদিগকে ও যে কেহ অভিযোগকারীকে সাহায্য করিয়াছে তাহাকে তাহাদের সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে ভয় প্রদর্শন করিতেছিল এবং তাহারা বড় ভীত হইয়াছিল না।

গত শনিবারে (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩০শে ভাদ্র) যখন পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য আসিয়া-

ছিলেন, তখন দারোগাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল; যখন পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাহাদের বাড়ীতে যাইতেছিল তখন দারোগা পেস্কারেরহাটে তাহাদের দেখা পাইয়া তাহাদিগকে গালিদিয়াছিল ও সে "তাহাদের মাথায় জল ঢালিবে"—তাহাদিগকে গামলায় পুরিবে, "দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে" এবং এই প্রকার অন্যান্য কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল; তাহারা অপর ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছিল যে দারোগা বাস্তবিকই তাহাদের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়াছিল।

তাহারা সুধারাম থানা নিবাসী দরিদ্র লোক, ওছমান আলী ধনী ও পুলিসের উচ্চ কর্ম্মচারী; তাহাদের অবস্থা ওছমান আলীর সহিত বিবাদ করার মত নয়।

মাজিষ্ট্রেট তাহাদের রক্ষা কর্ত্তা ও ওছমান আলীর প্রভু; অতএব তাহারা প্রার্থনা করে যে তাহারা যেন পদদলিত না হয় এরূপ হুকুম হয়।

ইজিকেল সাহেব ২১শে সেপ্টেম্বর এই আবেদন পত্র "ডি, এস, পির নিকট মন্তব্য লিখিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার" জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ২৫শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে ফেরত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তখনকার ইজিকেল সাহেবের স্বাক্ষরিত "দেখা গিয়াছে" বলিয়া অপর একটি মন্তব্য লিখা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। প্রমাণে যতদূর দেখা যায় তাহাতে রেইলী সাহেব কখনও এই আবেদনের সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করেন নাই।

স্পষ্টতঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর (মোকদ্দমা পুলিসের হাতে এক মাসেরও অধিককাল থাকার পর) রেইলী সাহেব ওছমানআলীর তৈয়ারী একখানা সি-কারণের ("কে" হইতে "জে" ৩ চিহ্ন)

সহিত নিজের ঘটনা দিব্যা বিবেচনা করার কারণ ("জে" ৪ হইতে "জে" ৮ পর্য্যন্ত) পাঠিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই তারিখ লক্ষ্য করার উপযুক্ত। এই দিন পূজা উপলক্ষে কাচারী বন্ধ হয়। যদি ইয়ুরোপীয় অফিসার অধঃস্থন কর্ম্মচারী-দের ছুটাদি ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন তাহাহইলে তিনি যে সময় অবশ্য বন্ধ উপভোগ করিবেনই—এরূপ বিশ্রাম প্রয়োজন না হইলেও লওয়া হইয়া-থাকে এরূপ সময় কার্য্য করা এদেশীয়-দের একটী অতি প্রিয় চালাকি। ময়মনসিং আমার সহিত ও এরূপ করা হইয়াছিল। আমার ব্যক্তিগত মত আমি যতটুকু না দিয়া পারি না মোকদ্দমায় তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমি জানি যে ইজেকিল সাহেব পূজায় দারজিলিং ছিলেন কারণ তিনি ও আমি একই কামরায় শয়ন করিতাম এবং আমি জানি তিনি যে তথায় যাইতে ছিলেন তাহা রেইলি সাহেব জানিতেন।

সুতরাং ইজেকিল সাহেব তৎক্ষণাৎ "এ" ফরম পাঠাইতে (৭ চিহ্নিত দলিল) হুকুম দেওয়ার সময় আদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ১৫ই অক্টোবর যেন ইহা সোপর্দ্দ করা হয়; এই প্রকারে পুলিসকে সাক্ষী বিগড়ানের জন্ম আরও ১৭দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রেইলি সাহেব যে মত দিয়া-ছেন তাহা আইন সঙ্গত নহে এবং তিনি এই মত সমর্থন করার জন্যে যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন তাহার প্রতি আসামিদের দোষ বা নির্দ্দোষীতার বিষয় বিবেচনা করিতে যাইয়া মোটেই কেহ যে বিশেষ মনোযোগ দিবে তাহা আমি বিবেচনা করি না।

কিন্তু রেইলি সাহেবের (৭৮নং চিহ্নিত দলিলে) একটি বর্ণনা আছে যাহার প্রতি হত ব্যক্তির বিধবা পত্নী এবং নাবালক ছেলের প্রতি কেবল মাত্র সদ্ব্যবহার করিতে গেলেও আমি লক্ষ করিতে বাধ্য।

রেইলি সাহেব বলেন যে "ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সাদক আলীর সহিত গুপ্ত প্রণয় চালাইতে ছিল। আপত্তিকারীর মোক্তার যশোদাকুমার রায় ও উল্লিখিত ঘটনা স্বীকার করিতেছেন।"

এই প্যারাগ্রাপের শব্দগুলি কৌশলের সহিত সাজান হইয়াছে এবং তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে যশোদাকুমার রায় এই গুপ্ত ভাবের কথা স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে, রেইলি সাহেবের এইরূপ বলা উচিত যে তাহার মনের ভাব এই মাত্র ছিল যে যশোদা (যাহার বর্ণনা তিনি বিঃ ২৭ চিহ্নিত দলিলে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন) স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই সাদক আলী (অভিযুক্ত সাদক আলী নহে) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা চালাইতেছিল।

কিন্তু বিধবা এবং তাহার ছেলের প্রতি সততার জন্য ইহাও দেখান উচিত যে রেইলি সাহেবের ডাইরী হইতে যতদূর দেখা যায় তাহাতে তাহার বর্ণনায় কেবল মাত্র ফৈরয়াদির অসাক্ষাতে আসামিরা (বি ১৮চিহ্নিত হইতে বি ২২চিহ্নিত পর্য্যন্ত) যে কথা বলিয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন ভিত্তি নাই—ইহা কোন প্রকৃতিস্থ লোকই এমন কি পুলিসের কোন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ড হত্যা মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই প্রকার কথা এ প্রকার দোষ দেখানের যথেষ্ট ভিত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না এবং রেইলি সাহেব নিজেও ইহা স্পষ্টতঃ অনুভব করিয়াছেন,

কারণ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (উক্ত তারিখের বি ২৪ চিহ্নিত তাঁহার স্পেশাল ডাইরি দেখ) তিনি ইনস্পেক্টর ও সবইনস্পেক্টরকে এই দোষারোপ কতদূর সত্য তাহার তদন্ত করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

এই দোষারোপের সম্বন্ধে যশোদাকুমার রায়ের অথবা অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন সাক্ষ্য যে বাহির করা হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। এবং আমিও ইহা বলা বড় বেশী আবশ্যকীয় বিবেচনা করিনা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অথবা অন্য আদালতে (যে পর্য্যন্ত) যশোদাকে কোনও কারণে ইহা বলিতে হইয়াছিল ইহা কখন প্রকাশিতও হয় নাই। একজন বিধবার বিরুদ্ধে যাহার স্বামী অল্প দিন হইল হত হইয়াছে এই দোষারোপ করার কারণ এই যে তাহার পুত্র তাহার পিতৃ-হন্তাদিগকে বিচারে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা যে কেবল মিথ্যা তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে আমার এই দৃঢ় মত প্রকাশ করিতে বাধ্য বলিয়া বিবেচনা করি যে যখন হেইলি সাহেব এরূপ-করিয়াছিলেন তখন ইহাকে সত্যবলিয়া তিনি নিজেও বিবেচনা করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই।

১৫ই অক্টোবর তারিখে এ ফরম দেওয়া হয় এবং সিনিয়ার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীসঙ্কর সেনের নিকট সোপর্দ করা হয় ১৬ই অক্টোবর মাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষির জবান বন্দি আরম্ভ হয়।

১৬ই অক্টোবর সাক্ষীদিগের জবানবন্দী আরম্ভ হইল এবং সেই দিন হইতে চলিত কথায় বলিতে গেলে ইহা লইয়া সর্ব্বত্র হৈচৈ আরম্ভ হইল।

ছাপরার মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাকে ভয় প্রদর্শনের সমস্ত

উদ্যোগ বিফল হইলে ১৮৯৯ সনের ১০ই নবেম্বর সারজন উডবরণ আমাকে এই কথা বলিয়া তাহার গোপনীয় কথা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলেন যে যে ভাবেই হউক আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার রায় অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু যখন আমি বলিলাম যে ইহা সত্য ঘটনা পরিপূর্ণ তখন তিনি বলিলেন যে আমি ব্যতীত অন্য যে কোন জজই ইহা ২ পৃষ্ঠায় সারিতেন; ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯০০ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের ১০০৩।১০১৪ নং রিজলিউসন, যাহার এক খানা নকল বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে অণ্ডার সেক্রেটরী কর্তৃক ১৯০০ সনের ৩০শে এপ্রিলের ৩৩২নং জে, ডি, অফিসের একখানা পত্রের লেপাফার (টি ২১ চিহ্নিত) মধ্যে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে ইহাতেও আমার রায়ের দীর্ঘতার উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

যে রায়ে আমি লর্ড কর্জ্জনের কর্ম্মচারীদের চরিত্রে টীপ্পনী করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা যে রিজলিউশন দ্বারা তাহাদিগকে দোষ মুক্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকও হয় নাই; আমি অবশ্য স্বীকার করি যে যদি আমাকে কেবল নরসিংসিংহের দোষ অথবা নির্দ্দোষীতার বিবেচনা করিতে হইত তাহা হইলে ছাপরার মোকদ্দমায় অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট রায়ই যথেষ্ট হইত। সাদক আলী ও তাহার তিন সহ-অভিযুক্ত দোষী কি নির্দ্দোষী ইহাই যদি মূল ইস্যু অথবা কেবল মাত্র ইস্যু হইত তাহা হইলে এই মোদ্দমার অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট রায় হইলেই হইত। কারণ নরসিং সিংহের মোকদ্দমায় কোন সন্দেহই নাই যে ঐ ব্যক্তি বাস্তবিক কিছুই করিয়াছিলনা, কিছুতেই

সে আইনতঃ শাস্তির উপযুক্ত ছিলনা এবং কেবল মাত্র ফৌজদারী কর্ম্মচারীদিগের মাথা বাচাইবার জন্যই তাহাকে জেলে ফেলা হইয়াছিল। এই মোকদ্দমায় কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই সন্দেহ করিতে পারেনা যে অভিযুক্তদের মধ্যে কেহ না কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে যে হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে দোষী। ঘটনা গুলিও তত জটিল নয়।

অতএব যদি আমার রায় সুদীর্ঘ হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা এই মোকদ্দমাটী অতি সহজ নহে বলিয়া, কর্ম্মচারীদের অন্যায় কার্য্যের বিবরণ সুদীর্ঘ বলিয়া এবং ছাপরার মোকদ্দমায় আপীলাণ্টদিগকে রক্ষা করা যাহাদের কর্ত্তব্য ছিল তাহারা যেমন তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য আকাশ পাতাল যুঝিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ অভিযুক্তদিগকে সুবিচারাধীনে আনা যাহাদের কর্ত্তব্য ছিল তাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আকাশ পাতাল যুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হইয়াছে।

এক জন নৌকাচালকের গল্পে আছে যে তাহার জনৈক বন্ধুকে শারীরিক দণ্ড দিতে হইয়াছিল। চাবুকমারার সময় নাবিক প্রথমতঃ বলিল উপরে উঠাইয়া পরে যেই মারিতে যাইবে অমনি বলিল নীচে, তথায় মারিতে গেলে বলিল উপরে এইরূপ একবার উপরে একবার নীচে বলিতে লাগিল তাহাতে তাহার বন্ধুর ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল এবং অবশেষে সে বলিল "সব দূর হউক, জ্যাক, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি মোটেই চাবুক খাইতে ইচ্ছা কর না।"

যে ভাবে আমি সময়ে২ কার্য্য নির্ব্বাহকারী কর্ম্মচারীদের উপর টিপ্পনি করিতে দরকার মনে করিয়াছি তাহাতে বহুতর বিপরীত সমালোচনা উপস্থিত হইয়াছে। আমি সমালোচনা

করাকে মন্দ বলি না; কারণ ইহার কতক উচিতও হইয়া থাকে। আমি মানুষ, গতিকেই অপরাপর মানুষের ন্যায় আমারও ভুল হওয়া অবশ্যসম্ভাবী। আমার নিজের সম্পর্কে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে সময়ং আমার কাজ মন্দ বোধ হইলেও ঐ বিশেষ ঘটনায় আমার সাধ্য যতদূর ছিল আমি ভালই করিয়াছিলাম।

তথাপি আমি আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে স্মরণ করিতে বলি যে তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট না করিয়া ন্যায় বিচার করা আমার পক্ষে বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ। নাবিকের ন্যায় আমারও সন্দেহ হয় যে তাহারা আদতেই বেত খাইতে ইচ্ছা করেন না এবং কোনও প্রকারের দণ্ড বিধানই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে না। আমি ইহা এই জন্য বলি যে আমার কার্য্যের অনেক সময় এরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে যে আমি যাহা করি তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু আমি যে উপায় অবলম্বন করি তাহাই আপত্তিজনক।

গভর্ণমেন্টের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা তাহাদের অধীনস্থদের অপরাধ গোপন করা এবং যাহারা ঐ সকল অধীনস্থদের অপরাধ বাহির করা কর্ত্তব্য মনে করেন তাহাদিগকে ঘৃণা করা তাহাদের নীতি ও কর্ত্তব্য মনে করেন (আমি জানি একিরূপ চাকরিয়াদের উপকারে আশা ন্যায়?) ইহা না করিলেই ভাল হইত। তাহাদের মূলমন্ত্র প্রায় এইরূপ দেখা যায় যথা "দোষ অবশ্যই বাহির হইবে; কিন্তু যাহার দ্বারা দোষ বাহির হয় সে অভিশপ্ত হউক।"

ছাপরার মোকদ্দমা ঘটিত রিজলিউসনে বড়লাট মন্তব্য লিখিয়াছেন যে ইহা এই মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীগণ যে গবর্ণমেন্টের অধীন কার্য্য করেন সেই গবর্ণমেন্টের অযোগ্যতা

দেখাইতেছে ও গবর্ণমেণ্টের গৌরবও ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছে। "ভারত গবর্ণমেণ্ট যে এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন" ইহাই তাঁহার আক্ষেপ বলিয়া বোধ হয়। আমি এই খারাপ গৌরবের এই বিশ্বাসঘাতক নীচুমান কর্দ্দম ভূমি দেখিয়া কখনও ভীত হই নাই—যদিও আমি জানি যে কাহারও কাহারও নিকট ইহা ভয়ানক দৈন্য বিশেষ। আমি বিবেচনা করি আমরা ভারতবর্ষে—আমি মহৎ বা দয়াল হওয়ার পক্ষে বলি না, কিন্তু ন্যায়পর হওয়ার পক্ষে—অত্যন্ত বলবান; কারণ ন্যায়পরতা আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে বই কমাইবে না। আমি এই দেশে লর্ড কর্জ্জনের অপেক্ষা অধিককাল যাবত আছি এবং তাঁহার জানা উচিত যে আমি মফস্বলের বিষয়ে তাঁহার অনেক পরামর্শদাতার অপেক্ষা অধিক জানি।

কিন্তু এই সব সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মত ঠিক হউক আর নাই হউক আমার সে বিষয়ে লক্ষ্য করা আমি উচিত মনে করি না। এক জন জজের রাজনীতি অথবা রাজনীতি বিষয়ে যোগ্যতা বিবেচনা করার কিছুই নাই। আমাকে ন্যায়-পরায়ণ হইতে হইবে। ন্যায়বান হওয়ার লাভ থাকুক আর নাই থাকুক গবর্ণমেণ্ট উপকৃত হউক আর নাই হউক আর ইহা আমাকে পুরস্কৃত করুক বা নাই করুক। আমি আমার উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকেও বিনয়ের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে যেমন আমি তেমন তাহারাও সাধারণের দাস। কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থায় লর্ড কর্জ্জনে এবং আমার মধ্যে এই প্রভেদ যে আমি ষ্টেটের সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী এক জন সভ্য কিন্তু তিনি তাহা নন, এবং আমাকে তাঁহার স্বার্থ দেখিতে হইবেনা কিন্তু তাঁহার প্রভু পার্লিমেণ্টে অধিষ্ঠিত রাজার স্বার্থ দেখিতে হইবে।

আমি আমার এক বণিক বন্ধুর নিকট নীচের উপমাটীর জন্ত ঋণী—আমি যাহা করিতেছি তাহা কর্ম্মপরিচালকদের পক্ষে খারাপ হইতে পারে কিন্তু অংশীদের পক্ষে লাভ জনক।

আমি এই মোকদ্দমায় যে পথ অবলম্বন করিতেছি ও ছাপরা মোকদ্দমায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা যে বিচারবিভাগের কর্ত্তাদের হুকুম বহির্ভূতনয় তাহা দেখাইবারজন্ত আমি ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ১৪ এলাহাবাদ ২০২ তে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনামে হরগোবিন্দ সিংহের মোকদ্দমায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। এই উদ্ধৃত মন্তব্য ছাপরার মোকদ্দমায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এখানেও উহা হুবহু খাটে; কারণ আদালতের কেবল ইহাই দেখা কর্ত্তব্য নয় যে অধীনস্থ আদালতে অভিযুক্তেরা যেন সুবিচার প্রাপ্ত হয় কিন্তু আদালতের ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে যে সকল কর্ম্মচারীরা হত্যাকারীদের অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ানের জন্ত বেতন প্রাপ্ত হয় তাহাদের দেখিয়াও নাদেখার দরুণ যেন হত্যাকারীগণ সুবিচার হইতে পলায়ন করিতে না পারে।

চিফ জষ্টিস সারজন এজ এবং তাহার অপর দুইজন সহকারী জজ টাইরল এবং নক্স একমত হইয়া এই রায় দিয়াছেন:—তিনি লিখিতেছেন "ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে যখন কোনও ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কোনও অপরাধের জন্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয় ও তাহার হাইকোর্টে আপিল করার ক্ষমতা থাকে এবং সে তাহার সেই আপিল করার ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা-হইলে সে আপত্তি করিতে ক্ষমতা রাখে এবং সাধ্যানুযায়ী প্রমাণও করিতে পারে,—যে আইন অনুসারে ন্যায় বিচার হয়

নাই, তাহার বিচারকারক জজ মোকদ্দমার সময়ে বেআইনী করিয়াছেন এবং বিচারের সময় অকর্ত্তব্য এবং অনিয়মিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন এবং জজ তাহার বিচারকার্য্য পরিচালনায় সুবিচারে বাধা দিয়াছেন। আরও বলা নিষ্প্রয়োজন যে যদি আপিলাণ্ট দ্বারা হাইকোর্টে এইরূপ গুরুতর ওজর যথার্থই উত্থাপিত হয় তাহাহইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হাইকোর্টের কর্ত্তব্য এবং সেশন জজ অথবা আপিল শ্রবণকারী জজের পক্ষে যতই অসন্তোষকর হউক না কেন, আপিলের নিষ্পত্তিকারী জজদের ঐ সকল ওজরের সত্যাসত্য এবং তাহা সত্য হইলে মোকদ্দমায় তাহার দোষ গুণ সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। দেওয়ানী মোকদ্দমায় হউক কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় হউক, যখন কোন আপিলে হাইকোর্টের জজদের এরূপ প্রতীয়মান হয় যে হাইকোর্টের অধীনস্থ কোর্টের কোনও জজ ঐ আপীলের মোকদ্দমায় বেআইনী ও অনিয়মিত কার্য্য করিয়াছেন তখন কেবল ঐ বিশেষ মোকদ্দমার আপীলাণ্টের স্বার্থের জন্য নয় বরং গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের স্বার্থের জন্য তাহাদের খোলাখুলিভাবে বলা উচিত যে কিরূপে আইনের সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে ও নিয়ম অমান্য করা হইয়াছে। একজন অভিযুক্ত দোষীর পক্ষ অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের পক্ষে ইহা গুরুতর প্রয়োজনীয় যে, যদি সম্ভব হয়, ফৌজদারী মামলা নিয়ম মত, সুন্দরভাবে, আইন ও ব্যবস্থিত রীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে এবং এক জন সেশন জজ বা মাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচারক রূপে তাহারা যে সকল আইন ও ব্যবস্থিত রীতি অনুযায়ী চলিতে বাধ্য, তাহার ব্যতিক্রম করার জন্য অথবা এই সকল ব্যতিক্রম কর্ত্তব্য হইলে হাইকোর্ট তৎপ্রতি দৃষ্টি না করার

বা তাহার উপর মত ব্যক্ত না করার জন্য বিচারের নিরপেক্ষতা বা যোগ্যতার প্রতি কোন সন্দেহের কোন কারণ উপস্থিত না হয় এরূপ করিতে হইবে। লেটার্স পেটেন্ট দ্বারা পরিদর্শনের ভার হাইকোর্টকে অর্পিত হওয়ায় হাইকোর্টের অধীনস্থ কোর্ট সকলে আইনের সুপরিচালনার জন্য হাইকোর্টই দায়ী। যথার্থ ই—হাইকোর্ট পরিদর্শন কার্য্যে অবহেলা করিতেছেন বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কোন একটী প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টকে ভৎর্সনা করার স্বত্ব আছে বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। এবিষয়ে কেবল লিখিত প্রমাণের প্রতিই যে দৃষ্টি করিতে হইবে তাহা নহে বরং সে মোকদ্দমায় যে অবস্থায় সাক্ষ্য লিখিত হইয়াছে এবং এই বিচার উপলক্ষে যে সকল বে-আইনী বা বেনিয়মের আপত্তি করা হইয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি বেশী ধর্ত্তব্য তাহার প্রতিও দৃষ্টি করিতে হইবে।"

আমার রায় এ পর্য্যন্ত পুলিস যে সকল চালাকী ও মিথ্যার নীচে মোকদ্দমার বাস্তবিক আকারকে লুকাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহারই পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং এই গুরুতর কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে কাটগড়াস্থিত ৪ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত প্রমাণ রহিয়াছে। তৎদিকে এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই অভিযোগের ৫ ও ৬নং সাক্ষী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সব ওভারসিয়ার সারদামোহন চক্রবর্ত্তী ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিনোদবিহারী পাল। সিভিল লিষ্টে দেখা যায় যে শেষোক্ত ব্যক্তি ১৭ বৎসর যাবত তাহার বর্ত্তমান পদে আছেন এবং তিনি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ৪০০৲ মাসিক বেতন পান। তিনি বলেন যে এই মোকদ্দমার এক খানা নক্সা প্রস্তুত

করার জন্যে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে একখানা লিখিত হুকুম পান এবং তিনি সারদামোহন চক্রবর্ত্তী দ্বারা ঐ নক্সা প্রস্তুত করান এবং যেহ অংশ তিনি দরকারী মনে করিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং দেখিয়া দেন। সারদামোহন চক্রবর্ত্তী বলে যে সে ১৯০০ সনের ১৮ই নবেম্বর এই নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিল (কাগজ পত্রে দেখা যায় যে এই মোকদ্দমা তখনও সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ছিল) এবং ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ১৯০০ সনের ২০শে নবেম্বর তাঁহার সম্মুখেই ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। নক্সার পার্শ্বে লাল কালীতে যে মাপ দেখান হইয়াছে তাহ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিজের মাপ ও তাঁহার স্বহস্তের লিখা।

৫নং দলিল এই নকসা। সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯০০ সনের ২১শে নবেম্বর ইহা প্রমাণ ভুক্ত করিয়াছেন।

৫নং দলিল এবং প্রমাণে দেখা যায় যে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর সম্মুখে একটি বড় পুষ্করিণী আছে (এই পুষ্করিণীতেই তাহার মৃত দেহ দেখা গিয়াছিল।)

বাড়ীর দরজা অথবা প্রবেশ পথ এই পুষ্করিণীর ঠিক দক্ষিণে; পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড় দিয়া উত্তর দক্ষিণ মুখি রাস্তা পরিশেষে ইছাখালীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে; ইস্মাইল (বা ইসলাম) জাগীরদারের বাড়ীর পিছন (পশ্চিম) দিয়া আর একটী রাস্তা আছে তাহাও যাইতে যাইতে ইছাখালীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইস্মাইলের দরজার ঠিক দক্ষিণে অথবা তাহার পুষ্করিণী হইতে ১৫ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে অভিযুক্তের বাড়ী ইহাতে সাদক আলী ও তাহার (খুড়াত ইত্যাদি) ভাই আসলাম একত্রে বাস করে। অভিযুক্ত আনওয়ার আলী (ইহার বাড়ী ৫নং দলিলে দেখান হয় নাই) তাহাদের নিকটেই পুষ্করিণীর

২৪।৩০ হাত জমিতে বাস করে। পুষ্করিণীর উত্তরে অভিযুক্ত এমদাদুল্লার বাড়ী (এখন কোর্টে নাই) উহার উত্তর পশ্চিমের বাটী আবদুল হাকিমের বলিয়া ৫নং দলিলে দেখান হইয়াছে। আবদুল হাকিম এই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয় কিন্তু এখন আদালতের সম্মুখে নাই। তাহার সহিত করিম বক্স (এই ব্যক্তি ও অভিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু এখন কোর্টের সম্মুখে নাই) ও এয়াকুব আলী বাস করে। এই এয়াকুব আলীই অভিযুক্তদের মধ্যে ৪র্থ—সে আবদুল হাকিমের ভাই।

আবদুল হাকিমের বাড়ী হইতে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর উপর দিয়া (তাহার বাড়ী ও পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া, প্রকৃত পক্ষে তাহার বাড়ীর হাতার মধ্য দিয়া) একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। আবদুল হাকিমের বাড়ী হইতে যে পথ আসিয়াছে তাহা এই পথে বাহির হইয়াছে। এমদাদুল্লার বাড়ীর দক্ষিণ দিয়া একটি রাস্তা আছে তাহাও এই পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই পথ (ইহা কতদূর গিয়াছে তাহা ৫নং দলিলে দেখান হয় নাই) ইস্মমাইল জাগীরদারের বাড়ী হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গিয়া (প্রথমতঃ কয়েক ফীট পূর্ব্বে গিয়া) দরজা এবং অভিযুক্ত নইমুদ্দিন মিজির (এখন আদালতের সম্মুখে নাই) বাড়ী পার হইয়া অন্যান্য বাড়ীর উপর দিয়া (তাহাদের মধ্যে ৭নং সাক্ষি আবদুল আজিজের বাড়ীও) ৬নং সাক্ষি ইসলামের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

অতি প্রয়োজনীয় প্রমাণ যাহাতে অভিযুক্তদিগকে দোষী প্রমাণ করে—যাহাকে মুখ্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে (২) হোসেন আলী (৩) তোরাব আলী এবং (৬) ইসলামের (অথবা ইস্মাইল) সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। হোসেন আলী এবং তোরাব আলী

একই ঘটনার সাক্ষি। তাহাদিগকে একই দিনে জেরা করা হইয়াছিল না ; প্রতিবাদকারী উকিল যদিও এসেসরদিগকে বুঝাইবার সময় এবিষয় কিছু বলেন নাই (বাস্তবিক তাঁহাদের নিকট ইহা বলিলে তাহার কোনই উপকার হইতনা।) আপীলের সময় ইহা দ্বারা একটি অজুহত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা এবং বর্ণনা করি যে (যেরূপ কাগজ পত্রে দেখা যায়) হোসেন আলীর মুল সাক্ষ্য ৯ই জানুয়ারী তারিখেই সমাধা হইয়াছিল ; প্রতিবাদকারীর উকীল সেই দিন জেরা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন ; কারণ তিনি হোসেন আলী ও তোরাব আলী উভয়ের জেরা একদিনে করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বেলা চারিটা বাজিয়াছিল এবং আমারও অন্তকাজ ছিল বলিয়া আমিও মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে অনুমতি দিলাম। অর্ডারসীট বা হুকুম নামায় লিখিত কারণ থাকা গতিকে (১৯০১ সনের ১০ই জানুয়ারীর ৪নং হুকুম দেখ) অপরাহ্ন ২টার পূর্ব্বেও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই। উকীল মৌখিক প্রার্থনা করিলেন যে হোসেন আলীর জেরা আরম্ভ করার পূর্ব্বে তোরাব আলীর মুল জবানবন্দী আরম্ভ করা হউক। এই অনুরোধ শেশন মোকদ্দমার প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত বলিয়া আমি মঞ্জুর করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না এবং আমার কোনও সন্দেহ নাই যে বাবু আর, কে, আইচ ও আমি ইহা মঞ্জুর করিব বলিয়া আশা করেন নাই। (এইরূপ এসেসরদিগকে বুঝাইবার সময়ে যখন আমি ওছমান আলীর ডায়েরি প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলাম তখন তিনি আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন ও ওছমান আলীকে ডাকার জন্ত মৌখিক প্রার্থনা করিলেন।) অতএব আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম তাঁহার তখনই জেরা করিতে হইবে ;

আমি তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলাম যে আমি নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলাম ও হোসেন আলীর জেরার পর তোরাব আলীর মুল সাক্ষি গ্রহণের ও জেরার যথেষ্ট সময় ছিল, কারণ পরবর্ত্তী ব্যক্তির মুল সাক্ষ্য অধিকক্ষণ হওয়ার সম্ভব ছিল না।

উকীল যখন জেরা আরম্ভ করিলেন তখন স্পষ্টতঃ দেখা গেল যে জেরা শেষ করার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি করেন নাই; ইহার দেড় ঘণ্টা পরে আমি তাহাকে আভাষ দিলাম যে আমার অধিক্ষণ বসার প্রস্তাবের অর্থ খুব বেশী বদান্যতার সহিত করিতে হইবেনা। এই কথার উপর তিনি বলিলেন যে হোসন আলীর জেরা এত অধিকক্ষণ হইবে যে তিনি আমাকে নিয়মিত সময়ের পর বসিয়া থাকিতে বলিবেন না। তিনি অপরাহ্ন ৪টা ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত জেরা করিয়া বসিলেন; যদিও তোরাব আলীর মুল সাক্ষ্য হইতে পারিত তথাপি তিনি বসিবার সময় এই বুঝিয়াই বসিলেন যে তাহাকে জেরা করার জন্য বলা হইবেনা।

এই সকল কথা বলিয়া আমি বাবু আর, কে, আইচের উপর দোষারোপ করিতে চাইনা পক্ষান্তরে তাহার সম্বন্ধে আমার মত খুব উচ্চ। হত্যার অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থন আইন ব্যবসায়ী দ্বারা সর্ব্বদাই আইন সঙ্গত রূপে বিবেচিত হইয়াছে; আমিও ঐ ব্যবসার একজন সভ্য এবং হয়ত জীবিকার জন্য আমাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইবে; অভিযুক্তদের কাগজ পত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা বাবু আর, কে, আইচের কর্ত্তব্য ছিল। আমি বিবেচনা করি যে আমি ইহা সম্পূর্ণ ন্যায় রূপে লিখিতে পারি যে তিনি স্পষ্টতঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে

তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে ছিলেন তাহা তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ছিল ; এবং উভয় সাক্ষিকে একই দিনে জেরা না করিয়া আপিল শ্রবণকারী জজদের সম্মুখে (সম্ভবতঃ) ব্যবহারের জন্য একটি বিষয় রাখিয়া দেওয়ায় তাহাদের অধিক স্বার্থ ছিল। স্বাভাবিক ধারণা এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উকীল হয়ত এই দুই চাষা খুব সতর্কতার সহিত শিক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিফল করার চেষ্টা তাহার পক্ষে আশাহীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন অথবা তাহারা যে গল্প বলিতেছিল তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই দুই ব্যক্তি সুধারাম হইতে ৪ মাইল দূরে ইছাখালীর রাস্তায় বাস করে। তাহারা বলে যে তাহারা লক্ষ্মীপুরার রাস্তার সুধারাম হইতে ১ কি ১½ মাইল দূরে সাহেবের হাটে গিয়াছিল এই স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে এই নগরে স্থায়ী দোকান অতি অল্প এবং সচরাচর সপ্তাহের মধ্যে দুই বার হাট বসে এই সমস্ত ক্ষুদ্র হাটে লোকের জনতা হয় এবং প্রায়ই বাজার ইত্যাদি করা হয়। এবং অন্য সময় প্রায়ই খালি থাকে। হোসেন বলে যে সে তথায় ২সের মরিচ বিক্রী করার নিমিত্ত গিয়াছিল এবং তথা হইতে প্যারোল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এই হাটে শুপারি বেশী মূল্যে বিক্রী হয় শুনিয়া তোরাবও তথায় শুপারি বিক্রয় করার জন্য গিয়াছিল। সে বলে যে তাহার শুপারি বিক্রী করিয়াছিল এবং ২টী পাতিহংস ক্রয় করিয়াছিল। হোসেন বলে যে তোরাব কেন ঐ হাটে গিয়াছিল সে তাহা জানে না।

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে মুষলধারে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল ; এই ২ ব্যক্তি ঐ হাটে একটি কামারের দোকানে মিলিত

হইয়াছিল সেখানে তাহারা এবং অন্য২ ব্যক্তিগণ ও বৃষ্টি হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সূর্য্যাস্তের ২দণ্ড (৪৮ মিনিট) পরে বৃষ্টি থামিয়াছিল এবং ঐ ২ব্যক্তি বাটি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। যে রাস্তায় তাহারা গমন করিয়াছিল তাহা ৫ চিহ্নিতে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এচ, আই, জে, কে, এল, এম, এন, আর, এস, টি, অক্ষরের দ্বারা দেখান হইয়াছে। 'এচ'তে ইহা দৃষ্টি হইবে যে তাহারা এমদাতুল্লার বাড়ীর দক্ষিণের রাস্তা অবলম্বন করিয়াছিল। সেই রাস্তা কয়েকগজ পূর্ব্বদিগে জাইয়া দক্ষিণদিগে 'আই'তে ফিরে। এবং তাহা হইতে সাধারণতঃ দক্ষিণদিগে যাইয়া ডিঃ বোর্ড এর রাস্তা প্রকাশ্য "ইছাখালীর রাস্তার" সহিত যোগ হইয়াছে। রাস্তার আই, চিহ্নিত স্থল হইতে ঐ দুই ব্যক্তি ইস্মাইল জাগীরদারের পুকরিণীর পূর্ব্বের পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অধিকাংশ পুষ্করিণীর ন্যায় সমতল ভূমি হইতে ইহার পাড় কতক পরিমাণে উচ্চ এবং বৃক্ষাদির দ্বারায় আবৃত। হোসেন আলী বলে যে এই পুষ্করিণী রাস্তা হইতে প্রায় ৪৫ গজ দূরে। (আমি এস্থান যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে আমার বিবেচনায় অধিক ধরা হইয়াছে; যাহা হউক পুষ্করিণী এবং রাস্তার মধ্যে ন্যূনকল্পে ২০ গজ এবং কোন২ স্থানে ২৫।৩০ গজ ব্যবধান হইবে) পুষ্করিণীর দক্ষিণ ধারের দরজা প্রথমতঃ ইহা হইতে কিছু দূরে পরে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্টরূপ ৫নং দলিলে দেখান হয় নাই। ইহা সত্য যে ঠিক ঘাটের দিগে টি, এ, এন, কে, চিহ্নিত ধাপ সমূহের দিকের রাস্তারও ইহার মধ্যে কথক ব্যবধান আছে কিন্তু যতই ইহা ঘাটের নিকট বর্ত্তী হইয়াছে ততই ব্যবধান কমিয়াছে।)

এই দুই ব্যক্তি, তোরাব আলীর মতে, সূর্য্যাস্তের পর ৬ঘড়ীর

সময় এবং হোসেনের মতে ৪কি ৬ ঘড়ীর সময় পুষ্করিণীর নিকট পৌঁছিয়াছিল।

যখন তাহারা ইস্মাইলের দরজার সম্মুখে 'আই' চিহ্নিত স্থল হইতে অনুমানিক প্রায় ৬০ কি ৮০ হাত দূরে পৌঁছিয়াছিল তখন তাহারা "মাগো" চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালি দিগের যখন ভয়ে মৃতবৎ হয় কিম্বা কোন সংঙ্কটে পতিত হয় তখনকার সাধারণ চীৎকার।

সাক্ষীরা বলে (অন্যান্য সাক্ষীও ইহাই বলে) যে এই সময় পরিষ্কার হইয়াছিল এবং চন্দ্র না উঠিলেও তখন তারকাগণ আলোকে চমকিতেছিল।

হোসেন আলী এবং তোরাব আলী বলে যে এই চীৎকার ১৭। ১৮ হাত অথবা ৭। ৮ গজ দূর হইতে আসিতেছিল। তাহারা যে দিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি করিয়া সেই দিকে গেল এবং দেখিল যে তিন ব্যক্তি—অভিযুক্ত প্রথম তিন জন—ইস্মাইল জাগীরদারকে ধরিয়া অথবা টানিয়া নিতে ছিল। সাদক আলী গলায় আছলাম কোমর ও হাত এবং আনওয়ার আলী পা ধরিয়াছিল। তাহারা তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে লইয়া যাইতেছিল।

তোরাপ আলী বলে যে সে প্রায় তাহাদের ৪ হাত নিকটে গিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে যদি তাহারা ইস্মাইল জাগীরদারকে মারে তাহাহইলে সমস্ত গ্রামকে গোলে ফেলিবে। (কথার কথায় বলিতে গেলে "ইহা ভাল নয়—তোমরা ইসলাম জাগীরদারকে মারিতেছ না চরউড়িয়া গ্রামে আগুন দিতেছ?") হোসেন আলী এরূপ বলে না, সে কেবল এই মাত্র বলে যে তিন ব্যক্তি ইস্মাইলকে লইয়া যাইতেছিল সে তাহাদের দিগে অগ্রসর হইয়াছিল। দুই

সাক্ষীর এই বর্ণনা এক রূপ যে যখন তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তি-দের দিকে অগ্রসর হইল তখন অপর কয়েক জন—যাহাদিগকে তাহারা চিনিতে পারে নাই ও যাহারা হোমেনের মতে ৩। ৭ জন ও তোরাবের মতে ৪। ৫ কি ৭ জন ১৫। ১৬ হাত অথবা ৭। ৮ গজ পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল এবং বলিয়াছিল "ধর"।

এই তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইস্মাইলকে তাহার দরজার ঠিক দক্ষিণে সাদক আলী ও আছলামের জমির উপর দিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই স্থান নক্সায় (৫নং দলীলে) দেখান একটী খর্জ্জুর বৃক্ষের নীচে এবং ইস্মাইল জাগীরদারের পুষ্করিণীর পাড়ে গাছের কাতার হইতে প্রায় ২০। ২৫ গজ দূরে। সব ওভার-সিয়ারের নোট মত ইহা ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ী হইতে ৩২০ ফিট (১০০ গজ হইতেও কিছু অধিক) দূরে। (ইহা অপ্রচলিত বাঙ্গালা ধরণের ইংলিসেলিখিত "যে স্থানে সাক্ষীরা হত ব্যক্তিকে ধরিতে দেখিয়াছিল।")

যখন সাক্ষীরা চীৎকার শুনিয়াছিল তখন তাহারা এই স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে ছিল। যে ব্যক্তিরা পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া-ছিল তাহারা তাহাদের সহিত সমভূমিতেই ছিল। সাক্ষীরা না বলিলেও ইহা সম্ভব যে এই সকল ব্যক্তি, রাস্তা হইতে কিছু দূরে পুষ্করিণীর যে উচ্চ পাড় কাটিয়া ইস্মাইলের দরজা করা হই-য়াছে এবং যাহা বৃক্ষে আবৃত থাকায় কিছু অথবা সম্পূর্ণ অন্ধ-কার ছিল, সেই স্থানে ছিল। এই ব্যক্তিগণ আসায় সাক্ষীরা রাস্তা দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। এই প্রশ্নই খুব দরকারী জেরা ছিল যে তাহারা ইস্মাইলের বাড়ীর লোকদিগকে সংবাদ দেয় নাই কেন ?

সাক্ষীদিগকে বাড়ী যাওয়ার পূর্ব্বে প্রায় আরও এক মাইল

যাইতে হইয়াছিল। পথে কতকগুলি বাড়ী ছিল। হোসেন আলী বলে যে ৪০ ; ৫০ খানা বাড়ী হইবে। এই দুই ব্যক্তি এই সকল বাড়ীর কয়েক খানা বাড়ীর অধিবাসীদিগকে ডাক দিয়াছিল। ইহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে এইসকল বাড়ীর কোনটিই রাস্তার উপরে নয়, নোয়াখালীর কোনও বাড়ীই এরূপ নয়। ইহার সকলগুলি রাস্তা হইতে অল্পাধিক দূরে এবং রাস্তার সহিত দরজা দ্বারা সংযুক্ত। সাক্ষীরা এই সকল বাড়ীতে যায় নাই কিন্ত চলিয়া যাইবার সময় রাস্তা হইতে বাড়ীর অধিবাসীদিগকে ডাকিয়া গিয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ ওসমান আলী চৌকিদারকে ডাক দিয়াছিল ; ইহার বাড়ী রাস্তার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে। তাহারা ওসমান আলীকে দেখেও নাই কিম্বা তাহার কথাও শুনে নাই, কিন্তু তাহার মাতা অথবা তাহার মাতার স্বর বিশিষ্ট কেহ উত্তর দিয়াছিল। তাহারা আরও কেহ কেহকে ডাক দিয়াছিল। এক জনকে ডাক দিয়াছিল তাহার নাম তাহারা জানে না কিন্তু সে সাধারণতঃ "চুণওয়ালা" বলিয়া অভিহিত হয়। আসরফের পুত্র আমজাদ এবং আহমদ আলীকেও ডাকিয়াছিল কিন্তু এই সকল ব্যক্তি কি ইহাদের বাড়ীর কেহই উত্তর দেয় নাই। পথে হরচন্দ্র দত্তের দরজায় তাহারা আতর আলীর দেখা পাইল ও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহাকে বলিল। এই আতর আলী ৫নং দলিলের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এক জন কিন্তু তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্ব্বেই সে মরিয়া গিয়াছিল।

তৎপরের অত্যাবশ্যকীয় সাক্ষী ৪নং ইস্মাইল (অথবা ইসলাম)। ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে তাহার সাক্ষ্যের, যাহা আমি ১২ই জানুয়ারী লিপিবদ্ধ করিয়াছি, হস্তাক্ষর অত্যন্ত অনিয়মিত ও অসমান। ইহার কারণ এই যে যখন

ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম তখন আমি কষ্টদায়ক অন্ত্রস্ফীতি বা ডিস্‌পেপসিয়া রোগে ভুগিতে ছিলাম এই রোগ আমার প্রায়ই হইয়া থাকে। আমি বলিতে পারি যে সেই শনিবার কাছারী হইতে যাইয়াই বরাবর আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম ও সেই দিনের বাকী সময় ও রবি বারের অধিকাংশ সময়ই তথায় ছিলাম। এই পীড়ার ভাব ও লক্ষণ "এক্স" ৩৪নং দলিলে লিখিত আছে; ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার আর, এল, র্যাস যখন আমার মেডিকেল ছুটির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে যে মেডিকেল ষ্টেটমেণ্ট (বর্ণনা পত্র) দিয়াছিলেন, ইহা তাহার একখানা নকল। ইহার আসল একখানা বাঙ্গালার সেক্রেটরিয়েট আফিসে; আমি ইহা এক খানা পত্রের সহিত ১৮৯৮ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ বোল্টনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; "এক্স" ৩৮নং দলীল তাহার একখানা নকল। মিঃ বোল্টন আমার জন্য সেই দিন অত্যন্ত সহানুভুতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সারজন উড্‌বার্ণকে দেখাইবার জন্য ঐ বর্ণনা চাহিয়াছিলেন।

নোয়াখালীর ন্যায় জলবায়ুযুক্ত স্থানে আমাকে এই সকল আক্রমণ ভোগ করিতে হয় (এই রায় লিখিবার সময় বর্ত্তমান মাসের ১১ই তারিখেও ভুগিয়া ছিলাম।) বর্ষার সময় গড়ে মাসে ৩।৪ বার ভুগিতে হয়; প্রত্যেক বারে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত থাকে। ফল এই দাড়াইয়াছে যে বহু দিন যাবত আমি তাহাদিগকে আমার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছি এবং তাহারা থাকুক আর নাই থাকুক আমি সাক্ষ্য লিখা, অপেক্ষাকৃত সহজ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা ও এই প্রকারের অন্যান্য সকল

কার্য্যাই করিয়া থাকি। ইহা আপার বর্ম্মার কোন কোন স্থানের জ্বর ভোগী বনবিভাগীয় কর্ম্মচারীদের ন্যায়। যদি আমাকে কেবল সুস্থ থাকা সময়ে কাজ করিতে হইত তাহা হইলে এখানে বৎসরের ৬ মাসে খুব কম কাজ হইত। আমি আরও বলিতে পারি যে আমার অসুস্থতার হেতুতে আমি একাধিক বার ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছি কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমি অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় নোয়াখালীর অত্যধিক সর্দ্দী রীতিমত গবর্ণমেণ্টকে দেখাই নাই কিন্তু বদলীর জন্য আবেদন করিয়াছি; আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহা করিতাম না। আমি রীতিমত এ বিষয় হাইকোর্টকে জানাইয়াছি কিন্তু ঐ সমিতি তাহাদের অতিরিক্ত বিচার-সম্পর্কীয় ক্ষমতার বলে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই এবং আমিও পদত্যাগ করিতে পারিনা। অতএব আমি এই মাত্র আশা করিতে পারি যে যদি ১২ই জানুয়ারী তারিখে ইসলামের সাক্ষী লিখিতে আমি ভুল করিয়া থাকি তাহা হইলে বিবেচিত হইবে যে সেই দোষ আচ্ছাদন করার যথা যোগ্য কারণ ছিল।

এই সাক্ষী ইসলাম ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ী হইতে পশ্চিম উত্তর দিগে প্রায় আধ মাইল দূরে বাস করে। তাহার বাড়ী ৫নং দলীলে দেখান হয় নাই কিন্তু "এ,এ" দলীলে (নীচের দিগে বাম কোণায়) দেখান হইয়াছে ; এই পরবর্ত্তী নক্সা নানা কারণে (যাহা পরে বিবৃত হইবে) অত্যন্ত সন্দেহ যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহাতে ইসলামের বাড়ীর ঠিক অবস্থান অসত্যরূপে দেখান হয় নাই।

এই ইসলামের লক্ষীপুরায় একটি মোকদ্দমা ছিল, তাহা এই ঘটনার সময় স্থগিত ছিল। জেরায় সে বলিতেছে ইহা

একটি ওয়াশীলাতেরমোকদ্দমা তাহার ভাই কর্ত্তৃক রুজু হইয়াছে, তাহা দ্বারা নহে ; এই ওয়াশীলাতের মোকদ্দমার বিবাদী তাহার ও তাহার ভ্রাতার নামে আর একটি স্বত্বের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। করিমবক্স, যে আবদুল হাকিম ও ৪নং অভিযুক্ত এয়াকুব আলীর সহিত বাস করে, ইহার একটীতে কি উভয় টিতেই বিপক্ষের পক্ষে সাক্ষী ছিল ; ইসলাম বলে যে পুর্ব্ব বর্ণিত মোকদ্দমা আপোষ করিতে তাহার সাহায্য পাইবার জন্য ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় সে করিমবক্সের বাড়ী গিয়াছিল ; (সাক্ষী বলে যে সত্য সত্যই ঐ উভয় মোকদ্দমা আপোষ হইয়াছিল।) ইসলাম করিম বক্সের বাড়ীতে সূর্য্যাস্তের সময় পৌছিয়াছিল ; এবং করিম বক্সের সহিত ঐ সম্পর্কে কথা বার্ত্তা বলিয়া সূর্য্যাস্তের প্রায় ১ প্রহর (৩ ঘণ্টা) পরে বাড়ী ফিরিবার জন্য যাত্রা করিল।

৫নং দলীলে করিমের বাড়ী অভিযুক্ত আবদুল করিমের বাড়ী বলিয়া দেখান হইয়াছে। সাক্ষী পুর্ব্ব মুখি দরজা দ্বারা এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিগে অগ্রসর হইয়া পরে পুর্ব্বদিগে এবং পুনরায় দক্ষিণ দিকে যাইয়া (নকসা দেখ) ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া সদর রাস্তার বা (গ্রাম্য) পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। তৎপর সে গ্রাম্য রাস্তা অবলম্বন করিল ঐ রাস্তা ইস্মাইলের বাড়ীর ও দীঘির মধ্য দিয়া প্রসারিত। সাক্ষীগণ বলিতেছে যে করিম বক্সের বাড়ী হইতে ইস্মাইলের বাড়ী পর্য্যন্ত ইহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ রাস্তা নয় বরং ঐ রাস্তা দ্বারা সর্ব্বসাধারণেও গমনাগমন করিয়া থাকে। ইসলাম বলিতেছে যে সে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ফিরিয়া ও পুর্ব্বদিগে দুচারি হাত অগ্রসর হইয়া দক্ষিণদিগে ফিরিবা মাত্র

তাহার ঠিক বাম পার্শ্বে দেখিতে পাইল যে দীঘির দক্ষিণদিগ হইতে চারি জন লোকে একটি শব বহন করিয়া আনিতেছে, এরূপ অনুমিত হয়। তাহারা পুর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ঘাটের বরাবরে ঐ শবটি আনিতে ছিল, সাক্ষী যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা এই সাক্ষী হইতে ৪।৫ হাত দূরবর্ত্তী ছিল। সে তাহাদের মধ্যে অভিযুক্ত (১) সাদক আলী (২) আছলাম এবং (৪) এয়াকুব আলীকে চিনিতে পারিল চতুর্থ ব্যক্তিকে পুর্ব্বোক্ত তিন জনের আড়ালে ছিল বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। কিন্তু সে আবদুল হাকিম বলিয়া অনুভূত হয়। এই আবদুল হাকিম দোষীদের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু দাওরায় সোপর্দকারী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করে।

ইসলাম বলে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে উহারা কে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা ১টা বাদী বৃক্ষ তলে শব দেহ অবতরণ করিল (আমরা যখন ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম তখন আমাদিগকে ঐ বৃক্ষটী দেখান হইয়াছিল উহা দীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে, ঘাট হইতে কয়েক হাত দূরবর্ত্তী) ইছলাম জিজ্ঞাসা করিতে২ ইহারদিকে অগ্রসর হইতে ছিল তখন সাদক আলী তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়া ছিল দূর হও। মৃত দেহটী অধোমুখে রাখা হইয়াছিল বলিয়া ইসলাম চিনিতে পারে নাই যাহারা তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল তাহাদের ভয়ে সে বাড়ী চলিয়া গেল। আমি বলিতে পারি, যে রাস্তায় সে গিয়াছিল উহা কয়েক গজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে ভাবে নিম্নতর ভুমিতে অবতরণ করিয়াছে। অধিক দূর যাওয়ার পূর্ব্বেই লোকে নৈমুদ্দিন মিঞির দরজায় উপস্থিত হয়। ইসলাম বলিতেছে সে

এইস্থানে উপস্থিত হইয়া আটজন লোককে রাস্তার উপর একত্র বসিয়া কথা বার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। উহাদের মধ্যে নৈমুদ্দিন, এমদাদুল্ল, ও আবদুল হাকিম কবিরাজকে চিনিয়াছিল। এই আবদুল হাকিম ৪নং অপরাধি এয়াকুব আলীর ভ্রাতা

ইসলাম বলিতেছে সে নৈমুদ্দির সহিত আলাপ করিল এবং যাহা দেখিয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহার নিকট বলিল; তদুত্তরে নৈমুদ্দিন তাহাকে গালি দিয়া বলিল শালা দূরহ তোর কি নিজের কাজ নাই, এই কথায় ইসলাম চলিয়া গেল। কিছু দূর যাইয়া সে আবদুল আজিজের দরজায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভয়েভয়ে ডাকিতে লাগিল, দুইবার আহুত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপারটা কি?

ইসলাম যাহা কিছু দেখিয়াছিল সমস্ত তাহার নিকট বর্ণনা করিলে আবদুল আজিজ ইসলামের সঙ্গে২ তাহার বাড়ীর রাস্তার কতক দূর পর্য্যন্ত আসে। তাহার পরীক্ষা শেষ হইলে-অবশ্য "ততক্ষণ" সাক্ষীর কাঠগড়ায়ই ছিল-তাহার জেরার সময়ে কতক গুলি উত্তর শুনিয়া ডিকেনস কৃত একটি চিত্রের কথা স্মরণ হয়। আধার কাছারিতে হাজির হওয়ার সময় স্থানীয় পুলিস তাহার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল তদ্বিষয় সে উত্তেজিত স্বরে অভিযোগ করিয়াছিল ও সরকারী উকীল কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল, আমি তদনুযায়ী এই ঘটনার অনুসন্ধান জন্য প্রধান মুন্সেফ বাবু ললিতকুমার বসুর নিকট তদারক করার জন্য সংক্ষিপ্ত পত্র পাঠাইয়াছিলাম। বাবু ললিতকুমার বসুর রিপোর্ট (১৯০১ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের ৭২নং) এবং ইহার আনুষঙ্গিক কাগজ পত্র এই সকল কাগজ পত্রের সহিত গাথা গিয়াছে। সে গুলি অবশ্য

অভিযুক্ত চারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। কিন্তু অতঃপর মোকদ্দমার সময় কার্য্য নির্ব্বাহকারী কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যালোচনার সময়ে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করার দরকার হইতে পারে। ইসলামের উল্লিখিত আবদুল আজিজ ৭নং সাক্ষী (এই ব্যক্তি ওদারাওয়ালা ৮নং আবদুল আজিজ হইতে পৃথক ব্যক্তি) কল্পনায় হয়ত এই ব্যক্তির ও ইসলামের সাক্ষ্য একই দিনে না হওয়ায় অনুতাপ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উকিল, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মফঃস্বলে যাইতে চাহিয়া ছিলেন বলিয়া ডিঃ বোর্ডের উভয় সাক্ষীর সাক্ষ্য ১২ই জানুয়ারী শনিবারে লইতে অনুরোধ করায় এইরূপ হইয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষের উকীলের দ্বারা কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই; ইসলাম এবং তোরাবের সম্পর্কে যেরূপ হইয়াছিল এখানেও সেরূপ হইল। এবিষয়ের উল্লেখ এই জন্যই করিলাম যে এই মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে তখন ইহা হইতে কিছু করা যাইতে পারে। আবদুল আজিজ বলে যে, যখন তাহাকে ডাকা হইয়াছিল তখন সে তাহার ঘরে বসিয়াছিল; সে তাহার দরজায় আসিল এবং ইসলাম ভাল হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে তাহার সহিত কিয়ৎদূর যাইতে অনুরোধ করিল। ইসলাম বলিয়াছিল যে ইস্মাইল জামীরদা-রের পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড় দিয়া আসিবার সময় ৩।৪ জনকে একটী মরা শব দেহের ন্যায় কিছু গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। আবদুল আজিজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে সে তাহাদিগকে চিনিয়াছিল কিনা। ইসলাম উত্তর দিয়াছিল "হাঁ। তাহারা সাদক আলী, আছলাম ও এয়াকুব আলী" আবদুল আজিজ বলে যে সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, অতঃপর সে ইসলামের সহিত কতক দূর যাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া-

ছিল। এই আবদুল আজিজই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ওছমান আলীর ভয় প্রদর্শন সম্বন্ধে নালিশ করিয়াছিল। পূর্ব্ব স্থিত অপরাপর আবেদনকারী দুইজন প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী হোসেন এবং তোরাব; আক্তর আলী, (হোসেন এবং তোরাব বলে ঘটনা দেখার অব্যবহিত পরে ইহার নিকট তাহারা এই বিষয় বলিয়াছিল) এবং রজব আলী (১নং সাক্ষী।) রজব আলী বলে যে ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় সে এই চারি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বট বৃক্ষের তলে দেখিয়াছিল এই বট বৃক্ষ "এ এ" চিহ্নিত কাগজে দেখান হইয়াছে। ইহা উৎসর দীঘির (৪৫ সের দীঘির) পূর্ব্বে এবং দীঘি হইতে "যে" বিন্দু পর্য্যন্ত যে রাস্ত গিয়াছে তাহার অপর পার্শ্বে। আমি লিখিয়াছি যে ঐ স্থান হইতে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ী তিন পোয়া মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে কিন্তু ইহা আমারই ভুল হইতে পারে বাস্তবিক পক্ষে এই স্থানই। ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর তিন পোয়া মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে।

রজব আলী বলে যে চারি অভিযুক্ত ব্যক্তি-কেহ দাড়াইয়া এবং কেহ বসিয়া-একত্রে কথা বার্ত্তা বলিতে ছিল। সে স্বয়ং কতক দূর গেলে পরে দেখিতে পাইল যে তাহারা দীঘির উত্তর পাড় দিয়া যাইতে ছিল (অর্থাৎ "যে" চিহ্নিত স্থানের দিগে) সাক্ষী নিজে দীঘির পূর্ব্ব পাড় ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং ইকাখালীর রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিগে অগ্রসর হইয়াছিল। অতএব তাহা-দিগকে দেখা তাহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল (তাহারা দীঘির অপর পাড় দিয়া—তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে যাইতে ছিল।) আমি দেখাইতে পারি যে দীঘির উত্তর পার্শ্বে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা "যে" চিহ্নিত স্থানে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর উপর

দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ৮নং সাক্ষী আবদুল আজিজের সাক্ষ্য রহিয়াছে। এই সাক্ষীর সম্পর্কীয় ভ্রাতা লম্বাখালী এবং চরলক্ষীর মধ্যের গুদারার পাট্টাদার (লম্বাখালী ইছাখালী হইতে ১০ কাণী দূরে—ইছাখালী পুরাতন ষ্টিমার ষ্টেসন অবিশ্রান্ত ভাঙ্গনী গতিকে অধুনা লম্বাখালীতে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। সাক্ষী বলিতেছে যে গুদারা নৌকা তাহার সম্পর্কীয় ভ্রাতা, তাহার ভাই এবং নিজের দ্বারা বেতন প্রাপ্ত মাল্লাদের সাহায্যে চালিত হয়। ঘটনার পূর্ব্বে অপরাহ্ণ ৩টার সময় তাহারা হাতিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং ইছাখালীতে নৌকা বান্ধিয়াছিল।

সাক্ষী বলে যে লম্বাখালীতে কোনও খাল নাথাকাতে আরোহীর জন্য তাহারা ইছাখালীতেই অপেক্ষা করিয়া থাকে। (আমরা ইহা সত্য বলিয়া জানি—লণ্ডন বাসীদের নিকট "বণ্ডষ্ট্রীট" এবং "পলমল" যত দূর পরিচিত এই ঘটনায় উল্লিখিত প্রায় সকল স্থানই এসেসরদের নিকট এবং আমার নিকট ততদূর পরিচিত।)

গুদারাওয়ালা আবদুল আজিজ বলে যে ২৬শে আগষ্ট রবিবার রাত্রে সকালেই সে ইছাখালীতে ঘুমাইয়াছিল ও সাদক আলী এবং আছলাম তথায় গিয়াছিল। সাক্ষী বলে যে রাত্রি ২টা কি ৩টার সময় সাদক আলী তাহাকে জাগায় এবং সেখানে কোন কোন মাঝি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করে। সাদক আলীই প্রথম কথা বার্ত্তা আরম্ভ করে; পরে আছলাম ইহাতে যোগ দেয়। সাক্ষী বলিয়াছিল যে সে একজন মাঝি। সাদক আলী তৎপরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নৌকা কখন ছাড়িবে, আবদুল আজিজ উত্তর দিয়াছিল যে জোয়ার আসিলে রাত্রি ২।৩টায়

সময় ইহা চরলক্ষ্মীর দিগে যাত্রা করিবে। তার পর সাক্ষী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তোমরা কয় জন" সাদক আলী বলিল "আমরা দুই জন।" আবদুল আজিজ বলে যে চর পাগলার যাত্রীদের সাধারণ ভাড়া জন প্রতি দুই আনা মাত্র; কিন্তু সাদক আলী বলিল যে তাহারা ২জন মাত্র তখন সাক্ষী তাহাকে বলিয়াছিল যে তাহারা ৬।৭ জন নাবিক এবং ইহাতে তাহাদের তথায় যাওয়ার ভাড়া পোষাইবেনা। তাহারা বলিল যে তাহারা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে কিছু দিবে। সাক্ষী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল কত? সাদক আলী একটাকার প্রস্তাব করিল, আছলাম দুই টাকা এবং অবশেষে সাদক আলী তিন টাকা পর্য্যন্তও বলিল কিন্তু সাক্ষী চারি টাকা চাহিয়াছিল এবং অবশেষে সাদক আলী অন্যান্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিবে বলিয়া গেল ও আর ফিরিয়া আসিল না।

সাক্ষী বলে যে সে এই ঘটনার কথা এক দিন কি দুই দিন পরে অন্যান্য ব্যক্তিকে জানাইয়াছিল। সে ওছমানআলী দারোগার নিকট সাক্ষ্য দেয় নাই কিন্তু ডিষ্ট্রীক্টমাজিষ্ট্রেটের হুকুম অনুসারে মোকদ্দমা প্রেরণকারী ইন্‌স্পেক্টর মথুর বাবুর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে।

এই সাক্ষীকে এক জন সত্যবাদী বলিয়া বোধ হয়; প্রতিবাদের উকীল বলিয়াছিলেন যে তাহাকে ঘুষ দেওয়া হইতে পারে তখন এক জন এসেসার যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা উপযুক্ত হইতে পারে। এসেসার বলিলেন যে নিঃসন্দেহ তাহাকে ঘুষ দেওয়া হইতে পারে কিন্তু তাহার ন্যায় একজন লোককে দেওয়ার জন্য কয়েক শত টাকা দেওয়া দরকার; কে এত টাকা দিবে?

তৎপরে মহব্বত আলীর সাক্ষ্য। এই ব্যক্তি ঘটনার গ্রামেই বাস করে কিন্তু মোকদ্দমার পূর্ব্বে আশ্চর্য্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। পুলিস তাহা হইতে (কিংবা অন্য কোন সাক্ষী হইতে) কোর্টে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন প্রকার মোচলকা লইতে ভুলিয়াছিল বলিয়া, ইহা প্রতীয়মান হয় যে কোর্টে উপস্থিত হওয়ার অপারগতার জন্য অর্থ দণ্ড হইতে সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যাহাহউক, ইদ্রিছের এবং ১৭নং সাক্ষী মহিমচন্দ্র নামীয় একজন কনষ্টবলের সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে— তাহার জন্য অনেক অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় না, এবং তাহার জবানবন্দি ভারতীয় সাক্ষী আইনের ৩৩ ধারা মতে দাওরায় সোপর্দ্দকারী মাজিষ্ট্রেট সম্মুখে গৃহীত হয়। এই সাক্ষী নিম্ন কোর্টে বলিয়াছে যে চর উড়িয়া গ্রামের বড় রাস্তার উপর সে দিন রবিবার প্রাতে তাহার সঙ্গে সাদক আলীর সাক্ষাৎ হয়। সে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সন্তানটী কোলে করিয়া দক্ষিণ দিগে যাইতে ছিল, সাক্ষী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে বলিল যে তাহার ছেলের শ্বশুরালয় যাইতেছে।

সাদক আলীকে মহব্বতআলী কোথায় দেখিয়াছে তাহা বলে নাই, এবং বিচারকালীন পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থায় অদৃশ্য ছিল বলিয়া এই বিষয় তাহাকে প্রশ্ন করা সম্ভব পর হয় নাই। কিন্তু তাহার সাক্ষ্য ইদ্রিছের সাক্ষ্যের সহিত তুলনা করা আবশ্যক বিবেচনা হয়। ইদ্রিছ বলে যে প্রাতে ৭ কি ৮ ঘটিকার সময় সাদক-আলীকে সে মোক্তারের বাসায় দেখিয়াছে। কেবল যাহারা ঘটনা চক্ষে দেখিয়া সাক্ষী দিয়াছে তাহাদের ছাড়া অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্যেও দেখা যাইবে যে সাদক আলী সে দিন রাত্রে এবং পর-দিন প্রাতে অসাধারণ ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিতেছিল। ইহা-

খালী সুধারাম হইতে বেশ চারি মাইল দূরবর্ত্তী। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের পর পলায়নের প্রমাণ আছে। ইহা হইতে অবশ্য অত্যন্ত অধিক কিছুই ধারণা করিয়া লইতে হইবেনা। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ লোক যে তাহারা স্বভাবতঃই সন্দেহের পাত্র হইয়া পড়ে। রবিবার দিন অপেক্ষাকৃত অনেক দেরিতেও ইস্‌মাইলের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জানা যায় নাই এবং যখন জানা গেল তখন শুধু হত্যাকারীরা ভিন্ন অপর কাহারও পলায়-নের কারণ দেখা যায় না। সে দিন প্রাতে অভিযুক্ত এয়াকুব আলীর এবং ইসমাইলের অন্যান্য শত্রুদের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য-কারিতা এবং ইদ্রিছকে দিয়া মৃত্যু হঠাৎ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এজেহার দেওয়ানের চেষ্টা (তাহাদের চেষ্টা প্রথম সফলই হই-য়াছিল) পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাতে তাহারা একজন নির্দ্দোষ লোক এই ইস্মাইলের মৃত্যু সম্বন্ধে যতদূর জানা সম্ভব তাহা অপেক্ষা বেশী জানিত বলিয়া প্রমাণ করে। আছ-া লাম এবং সাদক আলী রাত্রে স্থান পরিত্যাগের কেন চেষ্টা করিয়াছিল এবং প্রাতে সুধারাম মোক্তারের বাসায় কি করিতে ছিল তাহার কোন কারণ দর্শান হয় নাই। ইদ্রিছ এবং অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে তাহাদের বাড়ী কয়েক দিন যাবৎ পরিত্যক্ত ছিল। রেইলী সাহেব যদিও তিনি এসম্বন্ধে প্রথম মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি সরকারী উকীল দ্বারা পীড়িত হইয়া অবশেষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি মঙ্গলবার প্রাতে অভিযুক্তদের বাড়ীগিয়াছিলেন এবং ইহা পরিত্যক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, প্রতিবাদ পক্ষের সাক্ষী হেড্ কনষ্টবল কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্রও তাহাকে সমর্থন করিয়াছিল। সে তাহার প্রভু অপেক্ষা, যদি সম্ভব হয়, আরও অধিক মিথ্যাকথা

বলিতে এবং পরিবর্তন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। রেইলী সাহেব বলেন "তাহার যতদূর স্মরণ হয় তিনি বিবেচনা করেন না" যে আসামীদের কেহকে মঙ্গলবার প্রাতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদের অনুপস্থিতির কোন কারণ দর্শান হয় নাই।

জড়াজড়ি করার সময় যে দাগ হইয়াছে সে সম্বন্ধে রেইলী সাহেব এবং হেড্ কনষ্টেবল কৃষ্ণ ভদ্রের দ্বারা একটী অত্যাবশ্যকীয় সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। রেইলী সাহেব বলেন যে ইস্মাইলের ঘর হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে এবং পুষ্করিণী হইতে প্রায় ৭০ গজ দূরে ওসমান আলী একটী স্থান দেখাইয়াছিল; সে স্থানে তিনি কতগুলি দাগ দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া বোধ হইল যেন সেখানে খুব বেশী রকম জড়াজড়ি হইয়াছে। বর্ণনায় যেরূপ পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় এই স্থানটী খাজুর গাছের নিকট অথবা তাহা হইতে কিছু দূরে, কিন্তু রেইলী সাহেব স্বীকার করেন যে দূরত্ব কেবল অনুমান মাত্র এবং নিশ্চয়ই তাঁহার ভুল হইয়াছে অথবা তিনি যাহা বলেন তাহা সর্ব্বথা অশুদ্ধ। উভয় পক্ষই আমাকে যে স্থানে চিহ্নগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দেখাইয়াছে তাহা হেড্ কনষ্টবলের সাক্ষ্যতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যে পথ ইস্মাইলের পুকুরের দক্ষিণ পাড় হইতে তাহার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহারই উপরে এবং আসামী সাদক আলী এবং আছলামের বাড়ীর উত্তরে- সংক্ষেপে ইস্মাইলের দরজায়,-এবং দরজার যেখানে কিছু নীচা সেইখানে—অন্ধকার পরিপূর্ণ নীচা স্থানে। সাক্ষী (স্মরণ করা উচিত যে সে দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল) পথটীর দুই পার্শ্বেই পায়ের দাগ এবং হাটুর দাগ এবং প্রায় এক হাত লম্বা ছোট ছোট গাছগুলি ভাঙ্গা দেখিয়াছিল।

আমির এখন উদ্দেশ্য কি ছিল তাহার প্রমাণ দেখিব-ইহা খুব বলবত্তী। সাদক আলী আহ্‌লাম এবং আনওয়ার আলী সকলেই মৃতের প্রজা তাহাদের কেহই খাজানা দিত না। ইদ্রিছ বলে, সাদকআলী ৫। ৬ বৎসর যাবৎ কোন খাজানাই দিতেছে না। ইস্মাইল প্রথম সাদক আলী এবং আহ্‌লামের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং ডিক্রীও পায়। কিন্তু এই কয় জন লোক নিম হাওলা পত্তন পাইয়াছিল এবং অবস্থান করিতে ছিল। সে তাহার পর নিম হাওলার খাজানার বৃদ্ধির জন্য নালীশ করে এবং ডিক্রী পায়। তিন কি চারি বৎসর পূর্ব্বে ইস্মাইল সাদক আলী আবদুল হাকিম (এয়াকুব আলীর ভাই) এবং অন্য দুজন লোকের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে হটাৎ আক্রমণ করে বলিয়া নালিশ উত্থাপন করে তাহাতে সাদক আলীর জরিমানা হয়। পরে দুই বৎসর পূর্ব্বে সেই উক্ত চারি ব্যক্তি এবং এয়াকুব আলীর বিরুদ্ধে আর একটী হটাৎ আক্রমণ করে বলিয়া ফৌজদারীতে নালিশ উত্থাপন করে কিন্তু শেষ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়া যায় আহ্‌লাম এবং আনওয়ার আলীর বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নালিশ করিয়াছিল যাহা তাহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত চলিতেছিল। আসামী এয়াকুব আলীর একজন খুড়া বা চাচা আছে তাহার নাম জহিরুদ্দিন। এই জহিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে ইসমাইল মার্কি-জের নালিশ করিয়া ডিক্রী পায় এবং ডিক্রীজারি করিয়া তাহার "বাড়ী" ক্রয় করে। জহিরুদ্দিন, আমিরুদ্দিন, এয়াকুব আলী এবং আবদুল হাকিম দখল লইতে বাধা দেয়। তখন ইসমাইল দখল পাওয়ার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উত্থাপন করে ও ডিক্রী পায়। এঘটনা ৩ কি ৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল

মৃত ব্যক্তি ডিক্রী পাইয়া তাহা দখল করে কিন্তু জহিরুদ্দিনের পুত্র আমিরুদ্দিন একটী গাছ কাটিয়া সরাইয়া নিয়া যায়। ইসমাইল তখন নালিশ করে আমিরুদ্দির জরিমানা হয়। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির পুত্র ইদ্রিছ ঐ বাড়ীতে যাওয়ার সময় এয়াকুব আলী ও তাহার ভ্রাতা আবদুল হাকিম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; এবং সেই দিনই এই দুইজন এবং তাহাদের সম্পর্কীয় ভ্রাতা ইস্মাইলের অপর জমির ধান্য লুট করিয়াছিল। মাইর পিটের জন্য ইদ্রিছ ফৌজদারী মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাতে আবদুল হাকিমের ১ সপ্তাহ কয়েদ ১০৲ অর্থ দণ্ড হয়। ধান্য লুট করার জন্য ইস্মাইল অপর একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা আনয়ন করে তাহাতেও ঐ আবদুল হাকিমের ১ সপ্তাহ কয়েদ ২০৲ অর্থ দণ্ড হয়। ইসমাইল জহিরুদ্দিনের বাড়ীর ক্ষতিপুরণের জন্য মোকদ্দমা করিয়াও ডিক্রী পাইয়াছিল। কথিত আছে যে ইউসফ নামক এক ব্যক্তি এই সকল অভিযুক্তের পরামর্শে ইসমাইলের বিরুদ্ধে পালিত পশু হরণ করিয়াছে বলিয়া এক মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল। সাদক আলী সেই মোকদ্দমা চালানের জন্য সাক্ষী দিয়াছিল; তাহাতে পরিশেষে ইসমাইলের মুক্তি লাভ ঘটে। ইসমাইল সাদক আলীর নিকট কয়েক "কড়া" জমি লাগিত করে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি ইহা ছাড়িয়া না দেওয়ায় (অথবা প্রকাশ্যতঃই সে ইহার জন্য খাজানা না দেওয়ায়) ইসমাইল হত্যার ১ মাস কি দেড় মাস পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক ইহা পুনরধিকার করে। একদিন পরে সাদক আলী এই জমিতে আসিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে তাহারা এই জমি নিয়া তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। ঠিক সেই দিন শুক্রবার যাত্রা করার পূর্ব্বে

যে দিন যাত্রা করিয়া ইসমাইল আর জীবিত ফিরিয়া আইসে নাই—ইসমাইল এবং তাহার পুত্র, সাদক আলীর যে গরুগুলি তাহাদের ধান্য খাইতেছিল তাহাদিগকে খোয়াড়ে দিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সাদক আলী ও আছলাম ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা বিরত হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছিল যে ইহাই তাহাদের শেষ কার্য্য (এই তোমাদের শেষ সময়।

এই সকল ঘটনার প্রায় সমস্তই মৃত ব্যক্তির পুত্র ইদ্রিছের সাক্ষ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল শক্রতা করিয়া বলা হয় নাই; কিন্তু কতকগুলি ডিক্রী, রায় ইত্যাদি (৬ চিহ্ন হইতে ২২ চিহ্ন) মৌখিক সাক্ষ্যের সমর্থন জন্য দাখিল করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইসমাইলের উকীল কালীকুমারদাসের সাক্ষ্যও প্রয়োজনীয়। তিনি প্রমাণ করেন যে ঘটনার দিনেও আছলাম (এই ব্যক্তি সাদক আলীর সহিত বাস করে) ও আনওয়ার আলীর বিরুদ্ধে ইসমাইলের কয়েকটী খাজানার মোকদ্দমা দায়ের ছিল, এবং যে মোকদ্দমায় সেই দিন ইসমাইল সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহা তাহার স্ত্রী দ্বারা আবদুল করিম ও করিমবক্সের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছিল; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে পশ্চাদুল্লিখিত ব্যক্তি অভিযুক্ত এয়াকুব আলী ও তাহার ভ্রাতা আবদুল হাকিমের সহিত একবাড়ীতে বাস করে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অভিযুক্ত চারিব্যক্তির সহিতই মৃত ব্যক্তির নিয়ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতেছিল; ঘটনার রাত্রেও অভিযুক্ত দুই জনের (আছলাম এবং আনওয়ার আলী) বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের ছিল; ইয়াকুব আলী নামক তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া

ফিরিয়া আসিতেছিল এবং সেই দিনই অনতিপূর্ব্বে চতুর্থ এক ব্যক্তি (সাদক আলী) কর্ত্তৃক ভয় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আমি এক্ষণে অভিযুক্ত চারি ব্যক্তি নিজেরা যে প্রতিবাদ করিয়াছেল তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতেছি। সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার সিটে দেখা যায় যে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ায় ৩ দিন পরে ৬ই ডিসেম্বর তিনি সওয়াল জওয়াব শুনিয়াছিলেন এবং তিনি অভিযুক্তদের জবানবন্দী তাহার পরে ৭ই পর্য্যন্তও শুনিয়াছিলেন না। এই কার্য্য প্রণালী কতকটা অপ্রচলিত ধরণের হইয়াছে এবং ইহাতে অভিযুক্তদের অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই হইয়াছে।

৭ই ডিসেম্বর, সওয়াল জওয়াবের পরদিন, চারি জনেই একত্রে এক খানা লিখিত বিবরণ (২৯ চিহ্নিত) দাখিল করে; তাহার ভাবার্থ এইরূপ :—

১। আমরা অপরাধী নই, আমরা ইস্মাইল জায়গীরদারকে হত্যা করি নাই, একটি ষড়যন্ত্রের গতিকে আমরা অন্যায় ও মিথ্যা রূপে অভিযুক্ত হইয়াছি।

২। নন্দকুমার দাস ওরফে নন্দবাসী দাস, নন্দ ঠাকুর এবং সাদক আলী আমাদের সন্নিকটেই বাস করে, তাহারা অত্যন্ত মোকদ্দমা বাজ টর্ণী (গ্রাম্য টর্ণী, "এটর্ণীর" অপভ্রংশ)। পুলিস-অনুসন্ধানের সময় তাহারা কয়েক জন গ্রাম্য লোককে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিয়াছিল এবং আমাদের নিকটও টাকা চাহিয়াছিল; আমরা টাকা দিতে অস্বীকার করায় এই মোকদ্দমার অনেক পরে তাহারা তাহাদের প্রতিবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়া মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করিয়া এই মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছে।

৩। বাস্তবিকই আমরা নির্দ্দোষী।

যখন সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মৌখিক পরীক্ষিত হইতেছিল তখন অভিযুক্তেরা অধিক কিছু বলিতে অস্বীকার করে এবং (২) আছলাম ব্যতীত অন্যান্য সকলে এই কোর্টেও নীরব থাকিয়া ঘটনা গোপন করিতেছিল।

আছলাম বলিতেছে যে সে অত্যন্ত গরিব এমন কি বাস করার জন্য একখানি কুড়ে ঘর ব্যতীত আর কিছুই নাই, ঘটনার রাত্রে তাহার জ্বর ও মাথা ব্যথা হইয়াছিল এবং ঘরের বাহিরে যাইতে এমন কি খাইতেও পারিতেছিল না। সে বলিতেছে যে সে ঠিক মতই তাহার খাজানা দিয়াছিল, কিন্তু তবুও ইস্মাইল তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। সে আরও বলিতেছে যে তাহার প্রতি মৃত ব্যক্তির পরিবারের আক্রোশ ছিল, কারণ পশু চুরী মোকদ্দমায় ইস্মাইলের পক্ষে তাহাকে সাক্ষী মান্য করিলে সে সাক্ষ্য দেয় নাই। সে বলে যে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির দ্বারা যশোদা বাবুর (মোক্তারের) সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করা হইয়াছে। তাহারা তাহাকে অভিযুক্ত করিয়াছে কারণ সে তাহাদিগকে টাকা দেয় নাই।

প্রথমতঃ আছলামের ভিন্ন২ অজুহাতের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে সে যে ঘটনার রাত্রিতে পীড়িতাবস্থায় বাটীতে বদ্ধ ছিল তাহা প্রমাণ করার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, এবং সে মৃত ব্যক্তির বাটীর ঠিক পরবর্ত্তী দক্ষিণ দিকের বাড়ীতে সাদক আলীর সহিত বাস করিতেছিল, এবং তাহাকে যে পশু চুরীর মোকদ্দমায় সাক্ষ্য মান্য করা হইয়াছিল-সে বিষয় সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ আছলাম ইস্মাইলের প্রবল শত্রু সাদক আলীর সহিত বাস করিতেছিল—তাহাও প্রমাণ করার

চেষ্টা করা হয় নাই। আহলাম যদি অত্যন্ত দরিদ্রই হয় তাহা-হইলে লোকে কেন তাহার নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিবে তাহা বুঝা অতি দুরূহ। "অর্থ শূন্য পথিক ডাকাইতেরও তাহার পিস্তলের সম্মুখে শিস্ দিবে।"

তৎপরে চারিজন অভিযুক্তের অধিকতর সাধারণ অজুহাতের দিকে অগ্রসর হইয়া, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে নন্দকুমার দাস ওরফে নন্দবাসী দাস, নন্দ ঠাকুর অথবা সাদক আলী মোকদ্দমাবাজ স্বভাবের লোক অথবা, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই যে তাহারা টর্ণী—অথবা তাহারা আসামীর বাক্সস্থিত কি অপর কোনও ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়াছে অথবা তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছে কি আদায় করার চেষ্টা করিয়াছে; অথবা আদবেই এরূপ বোধ হয় না যে যদি ঐ সকল ব্যক্তি কি তাহাদের কেহ বাস্তবিকই কোনও গ্রামবাসী হইতে টাকা আদায় করিত কি আদায় করিতে চেষ্টা করিত তাহাহইলে সেই গ্রামবাসীকে ঐ কথা বলার জন্য পাওয়া দুরূহ হইত; কারণ পুলিস বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে নীচের দিকের সকল ক্ষমতাই প্রতিবাদীদের স্বাপক্ষে পরিচালিত হইয়াছিল।

অতএব দেখা যায় যে অভিযুক্তদের নিজেদের তৈয়ারী প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার পূর্ব্বে আমি বলিতে পারি যে এরূপ কোনও প্রমাণই নাই যে এই মোকদ্দমার সাক্ষীদের এক জনও, যাহারা এই মোকদ্দমা মিথ্যা রূপে তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত কোনও প্রকারে সংস্থষ্ট; এবং এই তিন ব্যক্তি প্রতিবাদীরা যেরূপ দেখাইয়াছে—কোনও বিশেষ-অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নহে।

প্রতিবাদীদের নিজেদের উল্লিখিত অজুহাত হইতে আমি এক্ষণে তাহাদের স্বাপক্ষে উল্লিখিত অজুহাতের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি।

ইহাদের প্রথমটি এই যে হোসেন, তোরাব এবং ইস্মাইল, যাহারা এক্ষণে বলে যে তাহারা ইস্মাইলকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, পুলিসের সম্মুখে সাক্ষ্য দেয় নাই। এই তর্ক বিতর্কের প্রচুর উত্তর এই যে এই সাক্ষীগণ ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃকালে ইস্মাইলের দরজার সম্মুখে ওছমান আলীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া শপথ করিতেছে এবং ওছমান আলীও সাক্ষীর বাক্সে আসিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বাধা দিতে সাহস করে না (যদি এরূপ বলাই অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়, এবং যদি সে যে প্রতিবাদের খরচা যোগাইতেছিল (ইহা একটী স্পষ্ট কথা) এবং আসামীদের উকীল তাহাকে ডাকা আবশ্যক মনে করেননাই ইহা অস্বীকার করা হয়।) ওছমান আলীর ডাইরী ও রিপোর্টের বিবরণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না কারণ ইহার লিখক কোর্ট হইতে কয়েক শত গজ দূরে বাস করা সত্ত্বেও তাহাকে সাক্ষী স্বরূপে ডাকা হয় নাই। সে কেন যে অভিযুক্তদিগকে প্রেরণ করে নাই তাহার উত্তর দেওয়ার জন্য ফৌজদারী কর্ম্মচারীদিগকে ডাকা হয় নাই।

তাহাদিগকে চালান নাদেওয়াই ভালরূপে দেখাইতেছে যে এই মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া তাহার মত, এবং এই মত সততার সহিত পরিপোষিত হইলেও যে সকল ভিত্তির উপর এরূপ মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা না দেখান ভিন্ন কেবল মাত্র মত ন্যায় সঙ্গত ছিল না। কিন্তু যাহা হউক ওছমান আলীর এই সাক্ষ্য দিতে না আসার একটী যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়

এবং প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল যে তাহার পরীক্ষা না করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহাতেই এই ব্যাপার যথেষ্ট সম্পূর্ণতা দেখা যায়। এবং তিনি যে ইহা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা কি প্রকার সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হইয়া যায় তাহাও দেখা যায়।

দুটী কথায় ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে প্রথমটী এ (জিলায়) ওছমান আলীর অস্বাভাবিক (আমার ইচ্ছা হয় যে আমি "অদ্বিতীয়" এই কথা বলি) প্রভুত্বলাভ ; দ্বিতীয়, আসামীদের সহিত তাহার সম্বন্ধ।

বাদীর পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে—সামান্য কয়েকটী বিষয় ভিন্ন অপর কোথাও তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় নাই—কতকগুলি সাক্ষী ওছমান আলীর সম্মুখে আসামী- দিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রমাণ দিয়াছে : ইহার অনেক গুলিই পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফিরিয়া আসার পরেই ওছমান আলী লিখিয়া লইয়াছিল।

সময় এবং স্থান সম্বন্ধে সব ঘটনাই দেওয়া হইয়াছে। কতক গুলি লোক উপস্থিত ছিল বলিয়া বলা হইয়াছে এবং বাস্তবিক পক্ষে কতক গুলির নামও করা হইয়াছে। আরও সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে যখন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষী দিগকে ডাকিয়াছিলেন তখন ওছমান আলী তাহাদিগকে (একটা ঘটনায় সমন দেওয়ার সময়েই) সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করিয়াছিল ইহা আরও একটা হাটে হইয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে তথায় উপস্থিত কতক গুলি লোকের নামও বলা হইয়াছে। আরও সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে লোকে সাক্ষ্য দেওয়ার পর ওছমান

আলী তাহাদিগকে ধমকাইয়াছিল—একটা ঘটনা ১৫ই সেপ্টে-ম্বর তারিখে ডি, এস, পি, চলিয়া আসার অব্যবহিত পরেই পেশকারের হাটে অনেক গুলি লোকের সম্মুখে ঘটিয়াছিল তাহাদের অনেকের নামও দেওয়া হইয়াছে। এই সব সদর থানা হইতে তিন চারি মাইলের মধ্যেই একজন বিলাতি ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন বিলাতি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের চোখের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ ইহা দেখাইবাতে বিশেষ জেদ করিয়াছে যে ওছমান আলীর বিরুদ্ধে যে সকল আচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এত অস্বাভাবিক যে তাহাতে সাক্ষীদের অবশিষ্ট সাক্ষ্যে সন্দেহ উপস্থিত করে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি ঘটনা এইরূপ বলিয়া বুঝেন তথাপিও প্রতিপক্ষের উকীল ওছমান আলীকে এই সকল সাক্ষীদের কথায় প্রতিবাদ করার জন্য বাক্সে উপস্থিত করেন না। অধিকতর সম্ভব পর কোন কথা বলেন না। আমি যে ঘরে বসিয়া ইহা লিখিতেছি সেই খানেই এক দিন একজন জমিদারের ম্যানেজার আমাকে বলিয়া-ছিলেন যে মফস্বলে প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালক (কয়েকটী ঘটনা ছাড়া) সর্ব্বত্রই এই ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের প্রিয় পাত্র দেশী লোক, ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিজেরা নন। কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন কিছু বাহির করিয়া নিতে হইলে দেশীয় লোক তাঁহার প্রিয় পাত্র ডিপুটী সাহেবের নিকটই যাইয়া থাকে, প্রিয় দেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীই, কখনও এক জন ইন্‌স্পেক্টর, কখনও এক জন সব ইন্‌স্পেক্টর, কখন এক জন হেড্ ক্লার্ক, ডি, এস, পিকে নাকে ধরিয়া চালাইয়া থাকে; এবং ডিষ্ট্রীক্ট জজের সেরেস্তাদারই কেবলমাত্র মোকদ্দমার প্রকৃত মীমাংসা করা

ভন্ন অন্যান্য সব কাজেই অনেক সময় ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেব অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট। ইহার দুটী কারণ আছে, একটী অবহাওয়ার দরুণ শৈথিল্য এবং অকর্ম্মণ্যতা, ইহাতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের হাতে প্রায় সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজকে অতিরিক্ত জঞ্জাল হইতে বাঁচাইতে প্রবৃত্ত করায়, দ্বিতীয়টী এই যে এদেশের লোকের এবং আমাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, শাসিত এবং শাসনকারীদের মধ্যে এই অনন্ত ফাঁকের কারণ অনেক, এখানে তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে এই পার্থক্য অতি খারাপ এবং ইহার স্বাভাবিক ফল এই হইয়াছে যে আমাদের চতুর্দ্দিকে কখন কি হয় তাহা আমরা ঠিক পাই না।

আমার এস্থানে আসার পূর্ব্বে এদেশে আমি যেরূপ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কথা বলিলাম তাহাদের মধ্যে একটী গুরুতর দৃষ্টান্ত আমার চক্ষে পড়িয়াছে; একজন সেরেস্তাদর—সে এখনও সেরেস্তাদার আছে—ময়মনসিংহ জজ কোর্টের, কিন্তু সেরেস্তাদার কৃষ্ণকিশোর বশাক বিখ্যাত দারোগা ওছমান আলী কর্ত্তৃক ঢাকা পড়িয়াছে।

ওছমান আলীর সম্বন্ধে রেইলী সাহেবের সাক্ষ্য এই, তিনি বলিতে পারেন না ওছমান আলী কত দিন যাবত এখানে আছে কিন্তু যখন তিনি (সাক্ষী) এখানে আসিয়াছিলেন তখন সে এখানেই ছিল। তিনি সদা সর্ব্বদাই ওছমান আলীকে ভাল গোয়েন্দা পুলিস বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, যখনই কোনও কঠিন মোকদ্দমা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে তখনই তিনি ওছমান আলীকে সাধারণতঃ তাহার পিছনে

লাগাইয়া দিয়াছেন। ওছমান আলী কেবল এক মাত্র লোক যাহার উপরে, কোনও শক্ত মোকদ্দমা পড়িলে, তিনি নির্ভর করিতে পারেন। রেইলী সাহেব বিশ্বাস করেন তিনি তাহার উন্নতির জন্য সুপারিস করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁহার (সাক্ষীর) এখানে আসার পর সে উন্নতও হইয়াছে। ওছমান আলী রেইলী সাহেবের আসার পর একটী ঘড়ি ও এবং মেডলও পাইয়াছিল। রেইলি সাহেবের তাহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

প্রতি পক্ষের উকীল জেরায় ইহা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন যে রেইলি সাহেব ভিন্ন অন্য লোকেরও ওছমান আলীর উপর বিশ্বাস আছে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই প্রকার লোকের কৃত কার্য্যতা ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা দোষ ধরা না যাওয়ার উপর নির্ভর করে। এবং তাহাদের অনেকেরই, (দৃষ্টান্তস্থলে যেমন কৃষ্ণকিশোর বসাক) খুব সুন্দর২ সার্টিফিকেট আছে। রেইলী সাহেব প্রতিপক্ষের উকীলের (যিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন) কথার জওয়াব অধিকতর আগ্রহের সহিত দিয়াছেন। আমার কথার জওয়াব তদ্রূপ দেন নাই। রেইলি সাহেব বলেন ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না ওছমান আলী কত দিন যাবত চাকরিতে আছে। সে বরাবরই, রেইলি সাহেব বিশ্বাস করেন, এই জিলাতেই আছে—সে সামান্য কনেষ্টবল হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছে— অতি অল্প সময়ের জন্যই, প্রায় তিন মাস রেইলী সাহেব বিশ্বাস করেন সে বরিশাল কিম্বা যশোহরে ছিল ; সাক্ষী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না কোথায়। রেইলী সাহেবের দুষ্টামি অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতাই অধিকতর প্রকাশিত। এই সকল কথায় প্রতি

পক্ষের উকীলকে, যিনি ওছমান আলী অনেক দিন যাবত চাকরি করিতেছে ইহা বাহির করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, অবশ্যই অপ্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন সাক্ষী থামিয়া গিয়াছিলেন (হয়ত তাঁহার দম আটকিয়া গিয়াছিল) বাবু আর, কে, আইচ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ওছমান আলী সরকারী চাকরীতে প্রায় ২৫ বৎসর যাবত আছে। সে এক জন দ্বিতীয় গ্রেডের সবইনস্পেক্টর। রেইলী সাহেব বিশ্বাস করেন যে তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী বাবু বানবিহারি বিশ্বাসের সময় সে বড় পাইয়াছিল। চেইন, রেইলি সাহেব বলেন, সুপারিসিতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাহার সুপারিস তাহা তিনি বলেন না!

এ জিলার সরকারী উকীল একজন ধর্ম্ম বিশ্বাসী লোক, এই জন্যই হয়ত এই মোকদ্দমায় সম্ভবতঃ তিনি নিজের স্বার্থের প্রতি ব্যাঘাত জন্মাইয়া ও তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেক সরকারী উকীলই, দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন ছাপরার একজন, এইরূপ মোকদ্দমার নিশ্চয়ই তাহাদের কর্ত্তব্য করিতেন না। রেইলী সাহেবের জেরায় দেখা যায় ওছমান আলীর প্রতি রেইলী সাহেবের যেরূপ উচ্চ মত আছে অন্যান্য লোকের সেরূপ নাই। রেইলী সাহেব বিশ্বাস করেন যে ফেনীর সবডিভিসনাল অফিসার "৯টী লবণের" মোকদ্দমায়, যাহা সে চালান দিয়াছিল, ২১১ ধারা মতে (মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপন করার জন্য) কেন সে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবেনা তাহার কারণ দেখাইবার জন্য ওছমান আলীর কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। (সুতরাং) ঐ ৯টী মোকদ্দমা ফেনীর সব ডিভিসনাল অফিসারের কোর্ট হইতে উঠিয়া

নোয়াখালীতে বাবু আশুতোষ বাণার্জির নিকট আনা হয়। হাঁ তিনি বিশ্বাস করেন, বাবু আশুতোষ বানার্জি এই সব মোকদ্দমাই ডিষমিষ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত মোকদ্দমা ডিষমিষ করিয়া দেওয়ার পর তিনি এখনও ওছমান আলীর বিরুদ্ধ কোন কিছু করেন নাই। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে এই মোকদ্দমা গুলি ডিষমিষ হইয়াছিল। তিনি জানেন যে কতক গুলি মোকদ্দমা যাহাকে ওছমান আলী "সি" ফরম দিয়া পাঠাইয়াছিল ইজেকিল সাহেব "এ" ফরম দিয়া পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। (প্রশ্ন এই ছিল, "ইহা কি সত্য নয় যে অনেক গুলি এরূপ মোকদ্দমা ইত্যাদি" সাক্ষী প্রথম উত্তর দিয়াছিল "আমার এই ধারণা"। তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি জানেন কিনা। তাহার উত্তরে তিনি উপরি উক্ত কথা বলিয়াছিলেন।) ইহাও একটী ঘটনা যে এই মোকদ্দমা গুলির অনেক গুলিতেই আসামী শাস্তি পাইয়াছিল। দোষ সাব্যস্থ হওয়ার পর তিনি ওছমান আলীর কৈফিয়ত তলব করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে আর কিছুই করেন নাই। সরকারী উকীল তখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমাকে কি এই বুঝিতে হইবে যে আপনি কৈফিয়ত পাইয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়াছেন?" সাক্ষী উত্তর দিলেন "আমার বিবেচনা হয় না যে আমি সমস্ত কৈফিয়ত এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়াছি।"

সরকারী উকীলের অন্য প্রশ্নের উত্তরে রেইলী সাহেব বলিয়াছিলেন যে তিনি জানেন যে হামিদ আলী চৌকীদার একটী মোকদ্দমার বাদী ছিল এবং ছেরাজল হক তাহার আসামী ছিল ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শরচ্চন্দ্র সেন তাহার বিচার করিয়াছিলেন। ইহা একটী গরু চুরীর মোকদ্দমা। সেই মোকদ্দমায় শরৎ বাবুর

মন্তব্যের উপর তিনি ওছমান আলীর বিরুদ্ধে কোন প্রতি কার্য্যের চেষ্টা পান নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হয় যে তাঁহার আদেশ মত ইনস্পেক্টর ভারতচন্দ্র মজুমদার দ্বারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইয়াছিল। প্রতি পক্ষের উকীলের ইঙ্গিত অনুসারে কোর্ট দ্বারা যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল শেষটী তাহারই উত্তর।)

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনামে মহেশচন্দ্র গুহ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রেইলীসাহেব বলেন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ইজিকেল সাহেব এই মোদ্দমায় "এ" ফরম দিতে বলিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট পুলিসের সর্ব্বপ্রধান রেইলী সাহেব কেবলমাত্র তাঁহার অধীনে যে পুলিস আছে কেবল তাহারই কর্ত্তা। যখন ইজিকেলসাহেব "এ" ফরমের জন্য হুকুম দিয়াছিলেন তখন ইহা রেইলী সাহেবের মনেও উঠে নাই যে ওছমান আলীকে সদর থানা হইতে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া উচিত। তিনি শুনিয়াছেন যে যেসকল সাক্ষী এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিল তাহাদের একজন ইউছফ আলী নামক এক জন সদর কনষ্টবলের দ্বারা ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি সাক্ষ্য দিতেছিলেন তখনও তাহার বর্ণনা তিনি দেখেন নাই। সদর কনষ্টবলেরা সদর থানার সব ইন্‌স্পেক্টরের অধীন।

এই সাক্ষ্যের সহিত সদর থানার হেড্ কনষ্টবল প্রতিপক্ষের সাক্ষী কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্রের সাক্ষ্য পড়া উচিত। ইহা ২১শে জানুয়ারী তারিখে রেইলী সাহেবের উপরোক্ত সাক্ষ্যের ৫ দিন পরে এবং তাঁহার জবানবন্দী শেষ হওয়ার ৩ দিন পরে লওয়া হইয়াছিল।

সাক্ষী বলে ওছমান আলী এখনও সেই সদর থানার মালীক আছে। সাক্ষী যত দূর জানে সে বলিতেছে যে সে এখনও

সম্পেও হয় নাই বা উচ্চতন কোনও পুলিস কর্ম্মচারী দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হয় নাই। মাজিষ্ট্রেটেরা এবং শেসন জজেরা ওছমান আলীর বিরুদ্ধে নালিস করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যত দিন নিজ বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারিগণ তাহার হাতে আছে, ততদিন তাহার কিসের ভয়—মাজিষ্ট্রেটেরা এবং শেসন জজেরাই কষ্টে পড়িবেন, যতদিন সে সাক্ষীর বাক্স হইতে দূরে থাকিতে পারে তত দিন তাহার কি? আমি তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে পারি না; এবং সেও যথেষ্ট জানে যে গবর্ণমেণ্টও করিবেন না।

এক মাস বা ততোধিক সময় ব্যাপিয়া ওছমান আলীর হস্তে এই মোকদ্দমার ভার ন্যস্ত ছিল, তখন বিভাগীয় উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ তাহার কার্য্য কিরূপ এবং কি পরিমাণ পরিদর্শন করিতেন এখন আমি এখন তাহারই উল্লেখ করিব।

ইন্‌স্পেক্টর কিরূপ পরিদর্শন করিতেন সে বিষয় যখন আমি তাঁহার সাক্ষ্যের বিষয় আলোচনা করিব তখন মীমাংসা হইবে। আমি এখানে কেবল ডিষ্ট্রীক্ট সুপ্রারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিষয়ই বলিব।

রেইলি সাহেব বলিতেছেন যে তিনি ওছমান আলীর "তদন্ত পরিদর্শন করিবার জন্য" ঘটনা স্থলে ২৮শে আগষ্ট গিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি কেবল বাদী এবং তাহার মাতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং গ্রাম্য চৌকিদারের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ২৮শে আগষ্টের পরে প্রত্যহ যে সকাল ডায়েরী আসিত তাহা দেখিয়া তিনি "অফিসে বসিয়াই তদন্ত পরিদর্শন করিতেন।" এই পরিদর্শন কেবল লিখিত হুকুম পাস করিয়াই তিনি সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ তিনটী হুকুম তিনি পাস করিয়াছিলেন।

প্রথমটী (২৯শে আগষ্টের) এইরূপ "সবইনস্পেক্টর অবশ্য

অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিবেন।" ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে কে কে অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহা সেই সময় ডায়েরী হইতে নিশ্চয় রূপে জানা গিয়াছিল না। উপরোক্ত হুকুমটী কেবল এই অর্থ করে যে সবইনস্পেক্টর হত্যাকারী দিগকে ধরিতে অবশ্য চেষ্টা করিবেন। এটী একটী বেশ সাদা সিদা নিরীহ হুকুম কিন্তু অধিক কার্য্যকারী নহে।

দ্বিতীয় হুকুমটী (৩১শে আগষ্টের) এইরূপ "সবইনস্পেক্টর দিগের উচিত ছিল যে তাহারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য ১৬১ ধারানুসারে লিখিয়া রাখে।" রেইলী সাহেব বলিতেছেন যে "তাহাদিগের" এই শব্দটীর দ্বারা তিনি অভিযুক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ক্রিমিনাল প্রোসিজিওর কোর্টের ১৬২ ধারানুসারে এরূপ কথা সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইতে পারেনা, সুতরাং এই হুকুমটীও বেশী কার্য্যকারী নহে। কেবল মাত্র অন্য একটী হুকুম রেইলী সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর পাস করিয়াছিলেন। ইহা এই "এরূপ বোধ হয় না যে সবইনস্পেক্টর অভিযুক্তদিগকে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে— তাহারা উপস্থিত ছিল কিনা—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইনস্পেক্টর অবশ্য এই সকল বিষয় পরিষ্কার করা হইয়াছে এরূপ দেখিবেন।

ওছমান আলীকে অধিক পরিমাণে দোষী করিয়াছি বলিয়া আমি এরূপ বিবেচনা করিনা যে সে ন্যায়তঃ এরূপ আশা করিতে পারিত যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ হত্যায় তাহাদিগের উপস্থিতি স্বীকার করিবে, অথবা ন্যায় সঙ্গত রূপে তাহাদিগের অস্বীকারের প্রতি অধিক (অথবা কিছু) গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারিত। আফিস হইতে পরিদর্শন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই করা হইয়াছে। ইজেকিল সাহেব যে দরখাস্ত ৬ই সেপ্টেম্বর রেইলী সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং রেইলী সাহেবও যাহা সেই

দিনই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন সেই ৩নং চিহ্নিত দরখাস্ত সম্বন্ধে আমি এখন লিখিতেছি। ইহা পূর্ব্বেই বেশীর ভাগে উল্লেখ করা গিয়াছে।

অভিযোগকারী সে তাহার পিতার কয়েক জন শত্রুকে তাহার হত্যার জন্য সন্দেহ করে বলিয়া কেহ২প্রকাশ করে ইহা বলা সত্বেও রেইলী সাহেব ৪ প্যারার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন "স্পষ্টতর এইরূপ কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই।" ৫ প্যারার মধ্যে রেইলী সাহেব "আমজাদ মীরের" এই নামের নীচে দাগ দিয়াছেন ও ইহার পাশে লিখিয়াছেন "সে একজন পাঞ্চায়েত এবং ইনস্পেক্টরের দ্বারা আহুত হইয়া অন্যান্য পাঞ্চায়েতগণের সহিত সে ঐ গ্রামে গিয়াছিল। এখানকার লিখিত কথা গুলি অনর্থক। আমি সেই স্থানে যাইয়া অনুসন্ধানের বিষয় তদন্ত করিয়াছি।"

৬ প্যারার বিরুদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন "ইনস্পেক্টর স্থানীয় অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কিরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে তাহা আমাকে প্রত্যহ জানাইতেছেন। এখন পর্য্যন্ত কোন ঠিক অথবা বিশেষ সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ কাহারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের বিন্দু বিসর্গও পাওয়া যায় নাই। যে সকল সাক্ষী তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পারিবে বলিয়া বাদী বিবেচনা করে তাহাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করার জন্য তাহাকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে "

রেইলী সাহেব স্বীকার করিতেছেন যে কেবল পুলিসদিগের কাগজাত দেখিয়াই এবং ইনস্পেক্টর ও হেড্ ক্লার্ককে প্রশ্ন করিয়াই তিনি ৩নং চিহ্নিত দরখাস্তের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলেন এবং যাহা পূর্ব্বেই মীমাংসা হইয়াছে তাহাই মাত্র তিনি অনুসন্ধানের বিষয় তদন্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই

দিন হইতে তিনি আর কখনও ঘটনাস্থলে যান নাই। "বস্তুতঃ এরূপ কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই" তাঁহার এই লেখার দ্বারা কেবল মাত্র এই বুঝা যায় পুলিসেরা তাঁহার নিকট যে সকল কাগজাদি পেশ করিয়াছিল তাহার মধ্যে এরূপ কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই। যে ৫ প্যারার লিখিত কথার প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যাহার দৃঢ়তার বিষয় হেড্ ক্লার্ক ও ইনস্পেক্টর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন সেই ৫ প্যারার লিখিত কথা তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করেন যে হেড্ ক্লার্ক এবং ইনস্পেক্টর তাঁহাকে নিশ্চয় বলিয়াছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত ওছমান আলীর কোন আত্মীয়তা নাই—যত দূর তাঁহার মনে পড়ে তিনি এবিষয় স্বয়ং ওছমান আলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইনস্পেক্টরের বক্তব্য অনুসারে তিনি আমজাদ মিঞার বিষয় পার্শ্বে লিখিয়া ছিলেন।

রেইলী সাহেব যখন কোর্টের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন তখন এই কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন গবর্ণমেণ্টের উকীল তাঁহাকে জেরা করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে আম-জাদ আলী মিঞা মৃতের গ্রামের পাঞ্চায়েত কিনা সে বিষয় তিনি কিছু বলিতে পারেন না কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন নাই। তৎপর তিনি প্রবঞ্চনা করিয়া বলিলেন যে "হয়ত তিনি অনুসন্ধান করিয়া থাকিবেন"। তিনি বিবেচনা করেন যে তাঁহার হেড্ ক্লার্কের নিকট হইতে তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের উকীল কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিলেন যে আমজাদ আলী ঐ গ্রামের পাঞ্চায়েত এই ওজরের সত্যতা অথবা মিথ্যা সম্বন্ধে তিনি কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা তাহা তাঁহার মনে পড়ে না।

ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে ইন্‌স্পেক্টর তারকচন্দ্র মজুমদার রেইলী সাহেবের ৩নং চিহ্নিতের সম্বন্ধে সাক্ষ্য সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি বিবেচনা করি যে সম্ভবতঃ ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ সম্বন্ধে রেইলী সাহেবের সাক্ষ্য মিথ্যা এবং তিনি হেড্ ক্লার্ক ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই। হইতে পারে যে রেইলী সাহেব ইন্‌স্পেক্টরকে তাঁহার সাক্ষ্যে এবং জেরায় তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়াছিলেন। আমি মনে করি না যে ইহা বলিলে রেইলী সাহেবের প্রতি অন্যায় করা হয় যে তিনি ৩নং চিহ্নিতের সম্বন্ধে কেবল ইহাই করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের স্বাক্ষরিত এবং তাঁহার হেড্ ক্লার্কের বর্ণিত মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ কতকগুলি কাগজ ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইজেকিল সাহেবকে এই বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে তিনি অনুসন্ধানের বিষয় অতি সতর্কতার সহিত তদন্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয় তিনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন (বস্তুতঃ এরূপ কিছুই করেন নাই বরং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতিবেশী পরিমাণে তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন) তৎসঙ্গে তাঁহার নিজ কৃত কতকগুলি মিথ্যা কথাও যোগ করিয়াছিলেন।

বাদীকে তাহার সাক্ষী তাঁহার (রেইলী সাহেবের) নিকট উপস্থিত করার জন্য আদেশ করা হউক—রেইলী সাহেবের এই ঈঙ্গিত ইজিকেল সাহেবকে "পুলিসের হাত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া নেওয়া" (যেরূপ বাদী প্রার্থনা করিয়াছিল) এবং তাঁহার নিজের সাক্ষীগ্রহণ করা অথবা একটী যোগ্য কোর্ট দ্বারা উপযুক্ত রূপে তদন্ত হওয়ার হুকুম করা" হইতে বাধা দেওয়ার জন্যই করা হইয়াছিল। এবং এই ফল হইয়াছিল যে একটী যোগ্য

কোর্ট দ্বারা উপযুক্ত অনুসন্ধান আরও ১ মাস ১০ দিনের জন্য মুলতবী রাখা হইয়াছিল। সাক্ষীদিগকে ডাকিয়া প্রশ্ন করার এবং তাঁহার বিশেষ ডায়েরী সমূহের সম্বন্ধে রেইলী সাহেব ওছমানআলীর হস্তে কিরূপ নাচিয়াছিলেন তাহা পুর্ব্বেই প্রকাশ করা গিয়াছে। রেইলী সাহেবের ১৪ই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বরের কার্য্য সমূহের বিষয় এখানে আলোচনা করার কোন আবশ্যক নাই। রেইলী সাহেব ১৫ইর পরে আর কখনও ঘটনাস্থলে যান নাই। তিনি স্বীকার করেন যে মিঃ ইজেকিলের হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নিকট কোন রিপোর্ট করেন নাই, এবং ইজিকেল সাহেব অন্য একজন ইন্‌স্পেক্টর মথুর বাবুকে অভিযুক্তদিগকে গ্রেপ্তার এবং চালান করিবার জন্য ঘটনাস্থলে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং মথুর বাবুও বাস্তবিক তাহাদিগের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন কিন্তু এমন কি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইলেও এবং মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করিয়াও তিনি "সি" ফরমে চালান দিয়াছিলেন। ইহা পুর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে যখন ইজেকিল সাহেব অনুপস্থিত ছিলেন তখনই তিনি চালান দিয়াছিলেন।

তিনি আরও স্বীকার করেন যে ১৫ই এবং ২৮শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনি ওছমান আলী এবং ভারত বাবুর সঙ্গে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন, এখানেও কেবল রেইলী সাহেব সাক্ষী দিতেছেন যে ওছমান আলী ও ভারত বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা হইয়াছিল। আমি মনে করি ইহা বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে যে মিঃ ইজেকিলের হুকুম পালনে রেইলী সাহেবের বিলম্বের এবং অবাধ্যতার এক মাত্র কারণ ওছমান আলীর প্রাধান্য।

ভারত বাবুর পরিদর্শন সম্বন্ধে এখানে কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারত বাবু নিজেই দেখাইতেছেন ইহা নামে মাত্র ছিল। এবং উপরোক্ত কথা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে ওছমান আলী যে কেবল রেইলী সাহেবকে তাহার হাতে পেচাইতে পারিত এমন নহে বরং পেচাইয়াছিল। ভারত বাবু, যদিও তিনি অনেক কথা গোপন রাখিয়াছিল, পষ্ট কোন মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং তাঁহার ভাবেই ইহা বুঝা যায় যে তিনি ওছমান আলীকে দাবাইয়া রাখিতে অক্ষম ছিলেন এবং যদি তিনি ঐরূপ করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তিনি নিজেই কষ্টে পড়িতেন।

এইরূপে ইহা দেখা যাইবে যে ইচ্ছা করিলে ওছমান আলী অপেক্ষা কৃত সহজেই এই মোকদ্দমা গোপন রাখিতে পারিত। ওছমান আলীর বিরুদ্ধে ত কোন কার্য্য করা হয় নাই অধিকন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে তাহার এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিলনা বরং যাহাই সে করুকনা কেন প্রত্যেক অবস্থায়ই উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ তাহাকে সাহায্য করিবে এরূপ মনে করিবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। ওছমান আলীর এই মোকদ্দমা গোপন রাখিবার জন্য কি প্রলোভন ছিল আমি এখন সেই বিষয় বলিব। আর্থিক প্রলোভন থাকিতে পারে বটে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকাতে ইহা অপেক্ষা একটি অধিকতর স্বাভাবিক এবং পষ্ট কারণ রহিয়াছে। ওছমান আলীর মামা (মামু) আলী মদ্দি অভিযুক্ত এবাকুব আলীর খুড়া (চাচা) পুর্ব্বেই বলা গিয়াছে ওছমান আলীর কন্যার সঙ্গে আমজাদ মীরের ছেলের বিবাহ হইয়াছে। সাদক আলী এই আমজাদ মীরের মামা। দ্বা ওয়ায়

সোপর্দ্দকারী মাজিষ্ট্রেট দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত আবদুল হাকিম আমজাদ মীরের ভাগিনেয়। আবদুল করিম (যদিও অভিযুক্ত তথাপি সে বিচারাধীনে নয়) ওছমান আলীর স্ত্রীর মামা। আর একজন অভিযুক্ত করিম বক্স (যে এয়াকুব আলীর সঙ্গে বাস করে) আমজাদ মীরের ভাগীনা হামিদুল্লার ভাগিনীকে বিবাহ করিয়াছে। এইরূপে দেখা যাইবে যে এই মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট পাঁচজনের অধিক লোকের সঙ্গে ওছমান আলী দারোগার সম্বন্ধ ছিল। এবং ইহাও প্রমাণীত হইয়াছে যে আমজাদ এবং তাহার ভাগিনা হামিদুল্লা পুলিসের তদন্ত সময় অসামান্য কার্য্যকারী ছিল। এই হামিদুল্লা অন্য একটি ঘৃণিত নাম দ্বারা বিশেষ পরিচিত। বাস্তবিক সাক্ষীগণ কদাচিত তাহার প্রকৃত নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিয়াছে। কয়েক জন লোক তাহাদের বিশেষ পরিচিত একজন লোককে যে নাম দেয় অনেকে সম্ভবতঃ অন্যায় রূপে সেই নামে তাহার চরিত্রের বিষয় যে ইঙ্গিত করে তাহার উপর বেশী রকম গুরুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন, যেমন মণ্টেগ উইলিয়মস্ কর্ত্তৃক প্রচারিত একটি ঘটনায় একটি অসহায়া দরিদ্রা বালিকা "লোকে তাহাকে কক-রবিন বলিত" বলিয়া একজন অসভ্য লোকের বিরুদ্ধে বলতকারী মোকদ্দমায় হারিয়াছিল, যেমন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তি সকল সময়েই এংগ্লো ইণ্ডিয়ান সভায় সোপিজন বলিয়া পরিচিত। সেই রূপ হামিদুল্লার প্রতিবেশীগণ তাহাকে হামিদঠক—প্রতারক হামিদ ব্যতীত আর কিছুই ডাকিত না।

"হামিদ" এই "ঠক" শব্দে দুষ্টামি বুঝায় কিন্তু দুষ্টামি ও "ঠকামি" এক নয় (প্রত্যেক বাঙ্গালীই অবশ্য আলালের ঘরের দুলালের ঠক চাচার কথা মনে করিবে) ইদ্রিছ বলিতেছে

যে যতক্ষণ দারোগা তাহাদের গ্রামে উপস্থিত ছিল ততক্ষণ আমজাদ এবং হামিদাঠকা সেই স্থানে ছিল। তাহারা ঐ গ্রামে বাস করিত না। আমজাদ ২ কি ২½ মাইল এবং হামিদা ১ মাইল দূরে বাস করিত। তাহারা আসামীগণের পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছিল। তাহারা শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বাড়ী যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া ওছমান আলীর কানে২ কি বলিত।

ইদ্রিছকে প্রায় ২দিন পর্য্যন্ত জেরা করা গিয়াছিল কিন্তু আমজাদ এবং হামিদাঠকের কার্য্যের বিষয় সে যে সাক্ষী দিয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

তোরাব আলী বলিতেছে যে ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃকালে দারোগার নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় সে আমজাদ এবং হামিদাকে সেই স্থানে দেখিয়াছিল।

ইস্মাইল (ইছলাম) আরও সাক্ষ্য দিতেছে। সে বলিতেছে যে কিছু সংবাদ পাইয়া সে ঘটনার পর দিন প্রাতে জাগীর দারের বাড়ী গিয়াছিল এবং মৃত দেহ পুষ্করিণী হইতে উঠানের সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। যখন জমাদার (কৃষ্ণ ভদ্র) মৃত দেহের সুরাতহাল (বিবৃত বিবরণ) প্রস্তুত করিতেছিল সেই সময় আমজাদ এবং হামিদাকে তথায় দেখিয়া তাহাদিগকে সে এক দিকে আসিতে ইসারা করিল। তাহারা আসিলে পর পূর্ব্ব রাত্রে সে যাহা২ দেখিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে বলিল। তাহারা তাহাকে হেড কনেষ্টবলের নিকট বলিতে নিষেধ করিল এবং যে পর্য্যন্ত দারোগা না আসে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট বলিতে বলিল।

এই সাক্ষী আরও বলিতেছে যে যখন সে সাক্ষ্য দেয় তখন

আমজাদ এবং হামিদা উপস্থিত ছিল।

আসামীর পক্ষের উকীল আমজাদ এবং হামিদা সম্বন্ধে তোরাবকে জেরা করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু তিনি ইস্মাইলের নিকট হইতে ইহা বাহির করিয়াছিলেন যে মৃত দেহ পুষ্করিণী হইতে উঠানের সময় আরও তিন জন লোক সেই খানে উপস্থিত ছিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও না বলিয়া কেন আমজাদ এবং হামিদাকে বলিল। সাক্ষী উত্তর করিল কারণ তাহারা তাহার মত গ্রাম্য লোক কিন্তু আমজাদ এবং হামিদা মোকদ্দমা চালাইত এবং আইন জানিত।

উপরোক্ত কথা হইতে দেখা যাইবে যে যে পর্যান্ত মোকদ্দমা চলিয়াছিল সে পর্যান্ত আমজাদ এবং হামিদা যে পুলিসের অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিয়া আসামীদের পক্ষে তদ্বির করিতেছিল এবিষয় আপত্তি করিবার জন্ম বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

সুরাতহাল প্রস্তুতকারী হেড কনেষ্টবল (কৃষ্টচন্দ্র ভদ্র) ই আসামীদের প্রথম সাক্ষী। এই সাক্ষী স্বীকার করিতেছে যে সুরাতহাল লিখিবার সময় হামিদা ঠিক। উপস্থিত ছিল কিন্তু আমজাদ যে সেখানে ছিল একথা অস্বীকার করিতেছে। সে স্বীকার করিতেছে যে তদন্ত সময় আমজাদ কেবল এক দিন মাত্র উপস্থিত ছিল। সে বলিতেছে যে আমজাদ এবং হামিদার কোন আত্মীয়তার বিষয় সে জানেনা।

এই সাক্ষীকৃত সুরাত হাল খানি অতি আশ্চর্য্য ভাবে অদৃশ্য হইয়াছে। সাক্ষী বলিতেছে যে সে ২৭শে আগষ্ট রাত্রে ইহা ওছমান আলীর নিকট পাঠ করিয়াছিল (কেন সে ইহা যে

পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল তাহা প্রকাশ পায় না) এবং সেই হইতে ইহা পাওয়া যায় না।

মোকদ্দমার চালনাতেই বুঝা যায় যে সুরতহালে আমজাদ মীরের নাম থাকাতে ইহাকে সরান হইয়াছে। এই সাক্ষী ইহা অস্বীকার করিতেছে কিন্তু তাহার এই মিথ্যা কথাতে তাহার স্বীকার করা অপেক্ষা অধিক জানা যায় এবং সে শপথ করিয়া বলিতে পারিবে না যে ইহাতে সাক্ষী স্বরূপ আমজাদ মীরের নাম ছিল না। সম্ভবতঃ সুর তহাল যে এখনও বাহির হইতে পারে সে বিষয় সে নিঃসন্দেহ ছিল না।

এই সাক্ষী অন্যান্য বিষয় খুব বেশী রকম মিথ্যা শপথ করিয়াছে এবং আমি আমজাদ মীরের অনুপস্থিত সম্বন্ধে তাহার সাক্ষী অবিশ্বাস করিতে এবং ইস্মাইলের (ইসলাম) সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান করিতে ইতস্ততঃ-করিবনা। আসামী পক্ষ ওছিমান আলী ও আমজাদ মীরের আত্মীয়তা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে নাই। আসামীদের স্বপক্ষে আমজাদকে প্রশ্ন করা হইয়াছে কিন্তু সে আসামীদের কাহারও সঙ্গে অথবা হাসমতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তার কথা এবং নিম্নের আদালতে আসামীদের পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বির করার কথা অস্বীকার করিয়াছে। সে বলিতেছে ভারত বাবুর তদন্ত সময় একদিন মাত্র সে পুলিস অনুসন্ধানে উপস্থিত ছিল—এবং বলিতেছে যে ভারত বাবু তাহার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

আসামী পক্ষ ভারত বাবুকে আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত করাইয়াছিল কিন্তু এবিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই।

ইহা প্রকাশ পায় যে এই আমজাদ মীর এক জন পাঞ্জাবেত ইস্মাইল জমীরদারের গ্রামের নহে কিন্তু নিকটবর্ত্তী সন্না গ্রামের।

সে স্বীকার করিয়াছে যে সে ইস্মাইলের বাড়ী হইতে ৩ মাইল দূরে বাস করে। ভারত বাবু যে তাহার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন ইহা কেবল সেই বলিতেছে। এবং সম্ভবতঃ ভারত বাবুর সম্মুখে তাহার উপস্থিতি স্বীকার করা সে নিরাপদ মনে করে নাই।

এই মোকদ্দমার অনেক সাক্ষীগণের (যাহাদের অন্ততঃ ২ জনকে এবিষয় জেরা করা হয় নাই) সাক্ষ্যের সহিত যে আমজাদের সাক্ষ্য ঐক্য হয় না কেবল ইহাই নহে অধিকন্তু এই সাক্ষী স্পষ্টরূপে বিশ্বাস যোগ্য নহে। সে স্বীকার করে যে সে কালেক্টরীতে দপ্তরী ছিল। সে তাহার বরখাস্ত হইবার কথা অস্বীকার করে কিন্তু বলে যে সে সস্‌পেণ্ড হইয়াছিল এবং সস্‌পেণ্ড হইবার পর সে আর কাজে উপস্থিত হয় নাই। সে আরও স্বীকার করে যে একটী ডিক্রী জারিতে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও ডিক্রীর টাকা শোধ হয় নাই। সে স্বীকার করে যে ইনস্পেক্টরের তদন্তের পূর্ব্বে সে ঘটনার বিষয় শুনিয়াছিল এবং তাহার পুত্রের স্ত্রীর পিতা ওছমান আলী যে তদন্ত করিতে গিয়াছিল তাহা জানিত কিন্তু বলিতেছে যে ঝড় তুফান হওয়াতে এবং তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে সে ঘটনাস্থলে যায় নাই।

আলিমাঝি এক জন অতি বৃদ্ধ লোক, আসামীদের সঙ্গে এমনকি ওছমান আলীর সঙ্গেও তাহার আত্মীয়তা অস্বীকার করে।

আমজাদ মীরের আসামীগণের সঙ্গে এবং আলী মাঝির ওসমান আলী এবং আসামীগণ উভয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্বন্ধে বাদী পক্ষ যে কেবল ইদ্রিছ এবং রজ্জব আলীকে প্রশ্ন করিয়াছে এরূপ নহে বরং আমজাদ এবং আলীমাঝির আত্মীয় এরূপ ২জন

সাক্ষী ডাকিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম জন আবদুল লতিফ (১৩নং সাক্ষী)। এই ব্যক্তি এক জন খাস মহাল পিয়ন এবং এক জন তালুকদার। সে বলিতেছে আমজাদমীরের মাতা তাহার সাক্ষাত মাতামহী যে আমজাদ সাদক আলীকে ভাগিনা বলে এবং দুই জনে দেখা শুনা করিয়া থাকে। সে বলিতেছে যে হামিদা আমজাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সাক্ষী বলিতেছে যে পুলিসের অনুসন্ধানের সময় সে দুই দিন উপস্থিত ছিল এবং দুই বারই আফিস হইতে বাড়ী যাইবার পথে দেখিয়াছিল, আমজাদ এবং হামিদা উপস্থিত থাকিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছিল।

ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে এই সাক্ষীকে আমজাদ মীর চিনে একথাও অস্বীকার করিতেছে।

১৪নং সাক্ষী আনামীর বলিতেছে যে আলীমাঝির মাতা তাহার পিসী সুতরাং সে এবং আলীমাঝি পিসাতভাই। সে বলিতেছে যে ওসমান আলীর পিতা আলীমাঝির ভাই এবং এয়াকুবালী ও আলীমাঝির মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ। আলীমাঝির ভগিনী মুনা বিবি ওসমান আলীর সহিত বাস করিতেছে ও তাহার স্বামী রেয়াজদ্দিন ওসমান আলীর বাড়ীতে মরিয়াছে।

এই সাক্ষীকে যে সে চিনে একথাও আলীমাঝি অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিতেছে যে তাহার মাতা আনামীরের পিসি হওয়া দূরে থাকুক তাহার আনামীরের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। যাহাহউক আলীমাঝি তাহার মাতার নাম এবং তাহার কোন ভাই ছিল কিনা একথা ভুলা উপযুক্ত মনে করিয়াছে। যাহাহউক সে স্বীকার করিতেছে যে মুনা বিবি তাহার ভগিনী ও রেয়াজদ্দিন তাহার স্বামী ছিল। মুনা বিবি যে ওসমান আলীর

বাড়ীতে বাস করিতেছে একথা সে অস্বীকার করে কিন্তু স্বীকার করে যে রেয়াজদ্দিনকে সেই খানে মাটী দেওয়া হইয়াছে।

আমজাদ মীর ও আলী মাঝির সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিতে, এবং ঐ সাক্ষ্য সত্বেও ওছমান আলী যে তাহাদিগকে দিয়া আসামী-গণের আত্মীয়, এবং আমজাদ মীর ও তাহার ভাগিনা হামিদা ঠিক যে তাহার নিকট আসামীগণের হইয়া তদ্বির করিয়াছিল একথা বিশ্বাস করিতে আমি কিছু মাত্র দ্বিধা করিব না।

উপরোক্ত কারণ গুলির গতিকে, ওছমান আলীর অভিযুক্ত দিগকে পাঠাইতে অসমর্থ হওয়া আমি কোনও আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিনা, অথবা ওছমান আলীর ঐরূপ না করা, বাদীর পক্ষের সাক্ষীরা যে অভিযুক্তদের সহকারীতা সম্পর্কে প্রমাণ করিয়াছে তাহার সত্যতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের কোনও প্রকার ব্যতিক্রম ঘটায় নাই।

ওছমান আলী সাক্ষীর বাক্সে আসিবার সাহস না করার কারণ অতি সহজ। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৭৭ ধারা সেসন কোর্টকে ক্ষমতা প্রদান করে যে যখন ইহার সম্মুখে মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা হয় তখন মাজিষ্ট্রেট অথবা গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া কোর্ট নিজেই তাহার বিচার করিতে পারেন।

ওছমান আলী সিংহের মুখের মধ্যে নিজ মাথা দেওয়া যে বিপদ জনক তাহা জানে। তথাপি হোসেন তোরাব এবং ইসলাম যে ২৮শে আগষ্ট ওছমান আলীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছে, বাদীর পক্ষের এই প্রদত্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। গতিকেই ওছমান আলীর অধীনস্থ হেড্ কনেষ্টবল কৃষ্টচন্দ্র ভদ্রকে ঐ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির করা হইয়াছে।

এই সাক্ষীর আমজাদ মীর সম্বন্ধীয় সত্য গোপনের চেষ্টা

ও তাহার সুরতহালের আশ্চর্য্যজনক অদৃশ্য হওয়ার কথা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সে অভিযুক্তদিগকে ২৭শে আগষ্ট বাড়ীতে দেখিয়াছিল বলিয়া কতক গুলি স্থূল মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং তাহার জবানবন্দীর দিগে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কিরূপ সে পুলিসে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ত্তৃক পর দিন প্রাতে সাদক আলী ও আছলামের বাটী পরিত্যক্ত দেখার কথা গোপন করিয়াছে।

সে বলে যে সে ২৮শে আগষ্ট মঙ্গলবার সমস্ত দিনই সবইনস্পেক্টরের সঙ্গে ছিল; সেই দিন হোসেন, তোরাব আলী অথবা ইসলাম কেহই সবইনস্পেক্টরের নিকট সাক্ষ্য দেয় নাই। সে আরও বলে যে সে ঐস্থানে ৪।৫ দিন ছিল কিন্তু কেহই ঐ সময়ের মধ্যে কোন দিন সাক্ষ্য দেয় নাই।

জেরায় সাক্ষী বলিয়াছিল যে সবইনস্পেক্টর ঐদিন তাহাকে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করে নাই। সে সেই দিন সমস্ত দিন ও রাত্র ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ী ছিল অন্য কোথাও যায় নাই।

তৎপরে গবর্ণমেণ্টের উকীল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "ওছমান আলী যে বর্ণনা করিয়াছে যে, সে তোমাকে ঐদিন অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিল তুমি অপরাহ্ণ ১০টার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলে যে তুমি কিছু বাহির করিতে পার নাই, ইহা কি সত্য নয়?"

উঃ। আমার ইহা স্মরণ নাই।

প্রঃ। তুমি কি শপথ করিয়া বলিতে পার যে তুমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগকারীর বাটীর বাহিরে যাও নাই?

উঃ। আমি গ্রামের বাহিরে যাই নাই।

প্রঃ। আমি অভিযোগকারীর বাড়ীর কথা বলিতেছি, তুমি কি শপথ করিয়া বলিতে পার যে তুমি তাহার বাহিরে যাও নাই?

উঃ। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

যাহা হউক সাক্ষী নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে সমস্ত দিনের মধ্যে দারোগা তোরাব আলী, হোসন আলী ও ইসলামকে পরীক্ষা করে নাই। সেই দিন ওছমান আলী কতজন সাক্ষীকে অথবা কাহাকে ২ পরীক্ষা করিয়াছে তাহা সে বলিতে পারে না। সে পূর্ব্বে হোসেন আলী অথবা তোরাব আলীকে চিনিত না। (সাক্ষী বলে যে সে ইসলামকে পুর্ব্বে চিনিত, কিন্তু ইহা স্বীকার কারর, কারণ এই যে ইসলাম সুরতহালের সাক্ষী ছিল।) সে তাহাদিগকে আদালতেই প্রথম দেখিয়াছিল। তাহারা কোর্টে সাক্ষ্য দিবার আসার পুর্ব্বে সে তাহাদিগকে কখনও দেখে নাই। যখন দারোগা সাক্ষ্য লয় তখন সে তেতুল গাছের (ইস্মাইলের কাচারী হইতে কয়েক গজ দূরে তাহার দরজায় যে গাছের নীচে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া বলে) উত্তর দিকে বসিয়াছিল কিন্তু কতক্ষণ তথায় বসিয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে না। তেতুল গাছের কোন দিগে দারোগা বসিয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার স্মরণ নাই যে দারোগা সাক্ষী দিগকে ভোরে কি বৈকালে পরীক্ষা করিয়াছিল; কখন২ সে কাচারী ঘরে গিয়াছিল। সে বলিতে পারে না যে সে কখন কাচারীতে ছিল কখন তেতুল গাছের নীচে ছিল। তোরাব আলী, হোসেন আলী এবং ইসলাম তথায় ছিল না দারোগা আর কোন্ কোন্ সাক্ষীর পরীক্ষা করিয়াছিল তাহা সে বলিতে পারে না।

সংক্ষেপতঃ এই সাক্ষী সাক্ষীগণের জবানবন্দী সম্বন্ধে আরকিছুই

আমাদিগকে বলিতে পারে না। কেবল মাত্র এই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে দারোগা এই তিন জনের কাহাকেই পরীক্ষা করে নাই। পক্ষান্তরে এই জবানবন্দী চারি মাস হইল হইয়াছে এবং সাক্ষী বলে যে সে ইহাদিগকে তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে ভিন্ন এজীবনেও আর দেখে নাই।

এই সাক্ষের সমালোচনা করা আমি বাহুল্য বিবেচনা করি।

আমি কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্রকে বিশ্বাস করিতে পারি না এবং আমার বিশ্বাস হয় সে ভয়ানক ছল করিয়াছে। সে যে ইহা করার জন্য খুব বেশী রূপ ঘুষ পাইয়াছে তাহা অসম্ভব নয় তাহার এই ছলনায় কিমতলব থাকা সম্ভব এতৎ সম্বন্ধে আমি একটী বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি—যদিও আসামী দোষী কি নির্দ্দোষী এই সম্পর্কে যে ইস্যু করা হইয়াছে ইহা তাহার সাক্ষ্য নয়—বিষয়টী এই যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনামে মহেশচন্দ্র গুহের মোকদ্দমায় ওছমান আলীকে যে জেরা করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় (আমি নথি এই মোকদ্দমা চলার সময় তলব দিয়া আনিয়াছিলাম) যে তাহার অবস্থার সহিত তুলনায় সে অনেক ধন জমা করিয়া ফেলিয়াছে।

ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে কেহই এমন কি হেড্ কনষ্টেবল কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্র ও আবদুল্ আজিজ ও রজ্জবালী যে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দারোগার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা অস্বীকার করে না। অথবা এই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা তিন চাক্ষষ সাক্ষী যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছে যে ওছমান আলী তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছে এবং যে ঘটনা ৪নং চিহ্নিতে লেখা গিয়াছে তাহার প্রতিবাদ করার জন্য কোন রূপ চেষ্টাই করা হয় নাই। তৎপর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য জেদ করা হইয়াছে যে স্বভাবতঃই সাক্ষীরা তাহাদের বর্ণিত এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি,

এইচ, আই. জে, কে, এল, এম, এন আর, পথ (৫নং দলীল দেখ) যে রাস্তা তাহাদিগকে ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর পূর্ব্ব দিগে নিয়াছিল সে পথে যায় নাই; কিন্তু অপেক্ষাকৃত খাট পথে গিয়াছে। পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের "সি" ফারমের ('আর' ৭নং দলীল) মন্তব্যে দুইটী রাস্তার কথা বলা হইয়াছে (১) গুড়া মীরের রাস্তা (২) আসক জমাদারের রাস্তা। ৫নং সারদামোহন চক্রবর্ত্তী দ্বারা গুড়া মীরের রাস্তা (আমরাও স্থান পরিদর্শন সময় এই রাস্তা স্বয়ং দেখিয়াছি) কেবল চলা চলের পথ ও ক্ষেতের সমভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তর্কে ইহার কথা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; কেবল কোর্টের হেড্ কনেষ্টবল মহিমচন্দ্র মজুমদার ব্যতীত সকলেই স্বীকার করে যে ঘটনার সময়—পূর্ণ বর্ষার সময়—সমস্ত দেশ জল প্লাবিত থাকে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১৫ সেপ্টেম্বর যখন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছিলেন তখন মাঠ (চাষ করা জমি) শুষ্ক ছিল।

যে রাস্তাকে পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসক জমাদারের রাস্তা বলেন এবং প্রতিপক্ষ দ্বারা যে রাস্তায় স্বভাবতঃ সাক্ষী হোসেন এবং তোরাব বেলু সাহেবের হাট হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে বলিয়া বলা হয় তাহা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নকসায় (৫নং দলিল) এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, ও, পি, কিউ, আর দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইহা পশ্চিম দিকে ইস্মাইল জাগীরদার ও অভিযুক্ত আবদুল হাকিমের বাড়ীর পশ্চাৎ দিয়া গিয়াছে। ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর নিকটে এই রাস্তা আই, জে, রাস্তার সমান্তরাল অথবা প্রায় তদ্রূপ ভাবে গিয়াছে; সাক্ষীরা বলে যে তাহারা এই আই, জে রাস্তা দ্বারাই এই স্থলে আসিয়াছিল, ইহা অবশ্যই পূর্ব্ব রাস্তা হইতে অন্ততঃ ৩০০ গজ হইবে (ডিষ্ট্রীক্ট

ইঞ্জিনিয়ারের মতে এক, জির মধ্যে ৮৭০ ফিট ব্যবধান)। অত-এব সাক্ষীরা যদি এই রাস্তায় বাড়ী যাইত তাহা হইলে ঘটনার কিছুই দেখিত না অথবা শুনিত না। এই উভয় রাস্তাই ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক মাপা হইয়াছে; তিনি বলেন যে এফ, হইতে জি, এইচ, আই, জে, কে, এল, এম, এন হইয়া আর পর্য্যন্ত ৬৬৭০ ফিট (প্রায় সওয়া মাইল) ব্যবধান; এবং ও, পি, কিউ হইয়া ৫৩৪৫ ফিট (প্রায় এক মাইল) ব্যবধান। অতএব পশ্চিমদিকের রাস্তা ১৩২৫ ফিট অথবা প্রায় ঠিক পোয়া মাইলের কম। প্রতি-পক্ষের উকীল জেদ করেন (তাহাদের মোকদ্দমা এত আশা-শূন্য হইয়াছিল যে আমরা সে স্থানে যাওয়ার পরও জেদ করিতে রত হইয়াছিলেন) যে হোছন ও তোরাব পোয়া মাইল বাচাইবার জন্য এই পশ্চিমের রাস্তায়ই আসিয়াছিল এবং তাহারা যে শপথ করিয়া পূর্ব্বের রাস্তায় আসার কথা বলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

আমার মতে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে প্রতি পক্ষের উকীল হোসেন ও তোরাবকে খাট পথে না আসিয়া লম্বা পথে আসার কারণ সম্পর্কে জেরা করেন নাই।

তাহারা সহজ পথে না যাইয়া ঐ পথে যাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে যদি তাহারা ঐ রাস্তায় যাইত তাহাহইলে তাহারা ২০ ফিট লম্বা ২ ফিট ও উভয় পার্শ্বে ৪ ফিট গভীর জল বিশিষ্ট একটী ভাঙ্গনীতে পতিত হইত। ওছমান আলীর "সি" ফরমে, এবং তৎসহ পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রেলী সাহেবের সঙ্গীয় মন্তব্যে অথবা ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে বুঝানের জন্য ডি এস, পি রেইলী সাহেবের স্বাক্ষরিত পুলিসের প্রস্তুতি নক্সায় (এ চিহ্নিত) ভাঙ্গনীর কোনও উল্লেখই করা হয় নাই।

গবর্ণমেন্টের উকীলের জেরায় ডি, এস, পি, রেইলী সাহেব বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে আসক জমাদারের রাস্তার

যেখানে ইহা গুড়া মীরের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার নিকটেই কোনও স্থানে একটী ভাঙ্গনী আছে। তিনি ইহা বিশ্বাস করেন, ইহাই যথেষ্ট। তিনি সমস্ত রাস্তার উপর দিয়া গমন করিয়াছেন কিন্তু অন্য কোনও ভাঙ্গনীর কথা তাঁহার মনে হয় না।

যে ভাঙ্গনী তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা লম্বায় বেঞ্চ ক্লার্কের টেবিলের সমান (প্রায় ৫ ফিট) এবং ইহার প্রহস্থে প্রায় সাক্ষীর বাক্সের প্রহস্থের সমান (প্রায় ১ ফিট ৯ ইঞ্চি)। সাক্ষী এই সকল বর্ণনা অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং ধীরতার সহিত দিয়াছিলেন। তৎপরে গবর্ণমেন্টের উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন কিনা যে ঐ ভাঙ্গনী লম্বায় ৬০ ফিটের কম? না, না, তিনি তাহা করিতে পারিতেন না।

আসামীর পক্ষের উকীলের দরখাস্ত অনুসারে (সরকারী উকীল ইহাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া বলেন) ফৌজদারী কার্য্য বিধির ২৯৩ ধারা অনুসারে আমি এবং এসেসরেরা এই স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট মহারাণী বনামে ইনোনিকান (ই, ল, রি ১৯ মান্দ্রাজ ২৬৩) মোকদ্দমায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা কেবল মাত্র ভাল করিয়া বুঝিবার জন্যই মাজিষ্ট্রেট নিজেই যে স্থান লইয়া সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন, এবং ঐ পরিদর্শন কেবল মাত্র উহাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। সুতরাং আমি এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে ডি, সু, রেইলী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝার জন্য এই স্থানের পরিদর্শনে আমাদিগকে যতদূর সাহায্য করিয়াছে আর কিছুতেই ততদূর করে নাই।

আমাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য রহিয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে

দেখা যাইবে ডিঃ, ইঞ্জিনিয়ার এবং সব ওভারসিয়ার উভয়েই এই রাস্তায় এক হইতে আর পর্য্যন্ত (আসক জমাদারের রাস্তায়) তিনটী ভাঙ্গনী আছে বলিয়া বলেন। ডিঃ, ইঞ্জিনিয়ার তিনটাই মাপিয়াছিলেন—তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী কেবলমাত্র বড়টী মাপিয়াছিলেন। ৫নং চিহ্নিতে এসব ভাঙ্গনীই দেখান হইয়াছে। প্রথমটী "ও" এবং "পি"র মধ্যে ৫০ ফিট লম্বা ১ ফিট গভীর কিন্তু পাশ দিয়া একটা লম্বা "আইল" আছে, দ্বিতীয়টী "পি" এবং "কিউ"র মধ্যে ২০ ফিট লম্বা ৯ ইঞ্চ গভীর। তৃতীয়টী "কিউ" এবং "আর" এর মধ্যে ৬০ ফিট লম্বা ২ ফিট গভীর সব ওভারসিয়ারের মতে চওড়াই ৮ হইতে ৯ ফিট অর্থাৎ সমস্ত রাস্তাটী যতটা চওড়া ঠিক ততটা। কেহই বলে না যে ইহার পাশ দিয়া কোনও পথ আছে এবং দুদিকে খাদ। ডিঃ, ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মধ্যে সামান্য একটু প্রভেদ দেখা যায় সবওভারসিয়ার বলেন যে ভাঙ্গনী কিনারে রাস্তার তল হইতে ৯ ইঞ্চির বেশী গভীর হইবে না। ডিঃ, ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে ভাঙ্গনীর যেস্থান খুব বেশী গভীর এবং যেস্থান খুব কম গভীর উভয়ের মধ্যে ৩ অথবা ৬ ইঞ্চের বেশী পার্থক্য হইবে না—৯ ইঞ্চি হইবে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না, তাঁহার মতে "কিউ" হইতে "আর" পর্য্যন্ত ভাঙ্গনীর কোনও স্থানেই গভীরতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি অপেক্ষা কম হইবে না এবং স্থানে স্থানে ২ ফিট গভীরও হইতে পারে।

সবওভারসিয়ার বলেন যে বর্ষাকালে (ঘটনাটা যখন বর্ষার সময় হইয়াছিল) এই সকল স্থানে জল রাস্তার ৬ ইঞ্চ নীচে পর্য্যন্তও উঠিয়া থাকে। সাক্ষ্যে ইহাও দেখান হইয়াছে যে বর্ষার সময় ভাঙ্গনীর তল কর্দ্দমময় থাকে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

নোয়াখালীর মোকদ্দমা।

মহাত্মা

পেনেলের বিচার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হোসেন এবং তোরাব সাক্ষ্য দেয় যে ঘটনার সময় এই ডাঙ্গনীতে এক কোমর জল ছিল। ডাঙ্গনীর অপর পার্শ্ববাসী ১৫ নং সাক্ষী হরিদাস দাস সাক্ষ্য দেয় যে ঘন বৃষ্টির সময় বুক সমান জল হয় এবং বর্ষাকালে কখনও ২ হাত ২½ হাতের কম জল থাকে না। সে বলে যে বর্ষাকালে কেহ কখনও ঐ পথে যায় না। হোসেন এবং তোরাপ যে পথে গিয়াছে বলিয়া বলে ঐ পথেই লোকে গমনাগমনন করে।

ইহার সহিত কোর্ট হেড কনষ্টেবল মহিনচন্দ্র মজুমদারের সাক্ষ্য পড়া উচিত; এই ব্যক্তিই রেইলী সাহেবের আদেশে এবং 'তাহার সম্মুখে' পুলিশের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সাক্ষী বলে যে 'আমার কোনও সন্দেহ নাই যে ইহা একটি খাটী কল্পনা; কোন রাস্তায় সাক্ষীরা গিয়াছিল তাহা লইয়া পক্ষদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হওয়াতে সাহেব বলিয়াছিলেন 'আইস আমরা উভয় পথে গমন করিয়া দেখি কি হয়।' অতএব তাহারা পশ্চিমের ও পূর্ব্বের রাস্তায় গিয়াছিল। তাহারা ইছাখালী রাস্তার অনতি দূরে একটি ডাঙ্গনীতে না পৌছা পর্য্যন্ত পশ্চিমের রাস্তায় দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিল। তাহারা

দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হয় নাই কারণ তাহারা পোষাক পরিহিত ছিল ও ভাঙ্গনীতে জল ছিল। পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ভারত বাবু, ওছমান আলী এবং সে স্বয়ং সকলেই ভাঙ্গনী পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। জেরায় সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহারা এই দক্ষিণের ভাঙ্গনীতে পৌছার পূর্ব্বে কয়েকটী ছোট ছোট ভাঙ্গনী অতিক্রম করিয়াছিল; এই দক্ষিণের ভাঙ্গনিতে কাদা ও প্রায় ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ জল ছিল। সে এই ভাঙ্গনী দেখায় নাই, কারণ পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে ইহা দেখাইতে বলেন নাই। তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে সে ইচ্ছা করিয়া ইহা বাদ দিয়াছিল কিনা? সে লজ্জাব্যঞ্জক ভাবে উত্তর দিয়াছিল যে "সাহেব বাহাদুর" তাহাকে যাহা লিখিতে বলিয়াছিলেন সে তাহাই লিখিয়াছিল। পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে ভাঙ্গনী না দেখাইতে বলেন নাই। সাক্ষী বলিতেছে যে সে বাস্তবিক অবস্থা দেখাইতে বাধ্য নহে, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে তাহাই মাত্র লিখিয়াছে।

আদালত সমীপে সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহারা সকলে—পুলিশ সাহেব, ভারত বাবু, সে এবং ওছমান আলী ভাঙ্গনী হইতে ফিরিয়া আসিল কারণ ভাঙ্গনীতে জল ছিল,—তাহারা ভিজিয়া যাইত। সাক্ষী বলিতেছে যে কেন যে তাহারা সেই পথে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই তাহার কারণ নকুসায় লিখার কথা তাহার মনে উদিত হয় নাই অথবা কেহ তাহাকে তদ্রূপ করিতে বলেও নাই। সে বলিতে পারে না যে কেন সে ইস্মাইলের বাড়ীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের রাস্তা দেখাইয়া-

ছিল—তাহাকে দেখাইতে বলা হইয়াছিল বলিয়া সে দেখাইয়াছিল। মফিজ বলিতেছে সে সর্ব্বদাই পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ছিল। তাহারা গুড়া মীরের রাস্তায় যায় নাই। সে ইহা তাহার নক্সায় দেখাইয়াছে, ইহার কারণ এই যে সে যাওয়ার সময় কোনও একটি রাস্তার উভয় প্রান্ত হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল এবং সে এই দুই খণ্ডেক তাহার নক্সায় সম্মিলিত করিয়া দিয়াছিল।

রেইলী সাহেব বলেন যে তিনি "তাঁহার নিজ জ্ঞানে" বলিতে পারেন যে মফিজের নক্সা শুদ্ধ। তিনি তিনটি রাস্তায় —গুড়া মীরের ও অপর দুইটীতে—স্বয়ং গিয়াছিলেন। তিনি আসক জমাদারের রাস্তার সমস্তটুকুতেই গিয়াছিলেন। ডাঙ্গনীতে জল গভীর ছিল না, তিনি কয়েক জন গ্রামবাসীকে ইহার মধ্যে নামাইয়াছিলেন, জল তাহাদের হাটুর নীচে ছিল। তিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া পার হইয়াছিলেন। প্রকারান্তরে রেইলী সাহেব হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে ডাঙ্গনী একটী উচ্চ স্থান ছিল এবং উভয় পার্শ্বে খাদ ছিল না।

রেইলী সাহেব বলেন যে ১৫ই তারিখে যখন তিনি এই তিনটি রাস্তায় গিয়াছিলেন তখন ইনস্পেক্টর ভারত বাবু ও সাক্ষী হোসেন এবং জোবাব তাঁহার সঙ্গে ছিল।

ইনস্পেক্টর ভারত বাবু ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ১৫ই তারিখে তিনি বেলু সাহেবের হাট হইতে রেইলী সাহেবের সঙ্গে থাকেন, এবং কলাভাঙ্গা বিলের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া তাঁহারা যে রাস্তা ইস্রাইলের বাড়ীর পূর্ব্ব দিয়া গিয়াছে সেই রাস্তায় আসেন। পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে পৌঁছিয়া ("এইচ" চিহ্নিত স্থানে) এই রাস্তায় তাহারা পশ্চিম দিকে

গিয়াছিলেন। পরে দুইটি রাস্তার সংযোগ-স্থলে (সম্ভবতঃ "এক" চিহ্নিত স্থানে) উপস্থিত হন। ভারত বাবু বলেন যে তিনি সেই স্থানে দাড়াইয়া ছিলেন। সাহেব ভাঙ্গনী দেখার জন্য দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহার সঙ্গে যান নাই অথবা সকল সময়েই তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি সেখানে যে কেবল ১৪ই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর গিয়াছিলেন তাহা নহে, ১৬দিন পূর্ব্বে আগষ্ট মাসেও গিয়াছিলেন এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগেও গিয়াছিলেন। যখন তিনি এই তদন্ত "পরিদর্শন করিতে ছিলেন" তখন যে আপক জমাদারের রাস্তায় ভাঙ্গনী আছে সেই রাস্তায়ও গিয়াছিলেন। অতএব ভারত বাবু যে সকল কথা আমাদিগকে বলেন তাহা তাঁহার উদ্ধতন কর্ম্মচারী যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপরীত; সেখানে ৫ ফাট লম্বা ১ ফাট ভাঙ্গনীর কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী যে বলিয়াছেন যখন তিনি সেই রাস্তায় গিয়াছিলেন তখন ভারত বাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এ কথা অবশ্যই ভুল হইবে; জোয়াব এবং হোসেন সম্বন্ধে—যাহারা পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল—ভারত বাবু তাহাদের কাহাকেও চিনেন না। মোকদ্দমার সাক্ষী দিগকে ভারত বাবু চিনেন না—যাহারা সাক্ষী দিয়াছে তিনি তাহা দিগকে দেখেন নাই, অতএব তিনি কি করিয়া বলিবেন যে তাহারা কে?

ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ভারত বাবু এই জেলার দ্বিতীয় পুলিশ কর্ম্মচারী এবং রেইলী সাহেব প্রথম। আমরা তাঁহাদের কাহাকে বিশ্বাস করিব?

যে 'এ' চিহ্নিত দলীলকে রেইলী সাহেব ঘটনা স্থানের ভদ্ধ

নক্সা বলিয়া বলেন আমি এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে বলিব। ইহাতে কালীতে তাঁহার স্বাক্ষর এবং ১৫।৯ তারিখ আছে। বেইলী সাহেব শপথ করিয়া বলেন যে তিনি ইহা ঐ দিনেই সমাপ্ত করিয়া ছিলেন। তিনি শপথ করেন যে ঐ স্থান সম্পর্কে তাঁহার যেরূপ জ্ঞান আছে তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে ইহা শুদ্ধ।

বেইলী সাহেব বলেন যে নক্সা সমাপ্ত করার পর তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইজেকিল সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে নক্সা দেখাইয়া ছিলেন। তাহা হয়ত ২ দিন পরে হইতে পারে (১৭ই তারিখ)। 'এ' চিহ্নিত দলীলের পরবর্তী হেফাজত সম্পর্কে কোনও প্রমাণ নাই; কিন্তু অসম্ভব নয় যে ইহা তখন পর্য্যন্তও ইজেকিল সাহেবের নিকট ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সবওভারসিয়ার সারদামোহন চক্রবর্ত্তী বলে যে সে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আদেশ মতে ১৮ই নবেম্বর তারিখে ৫ চিহ্নিত দলিল প্রস্তুত করিয়া ছিল; অতএব ৬নং সাক্ষী বিনোদ বাবু ইহা তৈয়ার করার জন্য ইজেকিল সাহেবের নিকট হইতে অবশ্য সেই তারিখে কি তাহার পূর্ব্বেই হুকুম পাইয়াছিলেন। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে শেষ পক্ষে ১৮ই নবেম্বর ইজেকিল সাহেব 'এ' চিহ্নিত দলিলের শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করিয়া ছিলেন, এবং ইহা হয়ত অধিক দূরবর্ত্তী অনুমান হইবে না যে এই সময় হইতে তিনি 'এ' চিহ্নিত দলিলকে নষ্ট না করা হয় তদ্বিষয়ে যত্নপর ছিলেন।

'এ' চিহ্নিত নক্সা বেইলী সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হয় নাই —ইহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ও তারিখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। 'এ' চিহ্নিত নক্সা প্রতিবাদকারী উকীল বাবু আর, কে, আইচ,

দ্বারা প্রমাণ স্বরূপে দাখিল করা হইয়াছিল। যখন গবর্ণমেণ্টের উকীল বেইলী সাহেবকে জেরা করিয়াছিলেন তখন ইহা প্রকাশ হইয়া ছিল যে 'এ' চিহ্নিত দলীল মূল দলীল নয় কিন্তু এক খানা নকল—বেইলী সাহেবের আফিসে একটি "অপরিষ্কার নক্সা" আছে এবং তিনি ইহা সেই স্থানের প্রস্তুতী অপরিষ্কার নক্সার সহিত না মিলাইয়াই 'এ' চিহ্নে চিহ্নিত দলিল দস্তখত করিয়া ছিলেন। ইহা তাঁহাকে দেখানের পূর্ব্বে তিনি শপথ করিয়া ছিলেন যে এই পরিষ্কার নকল—যদিও তিনি ইহা খশড়ার সহিত মিলাইয়া দেখন নাই—তাহার জ্ঞান মতে ঠিক।

অপরিষ্কার নক্সাটি 'এ, এ' চিহ্নিত দলীল। বেইলী সাহেব বলেন যে তারক বাবু তাঁহাকে পরীক্ষা করার দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ তাহার পরীক্ষার প্রথম দিনে ইহা তাঁহার হাতে ছিল॥ অতএব ইহাকে নষ্ট করার বা বদলানের সুবিধা তাঁহার ছিল।

ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারত বাবু বলেন যখন খশড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল তখনই তিনি উহা দেখিয়া ছিলেন এবং 'এ, এ' চিহ্নিত নক্সা হাতে না লইয়াই বলিলেন যে তিনি ইহা দেখেন নাই—বেইলী সাহেব শপথ করিয়া বলেন যে ইহা খশড়া—এবং কিছু চাপা চাপি করাতে বলিলেন যে তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে ইহা খশড়া কি না?

আমি বিবেচনা করি যে ইহা এক খানা খশড়া এবং ভারত বাবু জানেন যে ইহাতে বাড়ানয় হইয়াছে সুতরাং তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না।

'এ' চিহ্নিত এবং 'এ' 'এ' চিহ্নিত উভয় দলিলই হেড্ কনষ্টেবল মহিমচন্দ্র মজুমদার দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং, এ' চিহ্নিতে যেরূপ বেইলী সাহেবের স্বাক্ষর ও

তারিখ ব্যতীত আর কিছুই নাই সেইরূপ 'এ এ' চিহ্নিতে অস্পষ্টরূপে কয়েকটি পেন্সিলের দাগ ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই নাই।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৪৬৪ ধারার অর্থ অনুসারে উক্ত গ্রথিত দলিলই "মিথ্যা দলিল" কারণ প্রত্যেক বারেই দলীল গাথার সময় রেইলী সাহেবের লোকদিগকে (প্রথম বারে ইজেকিল সাহেবকে ও পরের বারে এই আদালতকে) এই বিশ্বাস করানের উদ্দেশ্য ছিল যে ইহা এইরূপ সময় গাথা গিয়াছে যে সে সময় তিনি জানিতেন যে ইহা প্রস্তুত করা হয় নাই। এই দলীলগুলি একজন পাবলিক সারভেণ্ট দ্বারা তাঁহার পদোচিত ক্ষমতার বলে প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে। রেইলী সাহেব তাহার উপর দাগ দিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৭৬ ধারার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

'এ' চিহ্নিতের তারিখ বিবেচনা করিতে গেলে রেইলী সাহেবের ১৫ই সেপ্টেম্বরের ডাইরী (বি ২৪ চিহ্নিতে) দেখা যাইবে যে তিনি অপরাহ্ন ৪ টার সময় ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করেন। রেইলী সাহেব তাঁহার ডাইরীতে শেষ যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ইস্মাইল জাগীদারের বাড়ীর নিকট। ইস্মাইল জাগীদারের বাড়ী হইতে সুধারাম ৩½ মাইলের ব্যবধান। যখন তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন তখন কেবল মাত্র 'এ এ' চিহ্নিত (সম্ভবত উহার এক অংশ মাত্র) দলীল প্রস্তুত হইয়াছিল। মনে করা যাইতে পারে যে রেইলী সাহেব একজন ভাল ঘোড় সওয়ার এবং তিনি এই ৩½ মাইল পথ খুব ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছিলেন,

তবুও হেড্ কনষ্টেবল মহিমচন্দ্র মজুমদার ঘোড়ায় ছিল না এবং তাহাকে ঐ পথটুকু হাটিয়া আসিতে হইয়াছিল। নক্সার প্রতি দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে যে 'এ' চিহ্নিত দলিল নকল করিয়া লইতে মহিমচন্দ্র মজুমদারের খুব ৩। ৪ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। নিঃসন্দেহ রেইলী সাহেব বলেন যে তিনি স্বাক্ষর করার পূর্ব্বে 'এ' চিহ্নিতকে 'এ এ' চিহ্নিতের সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই কিন্তু রেইলী সাহেব যদি সততার সহিতই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা হইলে বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া রাত্র ৯। ১০ ঘটিকার সময় হেড্ কনষ্টে-বলের তাঁহার নিকট নকল আনিবার কোন কারণ ছিল না। রেইলী সাহেব ইচ্ছা করিয়াই তাহার স্বাক্ষরে পূর্ব্বের তারিখ দিয়াছিলেন, কারণ তিনি হজিকেল সাহেবকে 'এ' চিহ্নিত যে একখানি "নকল" তাহা জানিতে দিতে চাহিয়া ছিলেন না—তিনি হজিকেল সাহেবকে এই বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছিলেন যে এই নক্সা যে নক্সার কতকটুকু রেইলী সাহেবের সাক্ষাতে এবং অধিকাংশটুকুই (এবং সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী অংশ) তাঁহার অসাক্ষাতে ১৪ই ও ১৫ই তারিখে এবং সম্ভবতঃ তাহার পরবর্ত্তী সময় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা নহে. এই নক্সা ১৪ই তারিখে তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। ইহা লক্ষ্য করা হইবে যে এই আদালতেও রেইলী সাহেব প্রথমতঃ 'এ' চিহ্নিত কে তাঁহার নিজ নক্সা বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সত্য কথা তাঁহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

রেইলী সাহেবের সততা সম্পর্কে ইহা লক্ষ্য করা উচিত হইবে যে ওহমান আলীর ১৫ তারিখের ডাইরীতে (বি

ফাইলের ১১২ পৃষ্ঠায়) যদিও ইহা এই মোকদ্দমার প্রমাণ নহে, দেখা যায় যে হেড্ কনষ্টেবল মহিমচন্দ্র মজুমদার অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত সেই স্থানে ছিল এবং ওছমান আলী ও ভারত বাবুর সহিত টাউনে ফিরিয়া আইসে। নিঃসন্দেহ তখন নক্সা প্রস্তুত হইতেছিল। বেইলী সাহেব নিজে ইহা করার পক্ষে অত্যন্ত অলস ছিলেন; তাঁহার বাধ্য অধীনস্থরা বলিয়াছিল যে তাহারাই তাহার পক্ষ হইতে ইহা করিবে। নিঃসন্দেহ ওছমান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল; কিন্তু সেই বেইলী সাহেব ইঞ্জকেল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে "সে সবই ভুয়া" ছিল।

আমি এক্ষণে 'এ এ' চিহ্নিত খসড়ার কথা বলিতেছি। এই খসড়া প্রস্তুতকারী মহিমচন্দ্র মজুমদার বলে যে সে ইহাতে আদবেই ভাঙ্গনী দেখায় নাই, তাহাকে ইহা দেখাইতে বলা হয় নাই এবং সে ইহা দরকারী মনে করে নাই; কিন্তু বেইলী সাহেব 'এ এ' চিহ্নিত দলীলে দুইটী পেন্সিলের দাগের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে ভাঙ্গন দেখানের জন্য তিনি ইহা করিয়াছিলেন; অতএব তিনি যে ইহা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ঠিক তদ্রূপই ইহা সন্দেহ হয় যে তিনি ইহা ১৯০০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে না করিয়া ১৯০১ সনের ১৬ জানুয়ারী করিয়াছেন।

বেইলী সাহেব 'এ' চিহ্নিতে এইরূপ চিহ্ন না থাকার কথা এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে ইহা মক্কেলের দ্বারা বাদ দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু অধিকতর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা এই যে বেইলী সাহেব 'এ' চিহ্নকে বদল করিতে সমর্থ হননাই।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে রেইলী সাহেবের নিজ মতে ভাঙ্গনা দেখানের বাস্তবিক কোন প্রয়োজন ছিলনা, কারণ ইহা একটী রাস্তার মধ্যে ৫ফীট দীর্ঘ ও ১ফুট ৯ইঞ্চি প্রস্থ-এর একটি ক্ষুদ্র গর্ত। যাহা সারদা বাবুর মতে ৮ ফীট প্রস্থ; ইহা বেশী গভীর ছিল না এবং স্বয়ং ও ঘোড়ায় চড়িয়া ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে কেহ ইহার মধ্যে না পড়িলে কেহই ঐ রাস্তাদিয়া যাইতে বাধা পাইতে পারে না। লোকদিগকে কেবল মাত্র ইহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইত এবং রেইলী সাহেবের মতে কেহ কখনও বলে নাই যে এই ভাঙ্গনীর জন্য তাহারা অপর রাস্তায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ তিনি তাঁহার ১৫ই সেপ্টেম্বরের ডাইরীতে লিখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য এই আদালতে শপথ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে হোসেন আলী এবং সোরাব আলী শুড়া মীরের অথবা আসক জমাদারের রাস্তায় বাড়ী না গিয়া কেন দীর্ঘতর রাস্তায় গিয়াছিল তাহার কোনও কারণ দর্শাইতে পারে নাই। যদি তিনি বাস্তবিকই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে কেন যে তাহারা বাস্তবিক ঘটনা— যাহা তিনি সেই স্থানে গেলে স্বয়ং দেখিতে পারিতেন যে যদি তাহারা শুড়া মীরের রাস্তায় যাইত তাহা হইলে সমস্ত পথ জল ভাঙ্গিতে হইত এবং যদি তাহারা আশক জমাদারের রাস্তায় যাইত তাহা হইলে তাহাদিগকে বড় ভাঙ্গনিতে পড়িয়া যাইতে হইত—বলে নাই তাহার কোন কারণ নাই।

বি ২৪ চিহ্নিত পরিত্যাগ করার পূর্বে আমি দেখাইব যে ইহা পরিষ্কার রূপেই দেখাইতেছে যে রেইলীসাহেব স্বয়ং "ঐ

নক্সা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন" কিন্তু সাক্ষীদের প্রমাণে দেখাই-তেছে যে তাঁহার আফিসের ডাইরীর বিবরণ সত্য নহে।

পুলিসের কোনও নক্সাতেই ('এ' এবং 'এ এ' চিহ্নিত সাক্ষী হোসেন এবং জোয়াব বাস্তবিক যে রাস্তা দিয়া ইয়াইল জায়গীরদারের বাড়ীর পূর্ব্বের রাস্তায় আসিয়া ছিল তাহা মোটেই দেখান হয় নাই—এবং এই স্থানের অথবা ৫ চিহ্নিতের সহিত এই উভয় নক্সা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহার কোন কোন অংশ- যাহাতে গুড়া মীরের এবং আসক জমাদারের রাস্তা দেখান হইয়াছে তাহা—সম্পূর্ণ ভুল। আশক জমাদারের রাস্তার পূর্ব দিকে যে একটি মাত্র রাস্তা দেখান হইয়াছে তাহা কলাভাঙ্গা দিঘি প্রদক্ষিণ করিয়া সাক্ষীরা বাস্তবিক যে রাস্তায় (বি, সি, ডি, ই, এফ, জি) গিয়াছিল তাহার অনেক উত্তর পূর্ব দিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে লোককে অযথা গণ্ডগোলে ফেলা এই নক্সার এক মাত্র ফল এবং সম্ভবতঃ একই মাত্র উদ্দেশ্য। মূল অপরাধ ('এএ' চিহ্নিত) কলাভাঙ্গা দিঘীর পূর্ব্ব দিগে আরও কতকগুলি রাস্তা দেখান হইয়াছে। কেন যে ইহা "এ" চিহ্নিত দলিলে নকল করা হয় নাই তাহা কেহই বলিতে পারে না, কেননা সাক্ষ্যতে ইহার কোনই এশারা দেওয়া হয় নাই; সম্ভবতঃ বিবেচনা করা হইয়াছিল যে ইকেফিল সাহেবের সন্দেহেরও একটি শেষ আছে; এই জন্যই যদি পুলিশ সাক্ষী দিগকে পথের বাহির করিয়া অনেক দূর সরাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে হয়ত তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

আমি এই নক্সার কথা পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে রেইলী সাহেবের একটি অতিরিক্ত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিব,

ইহা তাঁহার জবানবন্দীর অনেক গোপনীয় কথা ব্যক্ত করার কার্য্য করিবে। ৫ চিহ্নিত—যাহা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সব ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশই ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক পরিদর্শিত হইয়াছে এবং যাহাতে আমার এই হস্তস্থিত নক্সার প্রায় সকল স্থানই (অনেক স্থান দেখান হয় নাই) আছে—আমি বলিতে পারি (কারণ আমি একজন পুরাতন সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং এরূপ নক্সায় অভ্যস্ত) যে ইহা প্রশংসনীয় শুদ্ধতার সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উকীল যখন এই নক্সা সাক্ষীর হাতে দিলেন তখন দেইলী সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা দেখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তিনি ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

নিঃসন্দেহ সত্য কথা এই যে স্থানীয় যে যে অংশ দিয়া তিনি স্বয়ং গমন করিয়াছেন তাহা বেলু সাহেবের হাট হইতে কলাভাঙ্গা দীঘি ঘুরিয়া ইস্মাইল জোৎদারের বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা, যাহার অনেক অংশ ৫ চিহ্নিতের সীমার বাহিরে এবং এই রাস্তাতেই ইস্মাইল জোৎদারের বাড়ী হইতে 'আই' অথবা 'সে' পর্য্যন্ত যাইয়া দেইলী সাহেব উচাখালী রাস্তা নামে পরিচিত প্রশস্ত ভাল রাস্তায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই রাস্তা দিয়া একজন মন্দ ঘোড় সওয়ার ও বিনা ক্লেশে সুধারামের দিকে অগ্রসর হইতে পারে: তিনি সম্ভবতঃ ১৬ই জানুয়ারী কিংবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে পুলিশের নক্সা দ্বারা স্থান 'পাঁচজোড়' হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহারা তাহাকে ভ্রমে ফেলিয়াছিল এবং তাঁহার অধীনস্থেরা নিশ্চ-

য় ই সম্ভবতঃ তাঁহাকে এই সকলই যে মিথ্যা, তাহা বলিয়া ছিল না।

রেইলী সাহেব যে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন —এই সকল রাস্তা দিয়া তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন, গব ন মেণ্টের উকীলের জেরা দেখ—এই ঘটনা আর একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনার—(তিনি যে কল্লাভাঙ্গা দিঘী ঘুরিয়া গিয়াছিলেন) ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে। রেইলী সাহেব বলেন, তিনি যে এই রাস্তায় গিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে হোসেন এবং তোরাব এই রাস্তায় আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল। হোসেন এবং তোরাব ইহা অস্বীকার করে। তাহারা যদি সেই রাস্তায় গিয়াছিল বলিয়া সেই দিন রেইলী সাহেবকে কখনও বলিয়া থাকে তাহা হইলে কেন যে তাহারা তাহাদের বর্ণনার পরিবর্তন করিবে তাহার কোনও প্রকৃত কারণ নাই—কিন্তু তাহারা এখন এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, রাস্তায়—যে রাস্তা কল্লাভাঙ্গা দিঘী প্রদক্ষিণ-কারী রাস্তার সহিত ইশ্মাইল জাগীর্দারের বাড়ী হইতে কিছু দূরে 'জি' চিহ্নিত স্থানে মিলিত হইয়াছে, এবং যাহা অনেক সহজ পথ,—না গিয়া কেন যে ঐ রাস্তায় যাইবে সম্ভব মত তাহার কোনও কারণ নাই। যথার্থই যে রাস্তা কল্লাভাঙ্গা দিঘী প্রদক্ষিন করিয়া গিয়াছে তাহা রেইলী সাহেবযেরূপ বলেন, একটি ঘুরণা রাস্তা—খুব ঘুরণা; এবং আমি বুঝিতে পারি না যে কেন হোসেন এবং তোরাব তাঁহাকে ঐ রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু কেন যে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ, যাহারা তাঁহার রীতি ও স্বভাব জানিতে সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাকে সেই রাস্তায় লইয়া গিয়াছিল তাহা আমি

খুব ভালরূপ বুঝিতে পারি। কারণ এই যে সহজ পথে 'দুই' এবং 'এক' চিহ্নিত স্থানের মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম প্রবাহিনী একটি খালের ভাঙ্গনী আছে ও ইহার উপর তাল গাছের একটি সাকো আছে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সবওভারসীয়ার ও ইঞ্জিনীয়ার বলেন যে এই ভাঙ্গনী ৬০ ফীট লম্বা। কিন্তু আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমি ইহা অধিক অনুমান করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি ; সাক্ষী হোসেন ও তোরাব বলে যে ২০ হাত (৩০ ফীট) লম্বা ; প্রকৃত সত্য দুইটীর মধ্যে।

যাহাই হউক সেখানে খালের উপর একটী তাল গাছ আছে। এক্ষণে হোসেন এবং তোরাবের ন্যায় চাষা এই তাল গাছের উপর দিয়া যাইতে কিছু মাত্র শঙ্কা করিবে না। আমি স্বয়ং সেটেলমেণ্ট কার্য্যের সময় ইহাপেক্ষা খারাব সাকোর উপর দিয়াও গিয়াছি, কিন্তু রেইলী সাহেব পুরাতন সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী নন। তিনি হাটিয়াও এই তাল গাছের উপর দিয়া পার হইতে পারিতেন কি না সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘোড় সওয়ার ও একটী ঘোড়াকে (যদি ইহা সার্কেসের ঘোড়া নাহয়) এই সাকোর উপর দিয়া কখনও পার করিতে পারিবেন না।

আমি বলিতে পারি যে রেইলী সাহেব সৌভাগ্য ক্রমে এই ভাঙ্গনীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও জ্ঞাত নন (তাঁহার সাক্ষ্য দেখ) আমার কোনও সন্দেহ নাই যে রেইলী সাহেব, ওছমান আলী এণ্ড কোং তাহাকে যেখানে লইয়া গিয়াছিল অন্ধের ন্যায় সেই খানেই গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহা বলিবেন না — তিনি যে উচিত মত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার

জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলাই ভাল মনে করিলেন। তাঁহাকে আমার আদালতে শপথ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল কারণ তাঁহার বিভাগীয় উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীর নিকট প্রথম মিথ্যা বলার সময় তাঁহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হয় নাই।

হোসেন এবং তোরাব আলী বলে যে তাহারা রেইলী সাহেবকে কল্লাভাঙ্গা দিঘীর পথ দেখায় নাই অথবা তাহারা যে সে পথে গিয়াছিল তাহা বলেও নাই। তাহারা কালা আদমী এবং নিঃসন্দেহ মূর্খ কৃষক; রেইলী সাহেব শ্বেত কায় পুরুষ এবং গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ বেতন-ভোগী কৰ্ম্মচারী; কিন্তু তাহাদের সাক্ষী তাঁহার সাক্ষী অপেক্ষা অগ্রগণ্য করিতে আমি কিছু মাত্র দ্বিধা করিব না; অথবা তাঁহার জাল, আমাকে তাহাদের এই সম্পর্কে অথবা অন্যান্য বিষয়ের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা—যাহা অধিক-ন্তুর মৃথা ভাবে অভিযুক্তদের দোষ অথবা নির্দোষীতা দেখা-ইতেছে—সন্দেহ করিতে প্রবৃত্ত করায় না।

রেইলী সাহেব অনেক কথায় তাঁহার ডাইরীর বরাত দিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিবাদকারী উকীল যথার্থই ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে হোসেন এবং তোরাব তাঁহাকে কল্লাভাঙ্গা দিঘীর পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া নেওয়া সম্পর্কে রেইলী সাহেবের বর্ণনার ভিত্তি তাঁহার ডাইরীর উপর স্থাপিত নহে, এ সম্পর্কে তাঁহার খুব ভালরূপ স্মরণ আছে।

রেইলী সাহেব বি ১৪ চিহ্নিতে লিখিয়াছেন যে তাহারা (তোরাব এবং হোসেন আলী) "ঘুরণা রাস্তায় যাওয়ার" কোনও কারণ দর্শাইতে পারে নাই। তাঁহাকে কল্লা-

ভাঙ্গা দিঘীর রাস্তা সম্পর্কীয় এই গল্পটী হাতে গড়াইয়া লইতে হইয়াছে (অথবা খুব সম্ভবতঃ ইহা ওছমান আলীর দ্বারা তাঁহার জন্য গড়ান হইয়াছে) কারণ যদি তিনি সাক্ষী-দের ভ্রমণের শেষ অংশে নিজকে একটু গোলমালে ফেলি-তেন তাহা হইলে তাহাদের ঘুরণা রাস্তায় যাওয়ার ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট হইত।

অভিযুক্তদের পক্ষে পরবর্ত্তী প্রতিবাদ এই যে; তিনজন আবশ্যকীয় সাক্ষী—হোসেন, জোরাব, এবং ইস্‌লাম—এখন যাহা বলে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে রেইলী সাহেবের নিকট কোনও কোনও সম্পর্কে তাহার ব্যতিক্রম বর্ণনা করি-য়াছে। প্রায় সকল স্থানেই প্রভেদ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যকীয় —কোনও স্থানেই সেগুলি সাক্ষীদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই; তাহারা কতকগুলি কথার সম্পর্কে পুলিশ সাহেবের নিকট তদ্রূপ বলে নাই বলিয়া পরিষ্কার রূপে অস্বীকার করে, অন্যান্য বিষয়ের কথা তাহারা সরলভাবে বলে যে তাহাকে তদ্রূপ বলার কথা তাহাদের স্মরণ নাই। রেইলী সাহেব যদি নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ হইতেন যে তিনি যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারা তাঁহার নিকট সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছিল (তিনি স্বীকার করেন যে তাঁহার ডাইরীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহারা কি বলিয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না) তাহাহইলে তাঁহার এত স্থূলভাবে মিথ্যা শপথ করা হইত যে আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে সম্মত হইতাম না। কিন্তু ইহা দেখানই আমি যথেষ্ট মনে করি যে রেইলী সাহেব স্বীকার করেন যে এই জেলার কথিত বাঙ্গালা ভাষার তাৎপর্য্য তিনি

ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহার কতক অংশ তাঁহার নিকট তাঁহার হেড্ ক্লার্ক কর্তৃক অনুবাদিত হইয়াছিল ; এবং তিনি কোনও বিশেষ বর্ণনা যে অন্যরূপ অনুবাদিত হয় নাই তাহা বলিতে পারেন না এবং তাঁহার হেড্ ক্লার্ক—সেই কেবল অনুবাদ শুদ্ধরূপে করা হইয়াছে কি না—বলিতে পারিত পরীক্ষিত হয় নাই।

রেলী সাহেবের জবানবন্দী করিতে যাইয়া আমি প্রকৃত পক্ষে প্রতিবাদের জবানবন্দী লইয়াছি কারণ এই মোকদ্দমায় বাবু রাধাকান্ত আইচের প্রধান অবলম্বনের বিষয় এই ছিল যে পুলিশের একজন ইউরোপীয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব, এবং যদি তাহা সুথা হয় তবে প্রতিবাদ ও বৃথা হয়। হেড্ মাষ্টার জমিদার এবং আমি, আমরা যে একজন শ্বেতকায় পুলিশ মিথ্যা বলিবে ইহা খুব অসম্ভবনা পর বিবেচনা করি তাহা আমাদের প্রদর্শিত কারণ দ্বারা দেখাইয়াছি—যদি আমি বরাবর শিমলা অথবা দার্জ্জিলিংয়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম অথবা এসেসরেরা নোয়াখালীতে যেরূপ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (প্রেরিত হইয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা অন্য ধরণের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরিচিত থাকিতেন তাহাহইলে সম্ভবতঃ আমরা অন্যরূপ বিবেচনা করিতে পারিতাম। যাহাহউক ঘটনা যেরূপ তাহাতে নিশ্চয়ই আমি রেলী সাহেবকে মিথ্যুক বলিয়া বিবেচনা করি—এবং আমার বিশ্বাস এই যে এসেসারেরাও সেইরূপ করেন—অন্যথা তাঁহারা আসামীদিগকে গুরুতর অপরাধে দোষী বিবেচনা করিতেন না

যাহাহউক প্রতিবাদকারী উকীল অভিযুক্তদের স্বাপক্ষে একটি প্রকৃত ভাল হেতু দেখাইয়াছেন, অথবা এই হেতু প্রথমতঃ অভিযুক্তদের স্বাপক্ষে বলিয়া দেখা যায়। তিনি জেদ করিয়া বলেন যে কলাভাঙ্গা দিঘীর যে স্থানে সাক্ষী আহম্মদুল্যা মৃত ব্যক্তির সহিত পৃথক হইয়াছিল তাহা ইশ্মাইলের বাড়ী হইতে মাত্র এক কি দেড় মাইল—এবং ইহা খুব বেশী হইলেও সূর্য্যাস্তের দুই "ঘড়ি" পরে হইয়াছিল। তথা হইতে সে বাড়ীর দিকে চলিলে সূর্য্যাস্তের তিন "ঘড়ি" পরে সে বাড়ীতে অথবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে। অতএব যদি তাহাকে রাস্তায় আক্রমণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সূর্যাস্তের তিন ঘড়ির পরে হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীরা সূর্য্যাস্তের ছয় "ঘড়ি" পরে ঘটনার সময় দেয়, এই সময় অনেক পরের। হোসেন আলী ৪ কি ছয় "ঘড়ি" তোরাব আলী ৬ "ঘড়ি" এবং ইসলাম প্রায় এক প্রহর বলে; বাবু আর কে, আইচ, জেদ করেন যে হোসেন এবং তোরাব তাহাদের পৌছান সময় কোনও রূপে অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছিল না, কারণ সূর্য্যাস্তের পরে দুই "ঘড়ি" পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল। এবং যদি তাহারা বলে যে তাহারা বেলু সাহেবের হাট হইতে (ইশ্মাইল আগীর্দ্দীরের বাড়ী হইতে ৩। ৪ ঘড়ির পথ) বৃষ্টি থামার পূর্ব্বে রওনা হইয়াছিল তাহা হইলে কেহই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিত না।

এখন ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে এ দেশের লোক সময় সম্পর্কে তত ঠিক নয়, এমন কি শিক্ষিত লোকেও রাত্রে ৮ এবং ৯ টার সময়ের মধ্যে ভুল করিয়া থাকে।

কিন্তু গভরমেণ্টের উকীল বাবু তারকচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক অনেক অধিক সম্ভবপর কারণ দেখান হইয়াছে। ইহা একটি বিশ্বাস যোগ্য অনুমান মাত্র; কারণ আহম্মদুল্যা হইতে পৃথক হওয়ার পর এবং হোসেন ও জোরাবের "মাগো" চীৎকার শুনার পূর্ব্বে ইস্মাইলের প্রতি যাহা ঘটিয়া ছিল অভিযুক্ত ব্যতিত এক ব্যক্তি মাত্র তাহা বলিতে পারে, এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

বাবু তারক চন্দ্র গুহ পূর্ব্ব কথিত সিবিল মেডিক্যাল আফিসারের সাক্ষ্যের উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদীর উকীলের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। স্মরণ করা উচিত যে "মাথার উপরে এবং দক্ষিণ দিগে, কপালের দক্ষিণাস্থি এবং দক্ষিণ গণ্ড সাধারণতঃ চূর্ণ হইয়াছিল" এবং "মাথা কাটিয়া" ডাক্তার মাথার উপরে নহে, কপালে, উপর গণ্ডে, চোয়ালে এবং আরম্ভ চামড়ার নিকটেই গলার সম্মুখ দিগে পার্শ্বে কতগুলি আলগা রক্ত পাইয়াছিলেন; এবং ডাক্তার বলেন যে সম্ভব এই যে মৃত ব্যক্তি কোন ভোতা অস্ত্র দ্বারা মাথায় আঘাত পাইয়াছিল অথবা তাহাকে কোন কঠিন জিনিষের উপর ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল (পিছনে মেরুদণ্ডের বাম দিগে কঠিন ঘর্ষণের দাগ ছিল) এবং তাহার গলাও দাবাইয়া বা টিপিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি ছোট ২ দাগ আছে। ডাক্তার বলেনও নাই অথবা দেখাইতেও চেষ্টা করেন নাই যে মাথার এই আঘাত অব্যবহিত মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। সাক্ষীরা বলে নাই যে তাহারা ইস্মাইলকে রাস্তায় অকস্মাৎ ধরিতে বা মাথায় আঘাত পাইতে দেখিয়াছে, তাহারা কেবল বলে যে তাহাকে লইয়া যাইতে তাহারা দেখিয়াছে।

বাবু তারকচন্দ্র গুহ অনুমানিক বলেন যে হয়ত ইস্মাইল কোন স্থানে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়াছিল এবং মাথায় আঘাত পাইয়াছিল। তাহার পড়িয়া যাওয়ার পর সে হয়ত মুর্চ্ছিত হইয়াছিল এবং আসামীগণ অন্ধকারে তাহাকে মারিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছিল, তাহার পর সরকারী উকিল অনুমান করেন লাশ কি করিবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ হইতে পারে, হয়ত এই মিমাংশা হইতে পারে যে—মৃত ব্যক্তির নিজের পুকুরেই তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া এবং সম্ভবত যেরূপ পরে করাও হইয়াছিল, হত্যা নয় অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করা। এ সব করিতে সময়ের আবশ্যক। তারক বাবু অনুমান করেন যে যখন তাহারা এই মৃত বলিয়া অনুমানিত ব্যক্তিকে লইয়া যাইতেছিল তখন সে হয়ত চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মাগো বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ইহাই হোসেন ও তোরাবের চিত্ত আকর্ষণ করে। তখন যে সকল লোক তাহাকে লইয়া যাইতেছিল তাহারা তাহাকে দরজার অন্ধকার ভাগে নিয়া ফেলে। এবং সেই থানে হেড কনষ্টেবল হাটুর দাগ ও পায়ের দাগ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহাকে মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া গলা টিপিয়া তাহার জীবন বাহির করিয়া ফেলে। ইহার পরই যখন তাহারা তাহার লাশকে পুকুরে ফেলার জন্য লইয়া যাইতেছিল তখন ইসমাইল পথ দিয়া আসে এবং তাহাদিগকে বাধা দেয়।

অনুমানটী খুব সত্য বলিয়া অনুমান হয় এবং তাহাকে পুকুরে ফেলার পূর্ব্বে ভর্দহীরি যথা সর্ব্বস্ব লুন্ঠীত হইয়াছিল ইহাতে তাহার সমর্থনও করে। তিনজন সাক্ষী—হোসেন তোরাব এবং ইশমাইলের—দেখার পূর্ব্বেই ইহা ঘটিয়াছিল।

ইহা হইতে এই দেখা যাইবে যে এই ঘটনা—সময়ের যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় যাহা প্রথমে সাক্ষীদের উপর অবিশ্বাস করিতে উদ্যত করে একটু সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহাই তাহাদের সত্যতার খুব মজবুত সাক্ষী হইয়া পড়ে। কারণ যদি ইহা একটা গড়ান ষড়যন্ত্রই হইত তাহা হইলে সাক্ষী নিশ্চয়ই আরও ২৩ ঘড়ি আগে ঘটিয়াছিল বলিয়া বলিত।

আসামীর স্বাপক্ষে আরও ২।১টী সামান্য কারণ দর্শান হইয়াছে—তাহা সাক্ষ্যের আনুমানিক অসত্যতা সম্বন্ধে—কিন্তু এসেসরেরা তাহা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং আমিও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি না—রায় ইতিমধ্যেই খুব বেশী লম্বা হইয়াগিয়াছে।

বলা হইয়াছে যে বাদীর সাক্ষীরা সোমবার দিনই দারগার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু বাঙ্গালী চাষারা খুন মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে তত ব্যস্ত নয়—আবার সাক্ষীরা যদি মিথ্যা সাক্ষীই হইত তাহা হইলে তাহারা বলিত যে, সোমবারই তাহারা সাক্ষী দিয়াছে, একটা দিন মঙ্গলবার প্রাতে ১০টার সময় ঠিক করিয়া বলিত না—তখন পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তথায় গিয়াছিলেন (কোন সন্দেহ নাই যে ১০টা কি ১০-৩০ বলিয়া রেইলী সাহেব যে সাক্ষ্য দেন তাহা মিথ্যা—তিনি সেখানে অধিকক্ষণ ছিলেন তাহা দেখানের জন্য এবং বাদীর পক্ষের সাক্ষীদের প্রতি অবিশ্বাস আনার জন্য এরূপ করা হইয়াছে—ওসমানালীর নিজের ডায়রী ("এল" ১০ চিহ্নিত) এবং হোসেন আলীর সাক্ষ্য দেখ)।

প্রতিবাদী পক্ষ হইতে ইসলাম এবং রজব আলী যে ঘটনার

দিন চর পাগলা ছিল তাহা দেখানের জন্য তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দী করা হইয়াছে। ইহার একজন সাক্ষী প্রথম জবানবন্দীতেই আউলাইয়া যায় এবং প্রতিবাদীর উকিল তাহাকে আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অস্বীকার করেন অপর দুইটী স্পষ্টতই দেখা যায় মিথ্যা সাক্ষী—তাহাদের সাক্ষ্য পড়িলেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে, শেষ ব্যক্তি (চান্দ মিঞা) প্রথম হইতেই সাক্ষী ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না তাহাকে শেষ সময়ে অপর কাহারও পরিবর্ত্তে আনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমি ইহা দেখানই যথেষ্ট বিবেচনা করি যে যদিও সাক্ষীদিগকে কয়েক মাস পূর্ব্বে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ডাকা হইয়াছিল, যদিও প্রতিবাদের মোকদ্দমা সাজানের যথেষ্ট সময় ছিল তথাপি ১২ই জানুয়ারী তারিখে যখন তাহার জবানবন্দী হয় তখন ইশমাইলের জেরার সময় এ প্রশ্ন করা হয় নাই, এবং ইহা কেবল ১৪ই তারিখে, কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়া গেলে পর, প্রতিবাদ পক্ষের উকীল এ সম্বন্ধে তাহাকে আবার জেরা করার জন্য অনুমতি লইয়াছিলেন। ইহার মিমাংশা (বাবু আর, কে, আইচের উকিল সমাজের মধ্যে যে সম্মান তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে) অতি সহজ, ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইশমাইল যে চর পাগলায় ছিল তাহা মনেও উঠে নাই—ইহা অসময়ে মনে উঠিয়াছিল। কোন সন্দেহ নাই যে এই সাক্ষীদিগকে প্রথমে, বাদীর সাক্ষী নয় কিন্তু, অ সামী অন্যত্রে ছিল দেখানের জনাই ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু যখন খেয়াদারের সাক্ষ্যতে দেখা গেল যে সাদক আলী এবং আশলাম চর পাগলা যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল তখন সমস্ত কথা নষ্ট হইয়া

যাইবে মনে করিয়া অসময়ে ইহার পরিবর্ত্তন করা হয় (ঠিক খেয়াদারের সাক্ষের পরে) এবং সাক্ষীরা অন্যত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়।

ইহাও বলা হইয়াছে যে ৪র্থ সাক্ষীর নাম ইশলাম ইশমাইল নয়, এবং ৯ই তারিখে ইদ্রিছ ইহা বেইলী সাহেবের নিকট— ইশমাইলের নাম করিয়াছে, এবং ইহা অনুমান করা হইয়াছে যে ইশলামকে পরে পরিবর্ত্তীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং ইশমাইল, প্রথম যাহার নাম করা হইয়াছে সে মৃত ব্যক্তির এক জন নিকট প্রতিবাসী।

ইদ্রিছ বলে এই প্রতিবাসী তাহার পিতার একজন শত্রু এবং তাহার কথা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোন চেষ্টাও করা হয় নাই। ইদ্রিছ যে দিন বেলী সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিল সেই দিনই যে লিষ্ট দেয় তাহাতে ইশলামের নাম আছে, এবং ১২ই সেপ্টেম্বর বেইলী সাহেবের নিকট যে ৪নং সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে এ ব্যক্তি যে সে নয় তাহা বলা হয় নাই। ইদ্রিছ এখনও তাহাকে ইশমাইল বলে এবং সেও তার নিজের নাম ইশমাইল বলিয়া বলে যদিও অনেক সাক্ষীই তাহাকে ইশলাম বলিয়া ডাকে। সত্য বোধ হয় এই যে ইশমাইল এবং ইশলাম একটী অন্যটীর পরিবর্ত্তক স্বরূপ ব্যবহার ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান মোকদ্দমায়ও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নক্সার (৫নং চিহ্নিত) যে কাগজে আশামীকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, এবং সোপর্দ্দকারী মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছিল তাহাতে অন্যান্য অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তি নিজেই ইশমাইল নয় কিন্তু ইশলাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। (দোষী সাব্যস্ত সম্বন্ধে, ফৌজদারী কার্য্য

বিধির ২২৫ ধারা ও তাহাতে (ডি) দৃষ্টান্ত দেখ, আশামীকে যে ভুলে ফেলান হইয়াছে সেরূপ কোন অনুমান নাই)।

তাহার পর ইহা বলা হইয়াছে যে 'বি' ৪নং চিহ্নিত দলিলে ৩য় সাক্ষী হাসন আলী (এ) বলিয়া কথিত হইয়াছে পক্ষান্তরে তাহার নাম হোসেন আলী (ও) কিন্তু হাজিরা বা উপস্থিতি লিষ্টে ("বি" ৭ চিহ্নিত) যাহা দুদিন পরে দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে (১২ই সেপ্টেম্বর) হাসনালী দেখা যায়; এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে হোসন আলী (২নং সাক্ষী) এই দিন রেলী সাহেব কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষেই কোন সাক্ষী যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বা শিক্ষিত হইয়াছে একপ অনুমান করার কোন ফাক নাই। এই উপায় হীন বালকটীর পক্ষ হইয়া সর্ব্ব শক্তিমান ওশমান আলীর এবং তাহার চেলাদের (রেইলী সাহেবকে অবশ্য এই দলের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে) বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য অগ্রছর হওয়ার কি ভাব থাকিতে পারে। বাদীর সাক্ষীগণ বাস্তবিকই আপনাদিগকে খুব বিপদাপন্নই করিতেছিল এবং এই ঘটনায় আমি অনুভব করি, যদিও আমি এক জন দেশীয় লোকের খয়রখা আমি অনেক সময় ইলিজার (জিন্ত বিবি) অনুকরণ করিতে প্রণোদিত হইয়াছি, যে এ দেশের জন্য এখনও আশা আছে। এই সকল সাক্ষীদের কেহই—চাক্ষস সাক্ষীগণও তাহারা যাহাদিগকে তাহার ঠিক পরেই ঘটনার কথা বলিয়াছিল তাহারা, খেয়াদার, যে সকল লোক আসামীকে রাস্তায় ঘুরিতে দেখিয়াছিল তাহারা অথবা পরবর্ত্তী সাক্ষীগণ কেহই ইদ্রিছের সহিত বা তাহার পিতার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না (ইহাদের কয়েক জন ইদ্রিছকে পূর্ব্বে কখন দেখেও

নাই) এবং কাহারও সহিত আসামীদের কোন ঝগড়া নাই।
তাহাদের কেহর পুলিশের বিরুদ্ধে দ্বেষও নাই

এই সকল বিষয়ে জেরা হয় নাই—ইহাতেই অনুমান হয় যে হোসেন, ইশমাইল (ইশলাম), যাহারা বলে যে তাহারা চাষী, অন্ততপক্ষে স্বশ্রেণীর মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোক, এবং তোরাব আলী বাস্তবিক পক্ষেই; সে যেমন বলে একজন হাওলাদার, একটী মধ্যস্বিৎষোতের মালিক, সাধারণ কৃষকদের একটু উপরে

খেয়াদারের অবস্থা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রজব আলী অথবা আবদুল আজিজকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই নাই এবং যদিও আতর আলী মরিয়া গিয়াছে এবং মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সে কখন পরীক্ষিত হয় নাই তথাপি সন্দেহ নাই যে যখন তাহার নাম করা হইয়াছিল তখন সে জীবিত ছিল, এবং প্রকৃত পক্ষেই এক আতর আলী পুলিশ আফিসে জবানবন্দি দিয়াছিল এবং ডিষ্ট্রীক্টমাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করার [illegible] দিয়া ছিল। সাক্ষী ইশলাম সম্বন্ধে ইহা নিশ্চয় [illegible] যাইতে পারে যে সেই সময় তাহার একটি মো[illegible] ছিল, যাহাতে করিম বক্‌স প্রতিবাদীর সাক্ষী [illegible] মোকদ্দমা তাহার পরই আপোষ মিমাংশা হইয়া যা[illegible] সেই রাত্রিতে তাহার করিম বক্‌সের বাড়ি যাওয়া সম্ভব।

মূল ঘটনার সত্যতার সম্বন্ধে আর সন্দেহ হইতে পারে না। এই দোষ এখন ব্যক্তিগত ভাবে কোন আশামীর উপর কিরূপ ভাবে পড়ে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

তিন জন প্রত্যক্ষকারীর (হোসেন তোরাব এবং ইসলামকে অনুচিত মত বলা যায় না) সকলেই অভিযুক্তদের মধ্যে সাদক আলী এবং আসলাম নামক দুই জনকে সেনাক্ত করে;

যে দুইজন সাক্ষী বেলু সাহেবের হাট হইতে আসিতেছিল তাহারা আনওয়ার আলীকে সেনাক্ত করে; ইয়াকুব আলী কেবল মাত্র ইসমাইল সাক্ষী কর্তৃক সেনাক্ত হইয়াছে।

ইসলাম ঠিক পরেই সাক্ষী আবদুল আজিজের (৭নং) নিকট সাদক আলী, আসলাম, এবং ইয়াকুব আলীর নাম বলিয়াছিল। তথাপি ইহা তাহার ইয়াকুব আলী সম্পর্কে ভুল হওয়ার সম্ভবতা দূর করে না। সে আরও বলে যে সেখানে একজন চতুর্থ ব্যক্তিও ছিল, সে হয়ত আবদুল হাকিম। এক পক্ষে এই কথা ইসলামের ইয়াকুব আলীর সেনাক্ত সমর্থন করে; কারণ যাহাদের পক্ষে সে নিজকে নিশ্চিত মনে করে নাই তাহাদের নাম সে করে নাই—পক্ষান্তরে ইহাও দেখায় যে সে চারি জনের সকলকেই সন্তোষ জনক রূপে চিনেতে পারে নাই।

রজব আলী চারি জনকেই রাস্তায় ঘুরিতে দেখিয়াছিল। ইহা হত্যার উত্তেজনার প্রমাণ হইতে পারে—কিন্তু ইহা এরূপ দেখায় না যে ইয়াকুব আলী হত্যায় লিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার উকীল অত্যন্ত তীব্র লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাই মাত্র তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

মোটের উপর অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি যে ইয়াকুব আলীর এই হত্যায় লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে এরূপ যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে যাহাতে আমি এসেসরদের সহিত এক মত হইতে পারি; হত্যা ব্যতীত আর কিছু হইলে আমি তাহাকে সাজা দিতাম। আমি ইহাও দেখাইতে পারি যে "ক্রাউন" যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ (সম্ভবতঃ অন্যান্য ব্যক্তিরও বিরুদ্ধে যাহারা এক্ষণে

আমার সম্মুখে উপস্থিত নাই) তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা হইলে তাহাকে হত্যায় উত্তেজনার জন্য নূতন বিচারাধীনে আনার পক্ষে বর্ত্তমান অভিযোগে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া কোনও রূপ প্রতিবন্ধক হইবে না।

অভিযুক্ত অপর তিন ব্যক্তির সেনাক্ত সম্পর্কে কোনও সন্দেহ আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। বেলু সাহেবের হাট হইতে যে সাক্ষীরা আসিতেছিল তাহারা তাহাদের অত্যন্ত নিকটে গিয়াছিল, এবং দুইজন অভিযুক্ত সম্পর্কে তাহারা ইসলাম কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রজব আলীর সাক্ষ্য তিন ব্যক্তির প্রকৃত হত্যায় লিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে না তথাপি ইহা তিন ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে সমর্থন করে।

চন্দ্র ছিল না এই বিবেচনা করিলে রাত্রি অন্ধকার ছিল, কিন্তু ইহা আশাতীত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে তারকার জোৎস্না ছিল ও বিদ্যুৎ চমকাইতে ছিল। সাদিক আলীর বিরুদ্ধে তাহার স্বর আর একটি প্রমাণ, কারণ সে সাক্ষী ইসমাইলের সহিত কথা বলিয়াছিল। হোসেন ও তোরাবের এই তিন ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই ছিল না কারণ তাহারা ঠিক পরেই আতর আলীর নিকট এই তিন ব্যক্তির নাম করিয়াছিল।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে ৪নং ইয়াকুব আলী ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই হত্যার অভিযোগ ন্যায় সঙ্গত সন্দেহ ব্যতিরেকে প্রমাণিত হইয়াছে।

শাস্তির প্রশ্ন সম্পর্কে, অপরাধ একটি প্রতিকারের সম্ভাবনা শূন্য নিষ্ঠুর অনুত্তেজিত অবস্থায় হত্যাকাণ্ড। একজন বৃদ্ধ

লোক কয়েক জন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদের ইচ্ছা অনুসারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকল অভিযুক্তের প্রতি আমি মূল দণ্ড বিধান করা দরকারী ও উপযুক্ত মনে করি না। যে উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তাব করি তাহার পক্ষে আমি ইহাই যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচনা করি যে আমি বিশ্বাস করি যে ইহা এ দেশীয় লোকের অনুমোদিত হইবে। আমার মতে এক জন জজ যদি অপ্রয়োজনীয় রুঢ়তা (অথবা যে রুঢ়তা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়) দ্বারা জুরী অথবা আসেসর দিগকে দণ্ড প্রদান করিতে অথবা সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্য দিতে বাধা প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি ন্যায় বিচারের অতি কমই সাহায্য করিয়া থাকেন। ন্যায় বিচার বিশেষতঃ ফৌজদারীর ন্যায় বিচার কোনও কর্ম্মচারীর অথবা ব্যবসায়ীর রক্ষিত নয় ইহা সর্ব্বসাধারণের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা নিরুপায়। লোকদিগের সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ইজেকিল সাহেব এই মোকদ্দমায় কিছুই করিতে পারিতেননা এবং এই রায় লিখায় আমার মত এই ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে যে আসেসরেরা উভয়েই আমার পক্ষ।

অপরাধী বিশেষতঃ হত্যাকারীদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক না হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যদি কেবল সেই উদ্দেশ্যের জন্য হয় তাহা হইলে কঠিন শাস্তির অপেক্ষা লঘুতর শাস্তিই অগ্রনীয়। লোকে বলিবে যে বড়ই পরিতাপের বিষয় জজ তিন ব্যক্তিকেই ফাঁসী দিলেন না; ইহাই আমি লোকদিগকে বলাইতে ইচ্ছা করি।

এই ব্যক্তির মধ্যে মূল ব্যক্তি যে কে সে বিষয়ে কোন

সন্দেহই থাকিতে পারে না। সাদক আলী কেবল বয়সে জ্যেষ্ঠ নহে কিন্তু সে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতি ও বলিষ্ঠ—তাহার অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতি দর্শন হত্যাকারী আমি কমই দেখিয়াছি। সাদক আলীর ন্যায় অপর কোনও অভিযুক্তের সহিত মৃত ব্যক্তির এত অধিক শত্রুতা ছিল না। ইহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে সে হত্যার ঠিক পূর্ব্ব দিবসে ভয় দেখাইয়াছিল সে মৃত ব্যক্তির জন্য "কছু করিবে"। সেই যে সম্ভবতঃ হত্যার মূল পরিচালক হইবে কেবল ইহাই তাহার পূর্ব্বাভাষ নয়—প্রমাণে সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছে যে বাস্তবিকই সে ইহা করিয়াছিল। সেই সাক্ষী ইসলামকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই জমাদারের মাঝাকে জাগাইয়াছিল এবং তাহাকেই ঘটনার পরদিন প্রাতে মোক্তারের বাসার পথে দেখা গিয়াছিল।

আসলাম ও আনওয়ার আলী যে এই হত্যায় লিপ্ত ছিল তৎবিষয়ে আমি এই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক যে তাহারা সাহায্যকারী ছিল এবং তাহাদের অপরাধ অত গাঢ়ত্ব বিশিষ্ট নয়। আইনে যে কেবল একটিমাত্র অন্তর শাস্তি আছে তাহাও মোটের উপর অত্যন্ত কঠিন।

আমি এক্ষণে এই মোকদ্দমায় পৌলিশের, এই জেলার প্রধান সিভিল আফিসারের ও কেবল গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারের কথা বলিতেছি। যে সকল বিষয়ের প্রতি আমি এক্ষণে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর হইতেছি তাহা সমাজের নিকট এই মোকদ্দমায় আমার সম্মুখের মুখ্য ইসু—অভিযুক্ত চারিব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষী—অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট। ইসমাইল জাগীর্দ্দারের হত্যাকারীদের শাস্তি ইসমাইল জা[illegible]

দারকে জীবিত করিবে না; কিন্তু এই মোকদ্দমার ফলে যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার ভয় হয় যে রাজার আরও অনেক প্রজা সম্ভবতঃ হত হইবে। কতকগুলি ঘটনার প্রতি আমি হাইকোর্টের এবং জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রতি তাঁহারা অমনো-যোগ প্রদর্শন করিবেন না এরূপ আশা করি; কারণ কোনও একটি খুনের শাস্তি দিতে অপারগ হওয়াটা নিশ্চয়ই একটি খারাপ জিনিষ, কিন্তু তাহা সময় সময় না হইয়া পারে না। যে বিষয়টি আমি এখন উল্লেখ করিতেছি তাহাতে বেশ কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে; এবং আমি ভরসা করি সাধারণ সমাজ দেখিবেন যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। আমি সাধারণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর কোন বিষয় ধারণা করিতে পারি না যে তাহাদের নিজেদের চাকর যাহাদের হাতে জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে, যখন তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, খুনীদিগকে ঢাকিয়া ফেলে, হত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের সতীত্বের উপর দোষা-রোপ করে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি তাহারা পাইবে—খুনী বিচারে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বিচার আদালতে উপস্থিত সাক্ষীগণ অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষিত হইবে অথবা এক জন জজ বিশেষতঃ যখন জীবন সম্বন্ধে লোকের বিচার করিতেছেন তখন কার্য্য নির্ব্বাহকারী ক্ষমতা দ্বারা ভয় প্রদর্শিত হইবে না।

ইন্সপেক্টর তারক বাবু ভিন্ন সমস্ত পুলিশই রেইলী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিগে সকলেই ভয়ানক মিথ্যার অপরাধী বলিয়া আমি বিবেচনা করি। যাহা হউক দেশীয়

পুলিশ কর্ম্মচারীদের অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমি অনাবশ্যক এবং অসঙ্গত বিবেচনা করি—কারণ আইনেই যদি আমি বাধা প্রাপ্ত না হই আমাকে তাহাদের জন্য যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়াছে। যখন ঔষধ নিজের হাতেই আছে তখন একজন জজকে চেল্লা চেল্লী করা সঙ্গত নয়। এবং মহা মাননীয় লর্ড কোক্‌ও বলেন যে একজন প্রসিদ্ধ বড় আইন কর্ত্তার মুখে সদা সর্ব্বদাই কথা ছিল যে "প্রান্তি নিয়ত নালিশকারী জিহ্বা যেন শাস্তি পায় না, কিন্তু যে হাতে তাহার প্রতিকার করে তাহার শাস্তি হউক।

আমি এখন ইন্‌সপেক্টর বাবু ভারতচন্দ্র মজুমদারের কথা বলিব। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে এই সাক্ষীর বর্ণনায় এমন কিছু নাই যে তাহাতে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়া আমার অনুভব হইতে পারে। ইহাও দেখিতে হইবে যে সে এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল—সত্য কথা বলাটা তাহার জন্য সতর্কতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—যে তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য বিশেষ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু যদিও আমি খুব সন্তুষ্টির সহিত বলিতেছি যে সে আমার কোর্টে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পূর্ব্বাপরাধের মাত্রা বাড়ায় নাই, তথাপি আমি তাহার অন্যায় ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য যেন ব্যাক্তি সাধারণ—তাহাদের চাকরদিগকে, কার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতাকে, ইহার জন্য উপযুক্তরূপ লক্ষ্য করার জন্য বাধ্য করিতে পারে।

রেইলী সাহেব বলেন যে তিনি-২৭ শে আগষ্ট তারিখে প্রথম এজেলার রিপোর্টের উপর ভারত বাবুকে অনুসন্ধানের পরিদর্শন জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। এই উল্লিখিত হুকুম ২৫ চিঠ্ঠির উপর। কোনও অপ্রকাশিত কারণ বশতঃ হুকুম হওয়ার ৩ দিন পরে, ও রেইলী সাহেবের স্বয়ং ঐ স্থান পরিদর্শনের ২ দিন পরে, ৩০ শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারত বাবু নোয়াখালী হইতে ৩ কি ৩½ মাইল দূরস্থ ঘটনা স্থলে গমন করেন নাই।

ভারত বাবু বলেন যে তিনি ৩০ শে ও ৩১ আগষ্ট এবং ১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ই সেপ্টেম্বর অনুসন্ধানের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার সুধারামের (নোয়াখালীর) বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন।

ভারত বাবুর কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ বিবরণ বড় পরিষ্কার নয়। তিনি "নিজের" ডাইরী ব্যতীত অপর কোনও ডাইরী রাখিতেন না এবং সেই ডাইরীও উপস্থিত করা হয় নাই। তিনি কখনও সুরতহাল দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে তিনি অনেক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার স্মরণ নাই যে তাহারা কে অথবা তাহারা কি বলিয়াছিল—তিনি ইহার কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি সাক্ষী হোসেন, তোরাব, ইসলামকে চিনেন না—এমন কি এখনও নয়। তাঁহার ছয় দিনের কার্য্যাবলীর মধ্যে ১ দিনের নিশ্চিত বিবরণ এই দেন যে তিনি একদিন হাটের দিনে পেস্কারের হাটে গিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার কথিত ঘটনা স্থলের নিকটেই এবং তথায় তিনি লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

ভারত বাবু যখন নিজে কি করিয়াছিলেন তাহা এত কম বলিতে পারেন তখন সাক্ষীরা কি বলে তাহা দেখা যাউক।

অভিযোগকারী ইদ্রিছ জেরায় বলিয়াছে "ইন্‌স্পেক্টর ভারত বাবু ওছমানআলী দারোগার কতদিন পরে আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইন্‌স্পেক্টরকে ২।৩ দিন অভিযুক্ত আবদুল কাকিগের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে দেখিয়াছি। তিনি গ্রামে কয় দিন ছিলেন আমি বলিতে পারি না।...... ......ইন্‌স্পেক্টর ভারত বাবু একদিন আমাকে আমি কে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং কেহ বলিয়াছিল যে আমি হত ব্যক্তির পুত্র—ইহাই শেষ। ভারত বাবু........................কখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন না। ....ভারত বাবুকে ২।৩ দিনের বেশী আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি আমার মনে হয় না। ....ভারত বাবু কোনও অনুসন্ধান করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইদ্রিছ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ৩ চিহ্নিত দ্বারা (৫ই তারিখে ও ৬ই তারিখে ফাইল করা) আবেদন করিয়াছে যে অনুসন্ধানের সময় পোলিশের ইন্‌স্পেক্টর কখনও কখনও গ্রামে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার যাওয়ার উদ্দেশ্য ও ফল তিনিই ভালরূপ জানেন।

হোসেন আলী ও তোরাব আলীকে ভারত বাবুর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ইশ্মাইল (ইসলাম) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। (জেরায়) বলিতেছে—আমি ভারত বাবুকে চিনি না। আমি দারোগার এই জন্ম দেখা-নের (পোদে বাঁশ ভরার) কথা পোলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপা-

রিস্টেণ্ডেণ্ট কে বলিনাই—কিন্তু একজন মোটা ভদ্রলোক যিনি অভিযুক্তের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতেন তাঁহার নিকট বলিয়াছি (ভারত বাবু মোটা) আমি সেই মোটা বাবুকে ঘটনার কথাও বলিয়াছিলাম। আমি তাহার সহিত সেই বৃহস্পতিবারই (যে দিন ওছমান আলী তাহাকে ভয় দেখাইছে বলিয়া বলিতেছে) কথা বলিয়াছিলাম না পরে বলিয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই—কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে ইস্মাইলের একজন রায়তের, যে পশ্চিমদিকে বাসকরে, দরজায় যে খানে বাবু মৎস্য ধরিতে ছিলেন সেইখানে তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলাম।

আবদুল আজিজ (৭ নং), যে পেস্কারের কাটে হাটের দিনে ওছমান আলীর নিকট সাক্ষী দিয়াছে বলিয়া বলে, বর্ণনা করে যে সে ইন্স্পেক্টর ভারত বাবুকেই চিনে না এবং সে দারেগার সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কনষ্টেবল ব্যতীত অপর কোনও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে উপস্থিত দেখেনাই।

রজব আলীর, সে পেস্কারের হাটে হাটেরদিনে ওছমান আলীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছিল, স্মরণ হয়না যে ইন্স্পেক্টর তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভারত বাবু বলিয়াছেন যে তাঁহার ঐ স্থানে অবস্থান কালের মধ্যে তিনি কখনও ইস্মাইল জাগীরদারের বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তায় যান নাই তথাপি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধের মোকদ্দমা খারাব করার জন্য পুলিশের শেষ রিপোর্টে হোসেন ও তোরাপ যে রাস্তায় যাওয়ার কথা বলে সেই রাস্তায় না গিয়া অনুমাণিক সম্ভবতা কেই তাহাদের এই রাস্তায় যাওয়ার প্রধান কারণ করা হইয়াছে।

যখন আমি ছোট বালক ছিলাম তখন "বাটলারের স্পেলিং বুক" নামক একখানা বহী পড়িতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী বিষয় এই ছিল যে "একই অর্থ বাঞ্জক" ইংলিশ, লাটিন ও গ্রীক শব্দ ছিল। আমার মনে আছে ইহাঁর একটি এইরূপ ছিল;——

ইংলিশ	লাটিন	গ্রীক—
ওভারলুকার...........	সুপারভাইজার	বিশপ

এই মোকদ্দমায় ভারত বাবুর (সুপার ভাইজিং) পরিদর্শন কতদূর হইয়াছিল তাহা আমি দেখিনা; কিন্তু তিনি যে অনেক (ওভারলুকার) দেখেন নাই, আমি বিবেচনা করি সে সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই হইতে পারেনা। আমি বলিতে বাধ্য যে এই স্থানে পোলিশের বল অত্যন্ত খারাব অবস্থাপন্ন এবং আমরা নোয়াখালীতে এরূপ একজন ইনস্পেক্টর চাই যিনি কম (ওভারলুক) না দেখেন এবং অধিক (সুপারভাইজ) পরিদর্শন করেন।

আমি এখন সর্ব্ব প্রধান দোষী পুলিশ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেইলী সাহেবের বিষয়ে বলিব রেইলী সাহেব একজন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা যদিও তাহাতে তাহার বিচার আমি নিজে করিতে অপারগ নই তথাপি সে দোষী সাব্যস্ত হইলেও আমি তাহার উপর ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪৪৯ ধারানুসারে এক বৎসরের বেশী কারা দণ্ডের শাস্তি দিতে পারি না। রেইলী সাহেবের অপরাধের এইরূপ শাস্তি আমি খুব কম বলিয়া বিবেচনা করি; এই জন্যই এবং যে হেতু এই মোকদ্দমা দেশের সর্ব্ব প্রধান বিচারাদালত দ্বারা বিচার হয় ইহা আমি অনেক কারণে ইচ্ছা করি, আমি সোপর্দ্দ করার

পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যাদি সমাপন করিয়া রেইলী সাহেবকে হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করিতে ইচ্ছা করি, যদিও আমি বিবেচনা করি যে তাহাকে বিচারার্থ হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিচারের সময় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ কারী অফিশারদের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিব।

প্রথমতঃ আমি "একস্" ২২ চিহ্নিতের প্রতি, ইহা এক এক খানি চিটি যাহা ৩১শা জানুয়ারীর শেষ বেলা কারগিল সাহেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম ইহা আমি যখন রায় লিখিতেছিলাম তখন প্রাপ্ত হই এবং ইহার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম (একস্ ২৩ চিহ্নিত তাহার একখানি নকল) তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। কারগিল সাহেবের এই চিটী অবশ্য গোপনীয় হইতে পারে, এবং তিনিও ইহা প্রকাশিত হইবে এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন না— কিন্তু আমি ইহাকে দুর্ভাগ্য না বলিয়া পারি না যে তিনি আমার নিকট এই চিটী লিখার পূর্ব্বে আমার রায় লেখা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন না— কারণ আমার নিকট এরূপ বোধ হয় যে এই রায়ে আমি তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু করিতে চেষ্টা না করি এই অভিপ্রায়েই ব্যক্তিগত গণ্ডগোল বাধানের চেষ্টায় এরূপ করিয়াছিলেন। যখন সে চিটী লিখিয়াছে তখন আমি ইহা বলা পরামর্শ জনক বিবেচনা করি যে এই মোকদ্দমায় সংশ্রব ভিন্ন কারগিল সাহেবের সহিত আমার কোন প্রকারেরই মন মালিন্য নাই— ছাপরা মোকদ্দমার যে সকল ফৌজদারী কর্ম্মচারীদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমি আমার কর্ত্তব্য

বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম তাহাদের বিরুদ্ধে আমার যেরূপ মন মালিন্য ছিল তাহাপেক্ষা বেশী কিছুই নাই।

মোকদ্দমা ৭ই জানুয়ারী আরম্ভ হয়। বাদীর পক্ষ হইতে সাক্ষীদের নামে কয়েকখানা সমন বাহির করার প্রার্থনা করিয়া সরকারী উকীল এই মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। ইহাতে আমি নিম্ন লিখিত হুকুম লিখিয়াছিলাম;——

"বোধ হয় যে কোন প্রকার অসাবধানতার জন্য সাক্ষী দিগকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আইনের নিয়মানুসারে কোন জামিন লওয়া হয় নাই। সরকারী উকিল বলেন যে কোর্ট সবইন্সপেক্টর বলে যে তাহাকে জামিন লইতে বলা হয় নাই বলিয়াই সে জামিন লয় নাই। সে একজন পুরাতন আমলা, এই কার্য্যের জন্য যদি হুকুম লওয়া প্রয়োজন হইত তাহা হইলে তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করা তাহার উচিত ছিল। এই হুকুম নামার একখণ্ড নকল জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই অনুরোধ করিয়া পাঠান হউক যে তিনি যেন জামিন্ নিতে এই অবহেলার প্রতি মনোযোগ দেন। ইহা এই জন্য আরও দরকারী যে আমি পুলিশের উর্দ্ধতন কয়জন কর্ম্মচারীর আচার ব্যবহার তাঁহার নয়নপথে আনয়ন করিব, তাহাই এই স্থলে প্রয়োজনীয় ইস্যু বলিয়া বোধ হয়"।

বোধ হয় এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই কোর্ট-সবইন্সপেক্টরই নক্সা প্রস্তুতকারী কোর্ট-হেড্‌কনষ্টবল মহিমচন্দ্র মজুমদারের ঠিক উপরের কর্ম্মচারী। ইহা আমার নিকট কতক স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে পুলিশ এই মনস্থ করিয়া ছিল যে সাক্ষীরা যদি ন্যায় বিচারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রণো–

দিত হইয়া আদালতে উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাহা- দিগকে বাধ্য করার জন্য কোন প্রকার আইনের বল প্রয়োগ করা হইবে না।

আমার ৭ই জানুয়ারীর হুকুম পরদিন কার্গিল সাহেবের নিকট পেশ করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি এই জামিন নেওয়ার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করার জন্য কোন মনোযোগ দিয়া- ছিলেন কিনা তাহা আমাকে জানান নাই। কোর্ট সবইন্স- পেক্টরের বিরুদ্ধে তিনি যে কাযই করুন না কেন তাঁহাকে তাহা পুলিশের ডিষ্ট্রীক্টসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যোগে করা আবশ্যক কিন্তু পাঁচদিন পরে ১৩ই তারিখে যখন রেইলী সাহেবের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে জামিন লওয়ার অবহেলার প্রতি যে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। সুতরাং এইরূপ মিমাংশায় আসা সহজ বলিয়া বোধ হয় যে কার্গিল সাহেব আমার ৭ই তারিখের হুকু- মের প্রতি মনোযোগ দেন নাই অথবা দিতেও ইচ্ছা করেন না।

কার্গিল সাহেবের ("এক্স" ২২ চিহ্নিত) চিঠি এবং রেলি সাহেবের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ৯ই জানুয়ারী বুধবার দিবস পুলিশের ডিপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল বিগনেল সাহেব নোয়াখালীতে পুলিশ আফিসের বার্ষিক পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন, এবং দেখা যায় যে কার্গিল সাহেব সেই দিন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। রেলি সাহেবের সাক্ষ্য হইতে আরও দেখা যায় (আমাকে ফেনিতে তাঁহার নিকট আরজেণ্ট টেলিগ্রাফ্ দিতে হইয়াছিল) ১৫ই তারিখে রেলী সাহেব বিগনেল সাহেবের জেলা পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার সহিত ফেনি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

কার্গিল সাহেবের নোয়াখালীর পুলিষ আফিস যে নিতান্ত খারাব অবস্থায় পড়িয়াছে তাহা যে তিনি জানেন না ইহা বলা সম্পূর্ণ বৃথা। "Nescin quod omens sinut" এই কৌশলটী এক্জিকিউটিভদের একটী বহুদিনের স্থায়ী কৌশল— কিন্তু কার্গিল সাহেব তাঁহার কালোনিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিলেও তাঁহার ফিরিয়া আসার পর এ বিষয়ে তাঁহাকে অধিকতর জ্ঞাত করাণের জন্য ইজেকিল সাহেবের যথেষ্ট সময় ছিল। এবং আমি ইহা না বলিয়া পারি না যে ঠিক ঐ সময়েই কার্গিল সাহেবের নোয়াখালী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার খুব গূঢ় একটী অভিসন্ধি ছিল—এই উদ্দেশ্য যে কেবল স্থানীয় পুলিষের অবস্থাদি সম্বন্ধে লিগনেল সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা বলা হইতেই বিরত থাকা ছিল তাহা নহে বরং এই অভিসন্ধি একটা মোকদ্দমার—যে মোকদ্দমার সম্বন্ধে আমি আফিসের জরিয়ায় পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের ব্যবহারাদী সন্দেহ জনক বলিয়া জানাইয়াছিলাম—বিচারের সময় সদর থানা পুলিশের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধিনে ফেলিয়া যাইতে তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল

এবং যদিও এই ঘটনাবলির কোনও কোনও ঘটনা কার্গিল সাহেবের অত্যন্ত মিতব্যয়ীতার জন্য হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে তথাপি কিছুতেই সমস্ত ঘটনার মিমাংশা হয় না। কার্গিল সাহেবের কোর্ট সবইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে কিছু করিতে অথবা ওছমান আলীকে সদর থানা হইতে সরাইয়া দিতে কিছুই খরচ পড়িত না; এই সদর থানা এখনও ওছমান আলির হাতে আছে এবং সে সেইখানে থাকিয়াই এই সদর থানার বলে বিচারের সময় ন্যায় বিচারে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে—

রেলি সাহেবকে মোকদ্দমার বিচারের সময় ঠিক পথে রাখিতে তাঁহাকে কয়েকটা কথা ভিন্ন আর কিছুই খরচ করিতে হইত না

এই বিষয়ের আসল কথা এই যে এই মোকদ্দমা নষ্ট হইয়া গেলে কার্গিল সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইতেন। একটী কথা যাহা সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যাহা আমি জানি এবং নোয়াখালীর সমস্ত লোকেই জানে, এই যে ওছমান আলী রেলী সাহেবের যতটুকু অন্ততঃপক্ষে কার্গিল সাহেবেরও ঠিক ততটুকু "প্রিয় পাত্র," এবং আরও কথা এই যে রেলী সাহেবের অনুগ্রহ অপেক্ষা কার্গিল সাহেবের অনুগ্রহ বশতঃই ওছমান আলী তাহার বর্ত্তমান পদ পাইয়াছে—জেলার "মুকুট শূন্য রাজা" হইয়াছে—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কার্গিল সাহেব ফার্লো না নিলে এবং ইজেকিল সাহেব তাহার স্থানে কাজ করিতে না আসিলে এই পদমর্য্যাদা সে চিরকালই রাখিতে পারিত, এবং আমি বলিতে পারি, যদি কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহাহইলে পুলিশ যে কেন এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিলম্ব করাইতে এত উৎসুক, ইহাই, তাহার ব্যাখ্যা করিবে-তাহারা যদি এই মোকদ্দমাটী ইজেকিল সাহেব সরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এ দিক ওদিক করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে ইহার সমূলে বিনাশ নিশ্চিত ছিল। আমি দেখাইতে ইচ্ছা করি না যে কার্গিল সাহেব ইচ্ছা করিয়াই এ মোকদ্দমা বিনাশ করিতেন। কিন্তু মানুষ, যাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না তাহা বিশ্বাস না করিতেই উৎসুক হয়, এবং কার্গিল সাহেব এই মোকদ্দমা যে সত্য তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না। তিনি নিজেই আমাকে—আমি এ মোকদ্দমা বিচার করিতে আরম্ভ করার পূর্ব্ব রাত্রে বলিয়া—

ছিলেন যে এ মোকদ্দমা যদি টিকে তাহা হইলে তিনি বিস্ময়ান্বিত হইবেন।

আমি এই কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইয়াছি, যেহেতু আমার বিশ্বাস এই যে যদি কার্গিল সাহেব এ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ এখানে থাকেন তাহা হইলে দেশের শান্তি রক্ষা করার কাঠিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইজিকেল সাহেবের সময়ে যে তিনটী দায়রার মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়াছে এবং যাহা পুলিশ 'সি'' ফরম দিয়া প্রেরণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এইটীই প্রথম; এবং ইজিকেল সাহেব, যিনি সেদিন এখানে সাক্ষীরূপ উপস্থিত ছিলেন, আমাকে বলিয়াছিলেন যে অন্যান্য মোকদ্দমা গুলির মধ্যে আপাততঃ পক্ষে একটীও এইরূপ বিস্ময়াত্মক হইয়া পড়িবে— আমি এসকল মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু যে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট নিজেই ইহার একটা মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাঁহার মত কতক সম্মান পাইবার যোগ্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি; যেমন মোকদ্দমা ভিন্ন অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে এ জেলার যে অবস্থা তাহা সরকারী উকীল রেইলী সাহেবকে যে জেরা করিয়াছিলেন তাহাতেই যথেষ্ট প্রকাশ পাইবে।

কার্গিল সাহেব এই সকল মোকদ্দমায় কেবল নামমাত্রেবাদী ইহা যখন আমি দেখাইয়া দিব তখন এবিষয়টী যে কতদূর হাস্যাস্পদ তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। রাজাই বলিতেছেন যে ওছমান আলী এমোকদ্দমা নষ্ট করিয়াছে রাজাই সত্য সাক্ষী না বলিয়া রেইলী সাহেবকে ডাকিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (এবং যথার্থ তাহাই - আমার

প্রথমতঃ তাহাদের কর্ম্মচারীর উপর খুব উচ্চ অভিমত ছিল, আমি বুঝিয়াছিলাম তিনি হয়ত অনুপযুক্ত হইতে পারেন—তিনি হয়ত অসতর্ক হইতে পারেন কিন্তু তিনি অবশেষে সত্য কথা বলিবেন, প্রতিবাদ পক্ষ কর্ত্তৃক ডাকার জন্ত আমার তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে সরকার বাহাদুর ঠিক ছিলেন, আমারই ভুল হইয়াছিল।) কার্গীল সাহেব এবং ছোটলাট বাহাদুরের—নিয়মানুসারে আসামীরা শাস্তি পাউক, ওছমান আলী কার্য্যচ্যুত হউক, প্রতিবাদী পক্ষে রেইলী সাহেব যে সাক্ষী দিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হউক, প্রভৃতির জন্ত ব্যগ্র হওয়া উচিত। কিন্তু তথাপিও আমি যে থানার অধীনে বাস করিতেছি তাহা এখনও ওছমান আলীর হাতে। রেইলী সাহেব এখনও জেলার কর্ত্তা; এবং যখনই আমি তাঁহাকে, যে সাক্ষীকে রাজা মিথ্যা বলিয়া বলেন, এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করার ইচ্ছা দেখাই তখনই ছোটলাট আমাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করেন!

চাক্ষুস সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই—যে দিন কার্গিল সাহেব সদর মোকাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ঠিক সেই দিন ইসলাম অথবা ইসমাইল (সম্ভবতঃ কোন২ বিষয়ে এই সকল সাক্ষীদের মধ্যে প্রধান এবং নিশ্চয়ই সে এমন এক জন যে তাহা দ্বারা ওছমান আলী এণ্ড কোং অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল) ওছমান আলীর আপন লোক দ্বারা মিথ্যা

অপরাধ দেখাইয়া আমার কোর্ট হইতে ঝাপটা মারিয়া ওসমান আলীর থানায় নীত হইয়াছিল। দুদিন পরে তাহার জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে ঐ লোকটা আমার সম্মুখে সদর কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিল এবং আমি তাহাকে আমার অধিনস্থ "সিনিয়ার জুডিশাল অফিসারের" নিকট 'বি' ফাইলে ২২ চিহ্নিত কাগজের সহিত পাঠাইয়া দিলাম। ঐ ফাইলে ১৯ নং প্রভৃতি কাগজ বাবু লসিত কুমার বসুর রিপোর্ট। আমি তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথাটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:— "ইসমাইল তাহাকে কয়েদ করা সম্বন্ধে, কনষ্টবল কর্ত্তৃক কয়েদ হইয়া, তদকর্ত্তৃক অত্যাচারিত হওয়া, তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যে নালিশ উত্থাপন করিয়াছে, সে প্রকৃত পক্ষেই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে আরও প্রমাণ করিয়াছে যে সদর কনষ্টবল ইউছফ আলী তাহাকে গ্রেপ্তার করার সময় যথেষ্টরূপ জানিত যে সে সেসনের মোকদ্দমায় সাক্ষী—এবং যখন সে প্রস্রাব করিতেছিল তখন আলিওয়ার চোবে নামক কনষ্টবলের হেফাজতে ছিল। ....
ইসমাইলকে কয়েদ করা ন্যায় সঙ্গত, আইনত সিদ্ধ হয় নাই।"

যখন এই সকল ঘটিতেছিল তখন জেলার সর্ব্ব প্রধান সিবিল অফিসার "চিঠি পত্র বা তার দ্বারা সহজে নাগাল পাওয়া যাইতে পারে না এমন "চরে" গিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তির নিকট আমাকে এই ইউরোপীয় ডি, এস পি, কে হেফাজতে রাখিবার জন্য আবেদন করিতে হইয়াছিল তিনি একজন দেশীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি, যদি প্রকৃত পক্ষেই এই ডি, এস, পির চোক রাঙানিতে "ভয়ে কাঁপিয়া

না গিয়া থাকেন" তথাপি হয়ত এরূপ ভাণ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

আমি বাবু ললিত কুমার বসুর রিপোর্ট ১৫ তারিখে পাই। সে দিনই সরকারী উকীল আমাকে জানাইলেন যে সাক্ষী রামধন বড়ুয়া, যাহাকে তিনি এইবারে ডাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ডি, আই, জির, সহিত কুমিল্লা প্রেরিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রেলি সাহেবের নিকট লোক পাঠানে (এবং অধিকন্তু রামধন বড়ুয়াকে পাওয়া না গেলে তিনি জবানবন্দী লইবার পরবর্ত্তী যোগ্য সাক্ষী ছিলেন বলিয়া) আমি দেখিতে পাইলাম যে তিনিও সদর মোকাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ফিরিয়া আসার জন্য এবং রামধন বড়ুয়াকে আনানের জন্য তাহার নিকট এক খানা আরজেণ্ট টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে কার্য্য সেদিনকার মত বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

পরদিন রামধন বড়ুয়ার জবানবন্দী লওয়া হয়। তাহার সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সরকারী উকীল যে তাহাকে কুমিল্লা পাঠান হইয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত বলা হইয়াছে; তাহাকে হরিশ্চন্দ্র ভুইয়ায় (ফেণীর রাস্তার ১০ মাইল দূরে একটী জায়গায়) পাঠান হইয়াছিল। রেলী সাহেব জবানবন্দীর সময় তাহাকে পাঠানের জন্য দায়ীত্ব অস্বীকার করিয়াছেন লোকটা নিজেও বলে যে তাহাকে ওছমান আলী পাঠাইয়াছিল, এবং যদিও কোর্টে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া সে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল তথাপি ওছমান আলী তাহাকে পাঠানের জন্যই জেদ ধরিয়াছিল।

রেলী সাহেব নোয়াখালীর কনষ্টবলদের মোটা মুটী সংখ্যা কত তাহাও জানেন না বলিয়া প্রথম ভান করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ৩৫ জন আছে।

নিজের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে রেইলী সাহেব স্বীকার করেন যে প্রতিপক্ষের সাক্ষী স্বরূপ আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি যে কেবল মাত্র সমন পাইয়াছিলেন তাহানয়, বরং ৯ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে যখন তিনি আমার সহিত আফিসিয়াল দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন আমি তাহাকে বলিয়া ছিলাম যে আমি নিজে বাদীর পক্ষের সাক্ষী দিগের জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করি, তিনিযেন সদরস্থান পরিত্যাগকরিয়া কোথাও না যান। তিনি এই মাত্র কারণ দেখান যে তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে তাঁহার দরকার হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। অনুতাপের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে যত দিন পর্য্যন্ত অবশেষে আমি তাঁহার বাক্তি গত ৫০০ টাকার মোচলিকা তাঁহার নিকট হইতে না লইয়াছিলাম ততদিন পর্য্যন্ত রেলী সাহেব এইরূপই "বিবেচনা" করিতে ছিলেন।

পুলিশের, কার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতার এই সকল কার্য্য এবং সেইরূপ অন্যান্য খোচা খোচী যে আমি প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি যে বিচার কার্য্যে বাধা দেওয়া তাঁহাদের ততটা উদ্দেশ্য নয়, তাঁহারা কেবল মাত্র একটু দেরী করিতে চান যেন আমি উত্তেজিত হইয়া উঠি এবং চড়া ভাষা

ব্যবহার করি। মহাশয়গণ যাহা করিতেছেন ভালই, কিন্তু তাহাতে কাজ হইবে না; ছাপরা মোকদ্দমায় ম্যাডাক্স, ব্রাড্‌লি, টুইডেল প্রভৃতি মহোদয়গণও আমার উপর এইরূপ চালাকি খেলিয়াছিলেন। সেই মোকদ্দমায় এবং এই মোকদ্দমায় এই মাত্র পার্থক্য ঘটাইয়াছে যে আমি তখন এসব চালাকি প্রকাশ করি নাই কিন্তু এখন সেগুলি ব্যক্ত করিতেছি।

১৬ই, ১৭ই, ও ১৮ই জানুয়ারী তারিখে রেইলী সাহেবের জবানবন্দী করা হয়। ১৯শে তারিখে তাঁহার সাক্ষ্যের তর্জ্জমা এবং আসামীদের জবানবন্দী লওয়া হয়। ২০শে তারিখ (রবিবার) আমরা ঘটনা স্থল পরিদর্শন করিয়াছিলাম। এই পরিদর্শনে এবং পরবর্ত্তী দিন ২১ শে জানুয়ারী পুলিশের সাক্ষীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাতে আমার মনে রেলী সাহেবের মিথ্যা ছল সম্বন্ধে যে একটু সন্দেহ ছিল তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। ২২ শে জানুয়ারী প্রাতঃকাল হইতে বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাজির থাকার জন্য আমি বরাবর বলিয়াছি।

প্রতিপক্ষের জবানবন্দী ২২শা জানুয়ারী শেষ হয়। ২৩শা জানুয়ারী ইদের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়া মোকদ্দমা সওয়াল জওয়াব শুনানির জন্য ২৪শা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে। ২৪শা তারিখে বাবু আর, কে, আইচ, কোর্ট এবং এসেসরদিগকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা করেন। রেইলী সাহেব তখন উপস্থিত ছিলেন। বাবু আর কে আইচ রেইলীর ন্যায় পদস্থ এক জন ইউরোপীয়ান যে সত্য হইতে বিচলিত হইবেন ইহা চিন্তাও করা যায় না, এই অনুমানের উপর তাহার কথার ভিত্তি স্থাপন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলে আমি তাহাকে বাধা

দিয়া বলিলাম যে রেইলী সাহেবের সাক্ষ্য ও অন্যান্য লোকের সাক্ষ্যের ন্যায় একইভাবে পরীক্ষা করিয়া এবং ভাল করিয়া ওজন করিয়া লইতে হইবে, কারণ আমি কিছুতেই এই অনুমান শিরোধার্য্য করিয়া লইতে পারি না যে—যে হেতু কোন একজন লোকের চামড়া সাদা সুতরাং তিনি মিথ্যা কথা বলিতে অপারগ।

২৪শা তারিখে অপরাহ্ন ৪টার সময়ও কোন চিঠি নোয়াখালীর ডাকে ফেলিয়া দিলে তাহা ২৫শা তারিখে সন্ধ্যার সময় কলিকাতা পহুছিতে পারে, এবং পরদিন প্রাতঃকালে বিতরিত হইতে পারে।

বাবু আর, কে, আইচ ২৪শা তারিখেই তাহার কারণ পরিদর্শান শেষ করেন, তখন মোকদ্দমা পরদিন ২৫শা সরকারী উকীলের বক্তৃতা শুনার জন্য মুলতবী রাখা হয়। এই দিন হিন্দুদের শ্রীপঞ্চমী ছিল, হিন্দুরা পূজার পর আর দোয়াত কলম স্পর্শ করিতে পারে না এই জন্যই বিচার প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় এবং ৯—৩০ মিনিটের সময় কারণ পরিদর্শান ও এসেসরদের মত সংগ্রহ করণ শেষ হয়।

সেই দিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল খুব সাহসের সহিত রেইলী সাহেব যে মিথ্যা ছল করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন—এরূপ সাহস সদা সর্ব্বদা দেখা যায় না, তাঁহার জন্য এরূপ সাহস দেখান অবশ্য প্রশংসনীয়—রেইলী সাহেব তখন সেই স্থানে বসা ছিলেন। সরকারী উকীল বলিয়া ছিলেন যে তাহাকে যে এরূপ বলিতে হইতেছে সে জন্য তিনি নিতান্ত দুঃখিত কিন্তু কি করিবেন এরূপ করা তাঁহার কর্ত্তব্য এবং তিনি কর্ত্তব্য না করিয়া পারেন না।

এসেসরেরা ৪জন আশামীর মধ্যে তিন জনকে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করেন এবং পুলিশ সাহেব যে ছল ও মিথ্যা করিয়াছেন তাহাও এসেসারেরা বলেন। কারণ যদি রেইলী সাহেব সত্য বলিয়া থাকেন তাহাহইলে অভিযোগ টিকিতে পারে না। সাক্ষ্য যদি আসামীদিগকে ফাসে চড়ানের জন্য বিশেষ বলবান হইয়া থাকে তাহাহইলে রেইলী সাহেবকে জেলে দেওয়ার জন্যও বিশেষ বলবান।

এসেসরদের মতের মতলব উপরি উপরি দেখিতে হইবে না তাহারা উভয়ই হিন্দু সমাজের সেই শ্রেণীর লোক যে শ্রেণীর লোক "ভদ্রলোক" বলিয়া পরিচিত। গুরুতর মোকদ্দমায় শক্ত শাস্তি দিতে এই শ্রেণীর লোক যে পশ্চাৎপদ তাহাও বিশেষ প্রসিদ্ধ—জুরী প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ফৌজদারী কর্ম্মচারীগণ যে কারণ দর্শাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান কারণ ছিল। এরূপ অবস্থায় ইহা বলিতে যাইয়া আমি বোধ হয় সীমা অতিক্রম করিতেছিনা যে—যে মোকদ্দমায় জজ হয়ত তিন দোষীকেই ফাসে ঝুলাইতে পারেন এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে সে স্থলে এসেসরেরা যে তিন জনকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সাক্ষ্য খুব বলবতী বলিয়া বিবেচনা করিয়া ছিলেন বলিয়া দেখা যায়।

এসেসরেরা তাহাদের মত ৯-৩০ মিনিটের অল্প পূর্ব্বে দিয়াছিলেন নোয়াখালী ও কলিকাতা এবং কলিকাতা ও নোয়াখালী হইতে কয়ক ঘণ্টায় পাওয়া যাইতে পারে এরূপ অনেক স্থলের মধ্যে তারের বন্দবস্ত আছে।

২৬শা তারিখে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটরী

বকলাণ্ড সাহেব আমাকে অর্দ্ধ সরকারী এক চিঠি লিখেন। যে লেফাফায় তাহার (একস্ ১৯) এই চিঠি আসিয়াছিল তাহার উপরে পোষ্টাফিসের যে মোহর আছে তাহাতে দেখাযায় এইচিঠি কলিকাতা ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীটে অপরাহ্ন ১—৪৫ মিনিটের সময় কি তাহার পূর্ব্বে ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট ইউনাইটেড্ সার্ভিস্ ক্লবের পোষ্টআফিস, এখানে যে বকলাণ্ড সাহেব কেবল থাকেন তাহা নহে কাজও করেন। তাহাতে যে সময় দেওয়া আছে তাহাতে দেখা যায়যে চিঠি ১-৪৫ ও ১২-৪৫ এর মধ্যেচিঠি ডাকে দেওয়া হইয়াছে।

এই চিঠি আমি ২৮শা তারিখে পাইয়াছি। পরে আমি এই চিঠি সম্বন্ধে বলিব। ইতিমধ্যে স্থানীয় ফৌজদারী কর্ম্মচারীগণ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখাইব-তাহারা কলিকাতা হইতে এশারা পাইয়াছিলেন কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি যাহা বলিতে পারি তাহা এই যে হয়ত যে ডাক একস্ ১৮নং চিহ্নিত চিঠি নিয়া আসে সেই ডাকেই তাঁহার উর্দ্ধতন ফৌজদারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কার্গিল সাহেবের নিকট উপদেশও আসে।

যাহা হউক সেই দিনই ২৮শা জানুয়ারী কার্গিল সাহেবের মেম আমার ভগ্নীরসহিত চিঠিপত্র লেখা আরম্ভ করেন, তাহারই শেষ ফল একস্ ২২ চিহ্নিত, এবং আমি ইহা সন্দেহ না করিয়া পারি না যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে এরূপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

২৯শা তারিখে কার্গিল সাহেব আমাকে সরকারী এক চিঠি লেখেন তাহা বি ফাইলের ৫১নং শিট। আমাকে জিজ্ঞাসা

করিয়া পাঠান হুকুম বাহির হওয়ার অব্যবহিত পরে তিনি বিচারের রায়ের নকল পাইতে পারেন কিনা। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা যে ভাবেই বলনা কেন অসাধারণ।

বি ফাইলের ৫৩ নং শিট তাহার উত্তর (৪৪নং ৩০শা জানুয়ারী)। ইহাতে কার্গিল সাহেবকে স্পষ্টতঃ লিখিয়া জানান হইয়াছে যে হুকুম বাহির হওয়ার পর কিছু সময় অতিবাহিত না হইলে তিনি ইহা পাইতে পারেন না। ৩০শা জানুয়ারী আমি সদর কোর্টে রেলী সাহেবের সম্মুখে তাঁহাকে শুনাইয়া আমার ১৮নং হুকুম পড়ি।

১লা ফেব্রুয়ারী আমি ঠিক তদ্রূপ আমার ২০ নং হুকুম পড়ি। রেলী সাহেব এবং কার্গিল সাহেব একই বাড়ীতে (সারকিট হাউসে) বাস করেন। তাঁহাদের আফিসের মধ্যেও মাত্র কয়েক ফিট ব্যবধান। সেই দিন (১লা ফেব্রুয়ারী) বৈকালে আমি (বি ফাইলের ৫৪ নং শিট) কার্গিল সাহেবের নিকট হইতে এক খানা পত্র পাই। বি ফাইলের ৫৬নং শিট তাহার উত্তর। যদিও কার্গিল সাহেব এই মোকদ্দমার বাদী তথাপি আমি বিবেচনা করি না যে আসামী ছুটিয়া যাইবে করিয়া তাঁহার ভয় আছে, অথবা এই ভয়ই তাহাকে এই মোকদ্দমা আস্তে ২ হইতেছে বলিয়া ব্যস্ত করিয়া উঠাইয়াছে। বরং আমার এরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে যে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, আমি মোকদ্দমার রায় ব্যস্ত—ত্রাস্ততার সহিত প্রকাশ করি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর রেইলী সাহেবের সম্মুখে, আমার রায় ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতবী রাখার ২১নং হুকুমনামা পড়ি। এই

হুকুমনামার কতক অংশ এইরূপ;—"ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অবগত হউন যে এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে অথবা তাঁহার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাহা যেন তিনি, সরকারী উকীলের জরিয়ায় সদর কোর্টে আবেদন করেন।" এই হুকুম কার্গিল সাহেবকে রিতীমত জানান হইয়াছিল।

দুই ঘণ্টা পরে আমি বি ফাইলের ৬৭নং চিঠি রেইলী সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হই। যদিও ইহাতে কার্গিল সাহেবের কোন কিছু লেখা নাই তথাপি তাহা কার্গিল সাহেবের যোগে আসিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। আমি ইহা সন্দেহ না করিয়া পারি না যে তাঁহার জ্ঞাতসারেই ইহা আসিয়াছে। যে ব্যক্তি অবশ্য জানে যে সে জাল করা অপরাধে শীঘ্রই অভিযুক্ত হইতে যাইতেছে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত এরূপ বেয়াদবীপত্রের আর কোন সমালোচনা করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় এই চিঠি কাহারও আদেশ অনুসারে পাঠান হইয়াছিল সম্ভবতঃ এই জেলার বাহিরের কাহারও আদেশ অনুসারে হইতে পারে।

এই চিঠি পাইয়া আমি বিফাইলস্থ ৫৮নং চিঠি কার্গিল সাহেবের নিকট পাঠাই।

৭ই ফেব্রুয়ারী, যে দিন আমি রায় দিব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম সে দিন আমি রেলী সাহেবের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকার একটী মুচলেকা গ্রহণ করি (হুকুমনামায় দেখিতে পাইবে তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অনেক পরে আসিয়াছিলেন) শেষ আধ ঘণ্টার মধ্যে এই টিপ্পনি লেখার সময় (১২—২০১) আমি কার্গিল সাহেবের নিকট হইতে একস ২৫ চিহ্নিত

চিঠি একস, ২৫ চিহ্নিত লেফাফার মধ্যে পাইয়াছি। ইহাতে দেখা যাইবে যে চিঠি এবং এনভেলাপ সরকারী, এবং কার্গিল সাহেব সরকারের পক্ষ হইতে এই চিঠি লিখিতেছেন বলিয়া ভাণ করিতেছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারি না যে সভ্যাধিষ্ঠিত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরী মোকদ্দমা করিয়া আমার ঘাসইয়ালের নিকট—কার্গিল সাহেব যে ঘাস নিয়াছে বলিয়া বলেন তজ্জন্য—কি ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন!

কার্গিল সাহেব এবং তাঁহার সরকারী ঘাসের কথা ছাড়িয়া এখন আমি অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয় বলিব পালস মেজোরা কেনামাস।

আমি ইতি পূর্ব্বে বকলাণ্ড সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত একস১৮ চিহ্নিত চিঠির কথা বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটিং প্রধান সেক্রেটরী। তাঁহার চিঠি আমি ২৮শা জানুয়ারী পাই।

আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম এবং অবশেষে সার উইবারণকে যতদূর সম্ভব কোন ফাক দেওয়া না হয় এই মনস্থ করিয়াছিলাম। এইজন্য আমি ২৯শা জানুয়ারী প্রধান সেক্রেটরীর নিকট এই তার দিলাম:—"অনুগ্রহ করিয়া আপনার ২৬শা তারিখের অর্দ্ধ সরকারী চিঠি সরকারের হুকুম মত লেখা হইয়াছে কি না তার দিয়া জানান।" এই টেলীগ্রাফ অর্ডিনারী, কলিকাতাস্থ চীফ সেক্রেটারীর নিকট, নোয়াখালী সেসন জজের নিকট হইতে বলিয়া পাঠান হইয়াছিল।

আমি কোন উত্তর পাইনাই (বাস্তবিক পক্ষে আমি কোনও উত্তরের আশাও করিনাই।) সুতরাং আমি

৩১ শে জানুয়ারী আমার পেস্কার যে এই টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছে এসম্বন্ধে এফিডেফিট লইলাম (বি ফাইলে ১৫ নং কাগজ) এবং ষ্টেট টেলিগ্রাফ, আরজেণ্ট বলিয়া চীফ সেক্রেটরীর নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইলাম "তোমাকে ২৯শা তারিখে তোমার ২৬শা তারিখের অর্দ্ধ সরকারী চিঠি সম্বন্ধে যে টেলি পাঠাইয়াছিতাহা পাইয়াছকিনা সত্বর তার দ্বারা জানাও"।

আমার নিকট এ সকল টেলিগ্রাম সরল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সারজন উডবারণ তাহার উত্তর দিতে রাজী-নন অথবা বকলণ্ড সাহেব তাহা যে আদেশ অনুসারে পাঠান হইয়াছে তাহা জানাইতে সন্মত নন।

এই চিঠি এবং এই টেলিগ্রাম গুলি (বাস্তবিক পক্ষে এই চিঠি খানিই) আমাকে অনেক দিন পূর্ব্বের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং মহারাণী বনামে নরসিংহ সিংহ সাধারণতঃ ছাপরা মোকদ্দমা বলিয়া প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি দৃষ্টিকরিতে বাধ্য করিয়াছে।

এখন আমি এক্স ২৬ চিহ্নিতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রার্থনা করি। ইহা চিফ সেক্রেটারীর নিকট হইতে ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারীর একখানা অর্দ্ধ সরকারী চিঠি। ইহাতে মে মাসের প্রথম ভাগে তিন মাসের প্রিভিলেজ লিভ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। আমি এই রায় লেখার সময় বিদায়ের যে নূতন নিয়ম পাইয়াছি তদনুসারে আমি এই প্রিভিলেজ লিভের সঙ্গে ফার্লোর ও কিছু যোগ করিয়া লইতে পারিব এইরূপ উৎসাহও পাইয়াছি। আমি আঠার মাস ফার্লো পাইতে পারি —এই সময় সারজন উডবারনের অবশর লওয়ার সময়কেও

অতিক্রম করিয়া যাইবে। একস ২৭ চিহ্নিত হইতে ইহাও দেখা যাইবে (ইহা ১৯০০ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর তারিখের চিফ সেক্রেটরী বোর্ডিলেন সাহেবের নিকট হইতে এক খানা অর্দ্ধ সরকারী চিঠি—) যে আমাকে স্বাস্থ্য কর জেলায় বদলী করা যাইবে এইরূপ প্রতিজ্ঞাত্ত করা হইয়াছে। এবং যদিও এই শেষ প্রতিজ্ঞা (কিছু না বলিলেও) এক্স ২৮ চিহ্নিত (ইহা ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটরী কর্ত্তৃক ১৯০০ সালের ১২ই জুন তারিখে লিখিত একখানা অর্দ্ধ সরকারী চিঠি) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন; তথাপি ইহাতে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে যে নোয়াখালী স্বাস্থ্যকর জেলা নয়; এবং ইহা ছোটলাট এই স্থান "যে কোন ভাবেই বল ইচ্ছা করার অযোগ্য স্থান" ইহা যে স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না তাহা হইতে নোয়াখালি যে স্বাস্থ্য কর স্থান নয় ইহা স্বীকার করার দিগে একটু বেশ অগ্রসর। ইহার মধ্যে প্রকৃত সত্য এই যে যত বেশী দিন এখানে আমাকে রাখা হয়, তত বেশীই এখানকার কার্য্য নির্ব্বাহকারি ক্ষমতার পক্ষে অসহ্য কর হইয়াউঠিবে। এবং তাঁহারা নিজেদের মুখ বাচাইয়া আমাকে অন্যত্র বদলি করিতে হৃদয়ের সহিত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন; আমি কেন যে অক্টোবর মাসে এখান হইতে বদলি হই নাই তাহার কারণ আমার বিশ্বাস, এই যে দেশীয় কাগজ গুলিকে নিস্তব্ধ রাখা এবং কাউনসিলে অপ্রীতিকর প্রশ্ন হইতে বাঁচ থাকা উদ্দেশ্য ছিল*। বাস্তবিক পক্ষে শীতকালে আমি এখানে এক প্রকার দেশীয় সমাজের প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছিলাম।

সুতরাং আমি এখন যে সকল কথা বলিতে চাহিতেছি তাহা যদি বলি তাহা হইলে তাহা যে কেবল আমি নিজের জন্য বলিতেছি তাহা নহে। আমাকে যদি কেবল বেইলী সাহেবকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে না হইত আমার রায় যদি কেবল সরকারী রেজিলিউসেন গুলি যেরূপ করা হয় সেইরূপ ভাবে লিখিতে হইত, তাহা হইলেই আমার পথ পরিষ্কার হইয়া যাইত, আমি প্রিভিলেজ লিভ পাইতাম, আমি ফার্লো পাইতাম, এবং ফিরিয়া আসিলে আমি ভাল স্বাস্থ্যকর একটী জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি এখন যাহা করিতেছি, তাহাতে আমি যদি ডিসমিস বা বরখাস্ত না হই তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই যাহাদের হাতে আমাকে ডিসমিস করার ক্ষমতা কেবল নাম মাত্র আছে তাহারা যে ইচ্ছা করিয়াই তদ্রূপ করিবেন না তাহা নহে।

যাহা হউক আমি যে কেবল বেইলীকে ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করিবার ইচ্ছা করি তাহা নহে, সারজন উডবারণের দোষ গুলিও প্রকাশ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। তাহা করিতে আমি এখন অগ্রসর হইলাম।

১৮৯৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে নরসিংহের আপিলের রায় দেই এবং আপীল কারীকে খালাস দেই। তাহাকে দণ্ডবিধির ৩৫২+১১৪ এবং ৫০৪ ধারা অনুসারে ছাপরার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবি আকের হোসেন কঠীন পরিশ্রমের সহিত ২ মাসের মেয়াদ দেন। আমি যে মিমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপতঃ এই—পুলিশের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট করবেট, সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার

সিমকিন্স সাহেব আপীল কারিকে কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেবের বে-আইনী হুকুম অমান্য করার জন্য আক্রমণ করেন এবং বেত দিয়া খুব বেশী রকম পিটেন। এবং অবশেষে বে-আইন মত তাহাকে বাঙ্কে কাজ করার জন্য জোর করিয়া বাধ্য করান। সে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপন করিবে এই ভয়ে করবেট সাহেব তাহাকে ছাপরা হাসপাতালে গেরেপ্তার করেন এবং তাহাকে ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রডলি সাহেবের নিকট লইয়া যান। ব্রাডলী সাহেব তাহাকে সে অন্য স্থানে যে সরকারী চাকরী করিতেছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে (ইহা করিলে সে অন্যায় করিয়াছে ইহা স্বীকার করা হইত) ভয় দেখান। সে তাহা না করায় উভয় পুলিশ অফিসার তাহাকে কালেক্টর—ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেবের নিকট লইয়া যান। তিনি তাহাকে হাজতে পাঠান। তখন করবেট সাহেব তাহার বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন। ২৭ বৎসরের পুরাতন একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার একটী ফাকি জুকি বিচার হয়। এই লোকটার পবিত্র বিবেক তাহার সম্মুখের কার্য্য করিতে বিদ্রোহী হইয়া পড়ে এবং টুইডেল সাহেবের নিকট লোকটাকে ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করিয়া পাঠান কিন্তু টুইডেল সাহেব জেদ করিয়া বসাতে তিনি শেষে পরাজিত হইলেন এবং লোকটাকে উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ শাস্তি দিলেন। পক্ষান্তরে নরসিংহ যে দুই জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধ বে-আইনী রূপে বাধ্য করিয়াছে এবং আক্রমন করিয়া মারিয়াছে বলিয়া নালিশ

করিয়াছিল "তাহা ভিত্তি হীন" বলিয়া ডিসমিস করেন। এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার কোর্টে প্রতিজ্ঞা করিয়া জেরার সময় এই ভয়ানক অত্যাচারের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৭' ধরা অনুসারে, ১৮৭৭ সালের লিমিটেসন একটের দ্বিতীয় শেডুয়েলের ১৫৭ আর্টিকল অনুসারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট আমার হুকুমের বিরুদ্ধে ১৮৯৯ সালের ৭ই অক্টোবরের পর ৬মাসের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিত। এরূপ কোন আপীল করা হয় নাই অথবা আমি রায়ে যাহা লিখিয়াছি তাহার বিরুদ্ধেও সত্যাসত্যের প্রতি আপত্তি করিয়া কোন কথা উপস্থিত করা হয় নাই।

এই মোকদ্দমায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাইকোর্টে আপিল করার জন্য ইতস্ততঃ করার কারণ খুব অল্পই ছিল; কারণ তথায় দুইজন জজ নানা কারণে, এই মোকদ্দমার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, আমার সহিত ঘোর ব্যক্তিগত শত্রুতা রাখিতেন। এই দুইজন জজের নাম র‍্যামপেনী ও ষ্টিভেন্স। আমার বিরুদ্ধে জজ র‍্যামপেনী সাহেবের যে শত্রুতা আছে তাহা ৩১শা ডিসেম্বর তারিখে প্রধান সেক্রেটরীর নিকট যে পত্র "একস" ১৪ চিহ্নিত তাহার এক খানি নকল) লেখা হইয়াছিল তাহাতে ব্যক্ত করা হইয়াছিল। সারজন উডবারণ তাহাকেই মূল ধরিয়া রেইণী সাহেবকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইতে আমাকে বিরত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

জজ ষ্টিভেন্সের সহিত আমার যে শত্রুতা আছে হাইকোর্টে তাহা বেশ বিখ্যাত। কিন্তু তাহা ব্যক্তি সাধারণ, যাহাদের

জজ আমার এই রায় লেখা হইয়াছে এবং আমি যাহাদের চাকর, ভালরূপ জানেন না। তাহা এই—আমি ১৮৯৯ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে রেজেষ্টারের নিকট ১১১২নং একখানা সরকারী চিঠি লিখি তাহা হাইকোর্টের জেল ইংরেজ জজের কমিটিতে তাহা পেশ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে এই লেখা ছিল যে জজ ষ্টিভেন্স সাহেব কোন একটী পুলিশের কার্য্যে তাহার পুত্র নিযুক্ত হন ইহা ইচ্ছা করেন। এই সময় কার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতার সহিত আমার নিজস্বার্থ লইয়া মতান্তর ঘটে। ইহাদের হাতেই উক্ত কার্য্যে লোক নিযুক্ত করার ভার ছিল। সুতরাং ষ্টিভেন্স সাহেবের হাতে মিমাংশার ভার পতিত হইলে আমি তাহাতে উক্ত কারণ দেখাইয়া আপত্তি উত্থাপন করি।

ফৌজদারী কর্ম্মচারীগণ ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া নীচ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বনামে নরসিংহ সিংহের মোকদ্দমার ঘটনাবলি চাপা দিতে চেষ্টা করেন।

পাটনার কমিশনর বোরডিলন সি, এস, আই, সাহেব এই মোকদ্দমা গোলমাল করিয়া দিবার জন্য আমার নিকট এক খানা অর্দ্ধ সরকারী পত্র লিখেন তিনি তখন প্রধান সেক্রেটরী হইবেন এরূপ কথা রাষ্ট্র পষ্ট ছিল—ইঁহার নিকট এক জন সেসনজজকে কলিকাতা তাঁহার ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য ছুটীর দরখাস্ত করিতে হয়। এই অর্দ্ধ সরকারী চিঠি আমার নিকট পাঠানের পূর্ব্বেই অপরাধী কর্ম্মচারীগণকে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধা দেওয়ার জন্য লিগাল রিমেম্‌ব্রেন্সারের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কেবলমাত্র এই দোষীদিগের নিকট হইতেই মোকদ্দমার বিচারের সময়

যে সকল অস্বাভাবিক ভয়ানক বেআইনী অত্যাচার করা হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট বাহির করিয়া লওয়া যাইত)। সারজন উড্বারণ কে, সি এস, আই আমার নিকট ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নিজমুখে স্বীকার করিয়া ছিলেন। (এই দেশে যাহারা তাহাদের ঘর পুড়িবে বলিয়া ভয় করে না, শস্য লুট যাইবে বলিয়া ডরায় না, আত্মীয় স্বজন সরকারী চাকরী হইতে তাড়িত হইবে বলিয়া শঙ্কা করে না, নিজেরা অথবা আত্মীয় স্বজন মিথ্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া জেলে নিক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া ভয় করে না তাহারাই মাত্র সরকারী চাকরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং লর্ড কর্জ্জন এবং তাহার পরামর্শ দাতাগণ সরকারী আমলাগণকে "তাহা দিগকে দোষী করাণের জন্য প্রতিজ্ঞা করান" হয় বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—তাহাদের দোষ প্রমাণ করাণের জন্য এই এক মাত্র পথ। এবং যিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধানে স্বাধীনতার অপব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া আমার কার্য্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তিনি লর্ড কর্জ্জন, হাইকোর্ট নন। হাইকোর্টকে ইহা বলানের চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের রেজলিউসনের শেষ প্যারাগ্রাফের শব্দগুলি ঠিক রেলী সাহেবের রিপোর্টের শেষ প্যারাগ্রাফের ন্যায় কৌশলের সহিত সাজান হইয়াছে)।

ছাপরার মোকদ্দমার রায় লেখার সময় তদানিন্তন বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের চিফ্‌সেক্রেটরী বোল্টন সাহেব (আমার টেলিগ্রাফের উত্তরে) টেলিগ্রাফ করিয়া আমাকে জানান যে এণ্ডারসন সাহেব কর্ত্তৃক আমারি কার্য্য হইতে মুক্ত হইলে

আমাকে অতিরিক্ত জজ স্বরূপ ছাপরায় থাকিতে হইবে। যথা সময়ে (১১ই অক্টোবরের) কলিকাতা গেজেটে (১৮৯৯ সালের) ৯ই অক্টোবরের তারিখ দিয়া এক খান নোটীশও বাহির হইল।

সেই দিনই (৯ই অক্টোবরের ডাক যোগে) আমার রায়ের এক খানা নকল স্থানীয় গবর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটরীর নিকট পাঠান হইয়াছিল। যথা নিয়মে ইহা তাঁহার নিকট ১৪ই অথবা ১৫ই অক্টোবর দার্জ্জিলিংএ পহুছার সম্ভব। ১৬ই অক্টোবর প্রধান সেক্রেটরী আমাকে তার দিলেন যে আমি নোয়াখালীর জজ মোকরর হইয়াছি। কোন একটী বেবন্দবস্তি মহালের ডিপুটী কমিশনর কিসার সাহেব আমাকে আমার অতিরিক্ত কাজ হইতে মুক্ত করিবেন।

১৯০০ সনের ২০শে জানুয়ারী অনারেবল বাবু সুরেন্দ্রনাথ বনার্জি "ব্যবস্থাপক সভায়" ছোটলাট সাহেবকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেন।

"পেনেল সাহেবকে ছাপরার মোকদ্দমার জন্য নোয়াখালী বদলী করা হইয়াছে এই কথার কোন ভিত্তি আছে কিনা। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে পেনেল সাহেবকে কি ভাবে ছাপরা বদলী করা হইল তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?

উত্তরে অনারেবাল বোল্টন সাহেব বলিলেন, "পরিবর্ত্তনের নিয়ম অনুসারে পেনেল সাহেবকে নোয়াখালী বদলী করা হইয়াছে এবং তাহাকে নোয়াখালী যাওয়ার আদেশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তাহার রায় দেখার পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল।

বিলাতের বণিক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী একজন ভদ্র লোকের নিকট যিনি কিছুদিন হইল আমার সহিত একত্র বাস

করিতে ছিলেন, আমি নিম্নলিখিত সমালোচনাটীর জন্য ঋণী, তিনি বলিয়াছিলেন "এই প্রতি উত্তরটী আমরা যাহাকে ব্যবসায়ী কথা বলি ঠিক তাহাই। তোমাকে যখন ২ কোন অসুবিধা জনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হয় এবং তুমি নিজেও তাহাকে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতে ইচ্ছা কর না কিন্তু তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা কর, তখনই কেবল এরূপ কথা ব্যবহার করা হয়।"

সম্ভবতঃ হয়ত হইতে সত্যও, পারে, যে সারজন উডবারণ ১৬ই অক্টোবর নিজে আমার রায় দেখেন নাই। কিন্তু প্রধান সেক্রেটরী যে তাহা দেখিয়া ছিলেন এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে জানাইয়া ছিলেন তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই।

রায় দিবার পূর্ব্বে যে সরকার কেবল মাত্র সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন তাহা নহে, আমার আফিস হইতে রায়ের নকল নিয়া প্রধান সেক্রেটারীর নিকট পাঠানের জন্য যে কেবল মাত্র যথেষ্ট সময়ই ছিল তাহা নহে, কিন্তু আমি ইহাও প্রমাণ করিতে পারি যে স্থানীয় ফৌজদারগণ, কার্গিল সাহেব এই রায়ের নকল নেওয়ার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন ঠিক, সেইরূপ ভয়ানক ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন। "একস" ২৯ চিহ্নিতের উপরে যে পেন্সিলের লেখা তাহা টুইডেল সাহেবের। ইহাতে এই দেখায় যে টুইডেল সাহেব ৮ই অক্টোবরের ৩টার (অপরাহ্ন) পূর্ব্বে এই নকল চাহিয়াছিলেন। ছাপরায় তিনটার সময় পাটনা, কলিকাতা ও দার্জ্জিলিংএর ডাক বন্ধ করা হয়। "এক্স" ৩০ চিহ্নিত টুইডেল সাহেবের নিজের সেই দিনকারই কিছু পরের লেখা চিঠি। তাহাতে টুইডেল সাহেব বলিতেছেন যে

তাহার বিশ্বাস রায় গতকল্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে নকল দেওয়ার কি আপত্তি আছে তাহা জানাইতে পারিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। আমি হয়ত বলিতে পারি যে ৮ই অক্টোবর রবিবার ছিল।

এ বিষয়টি আমি আরও একটু বাড়াইয়া বলিতে পারি। সারনের (ছাপরা) স্থায়ী কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ডবলিউ, সি, ম্যাকফারসন ১০ই অক্টোবর বম্বাইতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন এবং আমাকে দোষা রোপ ও করিয়াছেন যে তথায় আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পাটনার কমিসনর বোর্ডিলন সাহেবের নিকট হইতে একখানা টেলি তাহার জন্য বম্বাইতে অপেক্ষা করিতেছে তাহাতে তিনি এই তার পাওয়া মাত্র ছাপরায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন করিয়া লেখা আছে। তিনি কয়েকদিন ছুটি নিয়া তাহা উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু এই আদেশে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। পাটনার কমিশনর ভাবী প্রধান সেক্রেটরী ১০ই অক্টোবর ব্যপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন সুতরাং তিনি যে তাঁহার ভাবী প্রভুর নিকট ১৬ই তারিখের পূর্ব্বে জানান নাই তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।

আরও হলা সাহেব আমাকে যে চিঠি লিখিয়া ছিলেন তাহাতে দেখা যায়, নোয়াখালীতে আমার বদলীর কথা গেজেটে প্রকাশ হওয়া মাত্র তিনি যে তথা হইতে বদলী হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেন। সাওতাল পরগণার ডিঃ কমিসনর ও বিস্ময়াম্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে ২০শা অক্টোবর নয়া দুমকা হইতে (এক্ষ ৩)

চিহ্নিত) পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহাতে ও ইহা দেখা যায় যে বোলটন সাহেব তাহাকে ছাপরা শীঘ্র শীঘ্র যাইতে লিখিয়াছেন।

যদিও বোলটন সাহেব আমাকে ছাপরার কার্য্যাদি অপর হাতে দেওয়ানের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন তথাপি আমাকে সে স্থান হইতে তাড়াইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখান নাই। নিয়মানুসারে আমি চার্জ্জ বুঝাইয়া দেওয়ার পর ও ১৫ দিন সময় পাইতে পারিতাম। আরও দেখা যায় যে যদিও গবর্ণমেণ্ট আমার রায় দেখার পূর্ব্বেই আমাকে নোয়াখালী পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন তথাপি কিছু দিনের মধ্যে ও হুদাকে কোথায় পাঠাইবেন তাহা ঠিক করিতে পারিয়া ছিলেন না। তিনি তখন তথায় জজ ছিলেন।

কিছুই সন্দেহ নাই যে সরকার এই অখ্যাতি অতি সহজে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিবেন ভাবিয়া ছিলেন। মনে রাখা উচিত যে এই ব্যাপারটি বাঙ্গালায় হয় নাই কিন্তু সুদূর বেহারের একটা জেলায় হইয়াছিল। ধৃষ্টতা সহকারে তাহাদের কার্যে বাধা দেওয়ার জন্য আমাকে যে শাস্তি পাইতে হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তাহার সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু লক্ষ্য করার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক ২৬শা অক্টোবরের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" আমার রায় সম্পূর্ণ বাহির হয়। "অমৃত বাজার পত্রিকা" দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির মধ্যে একটী উচ্চ ক্ষমতাশীল কাগজ। এই দিন হইতেই মোটা কথায় বলিতে গেলে, ঘটনায় আগুণ জ্বালিয়া দিল।

২৬শা তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা" রীতিমত ২৭শ তারিখের শেষ বেলা দার্জ্জিলিং পহুছিতে পারে। ২৮শা তারিখে বোলটন সাহেব আমাকে "কার্য্য হইতে মুক্ত হস্ত হইলে শীঘ্র নোয়াখালীতে কার্য্যে যোগদান করার জন্য" টেলিগ্রাফ করেন। এবং সেই তারিখেই এক খানা অর্দ্ধ সরকারী চিঠী (একস ৩২ চিহ্নিত) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করেন্। ইহাতে দেখা যাইবে বোলটন সাহেব্ আমাকে নোয়াখালী তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য যে জরুরির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল।

আমার মতে, এই আবশ্যকীয়তার দুইটী কারণ ছিল;——১মটী এই যে বোল্টন সাহেব (অথবা তাহার প্রভু) আমি নোয়াখালী যাইবার পথে কলিকাতায় কিছু করিতে পারি এই ভয় পাইয়া ছিলেন। দ্বিতীয়টী এই যে তাঁহারা ডরাইয়া ছিলেন যে যদি সাধারণের মনযোগ এ দিগে আকর্ষিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে আমি যে ম্যাকফারসন্ সাহেবকে নরসিংহ সিংহ বনামে করবেট এবং সিমকিন্সের মোকদ্দমার সম্বন্ধে, ৭ই অক্টোবর তারিখে, আরও বেশী করিয়া তদন্ত করার আদেশ করিয়াছিলাম তাহাতে বিলম্ব করা কষ্টকর হইয়া পড়িবে।

এণ্ডারসন সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমি ফিসার সাহেবের আসার পর ও কয়েক দিন সে খানে বিলম্ব করিয়া ছিলাম। এবং ৩রা নবেম্বরের পূর্ব্বে চার্জ্জ দিয়াছিলাম না অথবা স্থানও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম না। কিন্তু আমার নোয়াখালী ছাড়িতে না ছাড়িতেই ম্যাকফারসন সাহেব

করবেট ও সিমকিন্স সাহেব দ্বয়কে না ডাকিয়া নরসিংহ সিংহকে ডাকিলেন এবং তাহার এক লম্বা চওড়া জেরা করিলেন। ৭ই নবেম্বর "আবারও" তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলেন; অজুহাত দিলেন "স্বীকার করি যে বাদীকে মারিয়া বা তাহার প্রতি জোর জবরদস্তি করিয়া বা জোর জবরদস্তি করিতে চেষ্টা করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাইতে যাইয়া করবেট ও সিম্পকিন্স সাহেব দ্বয় ন্যায় বা আইনানুমোদিত কার্য্য করেন নাই কিন্তু, সমস্ত ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া, আমি এই মোকদ্দমায় তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী স্বরূপ হইয়া বিচারার্থ উপস্থিত হন তাহা ভাল বিবেচনা করি না।"

ম্যাকফারসন সাহেব তাঁহার হুকুমের একটু পূর্ব্বকার অংশে এক স্থানে বলিয়াছেন যে "আমার পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে উভয় দোষীই, তাঁহারা সরকারী চাকর, এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তি হইয়া কাজ করিয়াছিলেন যে বান্ধ মেরামত করার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে তাঁহাদের বিভাগীয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ দ্বারা তাঁহাদের ব্যবহারের প্রতি যথোচিত এবং যথোপযুক্ত লক্ষ্য, (এই লক্ষ্য নেওয়া হইত না) নেওয়া হইবে।

কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারী ইহাতে অভিযুক্ত তাহাদের বিরুদ্ধে, এতদ্‌সম্বন্ধে তাহাদের বিভাগীয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ দ্বারা যথা যোগ্য এবং যথোচিত অথবা কোনরূপ লক্ষ্য করা হউক এতৎ সম্বন্ধে ম্যাকফারসন সাহেব যে কোন উপায়

অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখা যায় না। ম্যাকফারসন খুব ভাল রূপই জানিতেন যে অভিযুক্তদের মধ্যে এক জন সিমকিন্স সাহেব সরকারী চাকর নন, কিন্তু অধিকাংশ নীলকর-দের দ্বারা গঠিত সারনের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চাকর! ম্যাকফারসন সাহেবনিজেই একজন নিল করের ভ্রাতা (আমার বিশ্বাস হয় পুত্র)সুতরাং এরূপ দলে গঠিত লোকদ্বারা সিমকিন্সের ব্যবহারের সম্ভবতঃ কতদূর লক্ষ্য নেওয়া হইবে তাহা তিনি যেন জানিতেন আমি যতদূর জানি সিমকিন্স সাহেবের বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে একমাত্র লক্ষ্য নিয়া ছিলেন তাহা এই যে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই অবসরে সরকার কি করিতে ছিলেন ?

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অবশ্য আমার রায় ১৪ই কি ১৫ই অক্টোবর তারিখে পাইয়াছিলেন। তাহারা কখন দেখানও নাই যে তাহারা এ সম্বন্ধে তখন বা অনেক দিন পর পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক পুরাতন স্বদেশ হিতৈষী বাবু মতিলাল ঘোষ, রায় ছাপা হইতে না হইতেই ভারত সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটরী ডব্লিউ, আর লরেন্স সাহেবের নিকট ১ কপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ডাকেই আরও অনেক কপি (যদিও কার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না) বিলাতে অনেক ক্ষমতাশীল লোকের নিকট প্রেরণ করা হয়।

প্রায় এক মাসের মধ্যে লরেন্স সাহেব (বা তাঁহার প্রভু) বাবু মতিলাল ঘোষের চিঠীর প্রাপ্ত স্বীকার করার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। (ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত অনেক

প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছেন) কিন্তু যে সময়ে বিলাতে যাইয়া চিঠী পহুছার কথা প্রায় ঠিক সেই সময় বাবু মতিলাল ঘোষের চিঠীর প্রাপ্তি প্রায় স্বীকার করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা যে দরকারী তাহা বুঝিতে পারিলেন। হয়ত এই সমসাময়িকতা ঘটনা ক্রমেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং ১৮৯৯সালের ২০শা নবেম্বর বঙ্গীয় সরকারকে ১৬৫১নং চিঠী প্রেরণ করা হয়, এ চিঠি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই এবং প্রায় ঠিক সেই দিনই লরেন্স সাহেব ধন্যবাদ দিয়া বাবু মতিলাল ঘোষের চিঠীর উত্তর দিলেন তাহাতে লিখিলেন "লাট সাহেবের মনোযোগ ইতি পূর্ব্বেই এই ঘটনার দিগে আকর্ষিত হইয়াছে।

লর্ড কার্জ্জনের বর্ণনায় ৬ষ্ঠ পারাগ্রাফে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংশোধন করার দায়িত্ব আমি অবশ্য আমার নিজের উপরই গ্রহণ করিব (তিনি তাঁহার রেজলিউসন আমার নিকট প্রেরণ করাইয়া ছিলেন। সুতরাং আমি বিবেচনা করি যে আমি তাহায় রেজলিসন দেখি ইহা" তিনি ইচ্ছা করেন—অবশ্য এই কাগজগুলি বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট কতকগুলি অকাজে কাগজ) এই স্থানে লিখা আছে পেনেল সাহেবের রায় ভারত গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি গোচর হওয়া মাত্রই, ভারত গভর্ণমেণ্ট এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। লর্ড কার্জ্জন প্রায় এমন সময় কার্য্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন যে হয়ত সেই সময়ের মধ্যে এই ঘটনার প্রতি তাঁহার মনোযোগ বিলাত হইতে আকর্ষিত হইতে পারিত কিন্তু যতদিন না ভারতবর্ষ

হইতে এ মোকদ্দমার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করার পর প্রায় ১ মাস অতীত হইয়াছিল ততদিন এ বিষয়ে তিনি কোন কার্য্য আরম্ভ করেন নাই।

কিন্তু সারজন উডবারণ কিছুতেই এখনও হতাশ হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন না। নবেম্বর মাস শেষ হওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে বোলটন সাহেব বাবু মতিলাল ঘোষকে জানাইলেন যে সংবাদ পত্রে বেশী আন্দোলন করিলে আমার ক্ষতি হইবে, এবং আমার স্থানান্তর হওয়া সম্বন্ধে সমস্ত কথাই এখনও বিবেচনাধীন আছে। বাবু মতিলাল ঘোষ এই কথা শুনিয়া প্রসিদ্ধ বারিষ্টার পি, এল, রায় সাহেবের নিকট মত জিজ্ঞাসা করেন। পি, এল, রায় সাহেব আমার স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার পরামর্শ মতে এ বিষয়ে অধিককিছু লিখা পড়া কত দিনের জন্য বন্ধ করা হয় এই সময়ে তিনি তাঁহার সহিত অর্দ্ধ সরকারী যে কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল তাহার মোটা মুটি ভাব কাগজে প্রকাশ করেন। তাহার পরই (লর্ড কার্জ্জনের সহিত পরামর্শ না করিয়া যে ইহা হয় নাই তাহা আমি চিরকাল বিশ্বাস করিব) নোয়াখালীর উপর সারজন উডবারণ সাহেবের অবতরণ ঘটে। জেলের উন্নতি, আমি বিশ্বাস করি, এইরূপ করার ভাণ ছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের মিমাংশা হইল যে জেলের কোন উন্নতির প্রয়োজন করে না। ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে ইতিহাসে এই কেবল দ্বিতীয়বার যে তোমার "খুব সুন্দর এবং প্রায় অবরুদ্ধ স্থানে" (ছোটলাট বাহাদুর দরবারে এই কথা বলিয়া ছিলেন) একজন ছোটলাট অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া ইহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তাঁহার প্রধান সেক্রেটরী অনারেবল সি, ডব্লিউ, বোল্টন, সি, এস, আই সাহেব, তাঁহার কমিশনর কোলিয়ার সাহেব এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী মেজর কে, ষ্ট্রেচী সাহেবকে সঙ্গে করিয়া বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর সারজন উডবারণ কে, সি, এস, আই নোয়াখালীতে পদার্পণ করিলেন সমস্ত দরবারীকেএবং তৎসঙ্গে আমার সিনিয়ার মুন্সেফ বাবু ললিতকুমার বসুকে বাহির করিয়া দেওয়া হইলে পর, আমি একটী গুপ্ত কামরায় অন্য কোন সাক্ষী হইতে বহু দূরে নীত হইলাম। সেখানে ছোট লাট সাহেবের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হইল। নীচে তাহা বর্ণন করিতেছি ;——

লক্ষ্য করা উচিত যে সারজন উডবারণের সহিত এই দেখা করিতে বা অন্য কোন রূপ সাক্ষাৎ করিতে আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া যাই নাই বাস্তবিক পক্ষেই পি, এল, রায় সাহেব আমাকে এল, জির সহিত আমার বদলী সম্বন্ধে কোন কথা না বলিতে বা তৎসম্বন্ধে কোন কথা না উঠাইতে অথবা খুব দূরতরভাবেও এই বিষয় তাহার মনে করাইয়া না দিতে বরং তাহার সহিত এবং তাঁহার সঙ্গগণের সহিত যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

এই সারকিট হাউস হইতে—যেখানে সারজন উডবরণ নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি সোজা সোজি আমার কোর্টে হাটিয়া গিয়াছিলাম; এইখানে তিনি শীঘ্রই আসিয়াছিলেন। এবং যেই থানে তৎক্ষণাৎ এক টুকরা কাগজের উপরে একটী পেন্সিল দিয়া (ইহা আমি পূর্ব্ব

হইতেই আমার সঙ্গে রাখিয়া ছিলাম) তাঁহার কথা বার্ত্তা সম্বন্ধে নোট করিয়া লইয়া ছিলাম। এই সকল নোট (এক্স) ৩৩ চিহ্নিত সুতরাং তাহাতে সমস্তই লেখা হয় নাই। সেইদিন ডাকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পি, এল, রায় সাহেবের নিকট কলিকাতা পাঠাই এবং তাঁহার ১২ই ডিসেম্বরের চিঠি হইতে দেখা যায় যে তিনি ডাকের নিয়মানুসারে যথা সময়ে আমার চিঠি পাইয়াছিলেন।

আমার যত দূর স্মরণ হয় এই সকল নোটে কেবল মাত্র অত্যাবশ্যকীয় কথা লিখা গিয়াছিল (চিঠিতে তাহা দেখা যাইবে) যে সার জন উডবরণ ছাপড়ার মোকদ্দমা-টাকে একটা ঝুট মুট মিথ্যা মোকদ্দমা কল্পনা করিয়া ছিলেন। আমি জানি যে তিনি নিজেই এই মোকদ্দমা চুপ চাপ করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন: আমি যখন তাঁহাকে ইহা দেখাইয়া পাছড়াইয়া ধরিয়া ছিলাম তখন তিনি একথা বলিয়াছিলেন।

সারজন উডবারণ আমাকে "বোল্টোন সাহেব আমার বদলি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছে কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম 'না'। বোল্টন সাহেব আমাকে এবিষয় কিছুই বলেন নাই।

তখন সারজন উডবরণ বলিলেন "তুমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যখন আমি তোমার বদলির হুকুম পাশ করি তখন আমি তোমার রায় পড়িয়া ছিলাম না"। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন বলিতে কি যে আমি তোমাকে বলিতেছি যে তোমার রায় তুমি পড়িয়া বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকার উপযুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ

উপস্থিত হইয়াছে। শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী গণের ন্যায় বিচার বিভাগের. কর্ম্মচারীগণও আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী তাহারা ভাল করিয়া কাজ করে ইহাই আমি চাই। মনে-রেখো আমি তোমার উপকারের এবং তোমার পরিচালনার জন্যই এ কথা বলিতেছি............ ....। তোমার রায় পড়িয়া প্রকৃত পক্ষে যতদূর অপক্ষপাত হওয়া উচিত তুমি ঠিক তাহা কিনা—তৎসম্বন্ধে আমি সন্দি-হান—আছি। ক্রোধান্ধ হইয়া তুমি যে প্রকারে পুলিশ কর্ম্মচারীর এবং জেলার কর্ত্তার পশ্চাতে ছুটিয়াছ তাহাতে আমার বোধ হয় তাহাদের সঙ্গে তোমার বিবাদ আছে।

তাহাতে আমি ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই কর্ম্মচারীগণ নিজেরা তাহাদের সহিত আমার কোনরূপ বিবাদের আরোপ করিয়াছে কি?

সারজন উডবরণ পুনরায় বলিলেন "পুলিশমেন অথবা জেলার কর্ত্তার সহিত আমার দেখা হয় হয় নাই এবং "তাহাদের নিকট হইতে কোন চিঠি পত্র পাই নাই" আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে তোমার রায় সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ভাবে পাঠ করিবা তথায় নিরপেক্ষতার সন্দেহ হইয়াছে। আমি ইহার প্রতিউত্তরে বলিলাম যে অন্য লোকে কিন্তু আমার রায় ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছে—আমার কোন বন্ধুকে আমার এই রায় প্রকাশিত হওয়ার অব্য-বহিত পরেই দেখাই। তাহাতে তিনি বলেন যে এইরূপ একটা রায় ২টা "জাতীয় সমিতির" তুল্য মূল্যবান সার জন উডবারণ উত্তর করিলেন যে আমাকে অবশ্যই স্বীকার

করিতে হইবে যে আমার কোন বন্ধু আমার রায় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে মত প্রকাশের যোগ্য ব্যক্তি নহে তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ লোক। আরও আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায় মত প্রকাশ করিবার পক্ষে তাঁহার 'পজিশন' অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ।

তদুত্তরে আমি বলিলাম তিনি নিজকে যতখানি নিরপেক্ষ বিবেচনা করিতেছেন ঠিক ততখানি নিরপেক্ষ কিনা আমার সন্দেহ তিনি শাসন বিভাগের মাথা। সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার অধিস্থ শাসন বিভাগের কর্মচারীগণ যে অন্যায় আচরণ করিতেছেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এবং আমি জানি যে তাঁহার গবর্ণমেণ্ট সত্য যাহাতে প্রকাশ হইতে না পারে তাহা করার জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

ইহাতে সারজন ধৈর্যাহারা হইে থাকিলেন এবং বলিলেন আমার গভর্ণমেণ্ট! সাবধান পেনেল সাবধান! তুমি যাহা বলিতেছ তৎসম্বন্ধে তোমার বিশেষ সতর্ক ভাবে কথা বলা উচিত।

আমি বলিলাম তাজই, মোটের উপরে আমি এই মাত্র জানি যে আপনি 'লিগাল রিমেমব্রান্সের'' সঙ্গে সাক্ষী দিগকে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক কিনা তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া ছিলেন এবং যখন হেওলিসাহেব আপনাকে বলিয়া ছিলেন যে অবশ্য অবশ্যই তাহাদিগকে হাজির হইতে হইবে কেবল মাত্র তখনই আপনি হার মানিয়া ছিলেন।

সার জন তখন (গরম হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ লিগাল রিমামব্রান্সরের সঙ্গে পরামর্শ করায় আমার সম্পূর্ণ

অধিকার আছে। ইহা একটী ঝুটমুট অকিঞ্চিৎকর মোকদ্দমা ছিল এবং তুমি সমস্ত দেশ জুড়িয়া সাক্ষী তলব করিয়া ছিলে” আমি উত্তর করিলাম, কর্ব্বেট ছাড়া সকল সাক্ষীই ছাপড়ায় ছিল। এবং তিনিও এক জন পুলিসের এসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বই আর কিছু ছিলেন না। সারজন তখন “উঠিবার এবং মোলাকাত শেষ করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন” তিনি বলিলেন তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হইবে। আমি এখন তাঁহার সম্মুখে দাড়াইলাম এবং বলিলাম আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা অনেকটা ভয় প্রদর্শনের মত যদি আমি পরামর্শ পাই তাহা হইলে এ ব্যাপারটা হাইকোর্টে পেশ করিতে অনুমতি দেন কি ?

সারজন কিছু বেগের সহিত বলিলেন “না” আমি হাই-কোর্টের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাই না, আমার কর্ম্ম-চারীগণ কোথায় কি ভাবে ভালরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহা বলা আমার কাজ। বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীগণ আমার চাকর, হাইকোর্টের নন। এই সকল কথা আমি তোমাকে বেসরকারী (privately) ভাবে বলিতেছে।

আমি উত্তর করিলাম যে আমি একজন বিচার বিভাগের কর্ম্মচারী। মোকদ্দমার বিচার কি ভাবে করিতে হইবে আমি তৎসম্বন্ধে আমার মতানুসারে চলিতে বাধ্য। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন “ভাল, সে যাহা হউক তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার রায়টা লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। যদি তুমি কেবলমাত্র সেই লোকটাকে খালাস করিয়া দিতে এবং শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের উপর কোন প্রকার টিপ্পনি না কাটিতে তাহা হইলে কেহই কিছু মনে করিত না”।

আমি বলিলাম যে আমার রায় সত্য ঘটনা পরিপূর্ণ। এবং তাহাতে টিপ্পনি খুব কমই আছে। সার উডবারণ বলিলেন "তুমি ভিন্ন অন্য যে কোন জজই এই রায় দুপাতায় শেষ করিতেন"। অতঃপর ইহা বলিয়া তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুচর বর্গ যে কামরায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল সে কামরায় গেলেন। যখন এই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন কমিশনার "কলিয়ার" সাহেব, [যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে,] অন্য দিকে সারকিট হাউসে আসা যাওয়া করিতে ছিলেন। ইহা হয়ত ঘটনাক্রমে ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে অন্য কোন বাহিরের ব্যক্তি এই কথাবার্ত্তা না শুনিতে পারে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

সার জন উডবরণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমণের অল্পকাল পরেই বাবু মতিলাল ঘোষ বোল্টন সাহেবের দ্বারা একখান অর্দ্ধ সরকারী চিঠি প্রকাশ করিবার অনুমতি পাইলেন এই পত্র এই মর্ম্মে লেখা ছিল যে ছাপরার মোকদ্দমার অনেক পূর্ব্বে আমার নোয়াখালীতে বদলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যখন নিজদের জন্য কোন মিথ্যা কিছু করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন (গবর্ণমেণ্ট) বেসকারী কথা বলিতে বাধা প্রাপ্ত হন না। সার জন উডবরণ নোয়াখালী পরিদর্শন করিবার পূর্ব্বে এই পত্র প্রকাশের জন্য কেন যে বাবু মতিলাল ঘোষের নিকট পাঠান হয় নাই তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি হাইকোর্টকে এবং যে ব্যক্তি সাধারণের চাকর তাহাদিগকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করি যে ভারতগবর্ণমেণ্ট এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই সময়

পর্য্যন্ত আমার রায় প্রকাশিত হওয়ার দু'মাস পরেও এই মামলা ঘটিত বিষয় হস্তক্ষেপ করেন নাই অথবা মোটের উপর তাঁহারা ফিরাইয়া নিতে পারেন না এমন কোন উপায়ই অনুসরণ করেন নাই। এবং গারজন উডবরণ লর্ড কার্জ্জনকে এই ব্যাপার চাপ দিবার জন্য তাহাকে শেষ চেষ্টা করিতে দিতে বাধ্য করিয়া ছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহেই রাজ প্রতিনিধিকে বুঝাইতে পারিতেন যে তিনি উত্তর পশ্চমাঞ্চলে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার চাপা দিয়াছিলেন (তাঁহার মত মতে ইহা যে ঝুটমুট অকিঞ্চিৎকর মোকদ্দমা ছিল তৎসম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নাই।) আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দেশীয় কাগজ পত্রগুলির মুখ বন্ধ করিবার আশা করা হইয়াছিল। অথবা অধিকতর সম্ভব এই যে যদি আমি থামিয়া যাইবার কোনরূপ ইচ্ছা প্রদর্শন করিতাম তাহা হইলে আমর জন্য একটা বন্দোবস্ত হইত এবং দেশীয় কাগজ পত্রগুলির আন্দোলন বন্ধ করার জন্য আমাকে একটি ভাল জিলায় পাঠান হইত।

ইহা লক্ষ্য করার যোগ্য যে ১০ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে করবেট সাহেবের (বোধ হয় পুলিসমেন বলিয়া ইহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল) অথবা টুইডেল সাহেবের নিকট হইতে সার জন উডবরণ কোন কৈফিয়ত পান নাই। এবং আমি আরও ইঙ্গিত করি যে এই পর্য্যন্ত তিনি কাহারও নিকট হইতে কোনও প্রকার কৈফিয়ত তলব করান নাই। যদিও সরকারী রেজলিউশন মতে দেখা যায় যে টুইডেল সাহেব এবং মৌলবী আবের হোসেনের কৈফিয়ত ১৯০০ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে পাওয়া গিয়াছিল এবং বিবেচিত হইয়াছিল।

১৯০০ সালের ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত (বন্ধের পরের দিন)

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাকা হইয়াছিল না তখন গবর্ণ-মেণ্ট অবশ্য ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে তাঁহাদের নিকট কোন আপত্তি করার জন্য আমি বড় দিনের বন্ধের সুবিধা উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলাম না।

আমি এক্স ২৮চিঠ্ঠিতের (প্রাইভেট সেক্রেটরীর১২জুন তারিখের চিঠি) প্রতি হাইকোর্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।' আমার নিকট ইহা প্রকাশ করা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে আমার ২১শা মের চিঠি যে সময় দার্জ্জিলিং পৌহুছিতে পারিত সেই সময়ের মধ্যে এবং ১২ই জুনের মধ্যে এ বিষয় শিমলায় জানাইবার যথেষ্ট সময় ছিল।

উক্ত চিঠিতে কতকগুলি বিবরণ সম্বন্ধে আমি নিজেই স্বীকার করিয়াছি বলিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ প্রকৃত আমার স্বীকার কি অস্বীকারের গুরুত্ব উপর নির্ভর করে না আমি কি করিয়াছি তাহা বেশী আবশ্যকীয় নহে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারই লক্ষ্য করার বিষয়। আমি নিজের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে-গেলে আমি বিবেচনা করি যে আমি দেখাইতে পারি যে আমার চিঠি (যাহা ছোট লাটের হাতে থাকা উচিত) এক খান নিজের হাতের লেখান চিঠি ছিল এবং মেজর 'ষ্ট্রেচির' চিঠিতে যে সকল স্বীকৃত বিষয় লেখা রহিয়াছে তাহা তাহাতে নাই। যদি আমি বাস্তবিকই স্বীকার করিয়া থাকি যে আমি মোকদ্দমাগুলি আধা আধি বিচার করি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে এখনও একজন জজরূপে কেন রাখিয়াছেন? আমার বিশ্বাস হয় না যে তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন বলিয়াই আমাকে বার্ষিক দুহাজার পাউণ্ড দিয়া থাকেন।

এক্ষ ২৮ চিহ্নিতের আমি এই ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি যে শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহারা আমাকে পাছড়াইতে পারিয়াছিলেন এবং বিবেচনা করিয়াছিলেন যে আমাকে অপমান করায় যে তাঁহারা কেবল নিরাপদ হইবেন তাহা নহে বরং লাভবানও হইবেন। ২৮ চিহ্নিতে যে ডিসেম্বর মাসে ছোটলাট বাহাদুর কর্ত্তৃক নোয়াখালীতে আমার বদলীর বন্দোবস্ত ছাপরার মোকদ্দমা সম্বন্ধে শুনার অনেক পূর্ব্বেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া আমাকে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা মিথ্যা এবং নীচে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাও ঠিক তদ্রূপ মিথ্যা। লঘুতর কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে হইলে আমাকে ছাপরা হইতে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন ছিল না। অতিরিক্ত জজরূপে যে নিযুক্ত করা 'হইয়াছিল' তাহাই যথেষ্ট 'হাল্কা' ছিল। যদি আমি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত কোন কিছু করিয়া থাকিতাম তাহা হইলে যখন কৌন্সিলে আমার নিযুক্ত সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তখন আমায় তথায় নিযুক্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ উল্লেখ করিতে ছোট লাট কিছুই দ্বিধা করিতেন না আমি মনে আঘাত পাইব বলিয়া তিনি কারণ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন না। নোয়াখালীতে আমার বদলী হওয়াটা অনেক পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে 'হুদা' সাহেব এবং 'ফিসার' সাহেব তাহা জানিতেন। ছোট লাট জুন মাসে যে অর্দ্ধ সরকারী ভাবে মিথ্যা প্রচার করিয়াছিলেন জানুয়ারী মাসে যে তাহা প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন না তাহার প্রধান কারণ এই যে 'জজ ঘোষ' তখন তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। 'হাই কোর্টের চিফ

জষ্টিস এবং অন্যান্য জজেরাও' ইহা বিশেষরূপ জানেন যে আমার ১৮৯৯ সনের ২১ আগষ্ট তারিখের ১১১২নং চিঠি সম্বন্ধে ইংলিস কমিটিতে ভয়ানক বাদানুবাদ চলিয়াছিল এবং 'জজ রাম্পিনি' (যাহার মধ্যস্থাতে তখনও আমি আপত্তি করিয়াছিলাম) প্রস্তাব করিয়া ছিলেন যে, আমার বেতন হ্রাসের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট সুপারিস করা হউক। (চিফ জষ্টিস, 'মিঃ ঘোষ,' 'হিল' এবং 'উইলকিন্স' কর্তৃক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। তাঁহারা বলেন যে সীমা অতিক্রম করিয়া আমি অনেক অপ্রিয় সত্য উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে ভবিষ্যতে এই প্রকার না করার আদেশ করাই যথেষ্ট। সুতরাং ১৮৯৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪২৪নং চিঠিদ্বারা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক আমাকে এই অভিপ্রায় জানান হইয়াছিল।

এই সময় হাইকোর্ট আমাকে নোয়াখালীতে বদলি করিবার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই কেন তাহার কয়েকটী কারণ ছিল; প্রথমতঃ আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা আমি তাহাদিগকে অবগত করাইয়া ছিলাম। সারজন উডবরণ এক বৎসর পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে না পারিলেও হাইকোর্ট জানিতেন যে নোয়াখালী একটা অস্বাস্থ্যকর স্থান। আমি ময়মনসিংহ থাকিয়া মেডিকেল লিভ প্রার্থনা করারজন্য 'ডাক্তার এসের' নিকট হইতে যে সার্টিফিকেট (এস ৩৪) লইয়া ছিলাম কেবল যে তাহাই দাখিল করিয়াছিলাম তাহা নহে কিন্তু 'চাম্পারণ এবং সারণের সিবিল সার্জ্জন কর্তৃক দুই খান সার্টিফিকেটও দাখিল করিয়াছিলাম। (সার্জ্জেন্ট সিবিলসার্জ্জন, : কাপ্তান, মেডক্স ছাপরার মোকদ্দমায় সামিল ছিলেন লোকে বলে

তাঁহার সহিত আমার শত্রুতা আছে।) এই এক্স ৩৫ এবং এক্স ৩৬নং সার্টিফিকেটেই প্রকাশ যে আমি অলস নই। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই আমি কঠোর পরিশ্রম করি এবং ডাক্তারের নিষেধ স্বত্বেও নিয়মমত কোর্টে উপস্থিত হই।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার জন উডবরণ বলেন নাই যে আমি নোয়াখালীতে শাস্তি স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি—লঘুতর কার্য্যের জেলায় নিযুক্ত করাই আমার এই বদলির প্রকৃত কারণ ছিল। আমি গত অক্টোবরে সার জন উডবরণের গোচর করিত যে বাস্তবিক পক্ষেই নোয়াখালীর কার্য্য অত্যন্ত অধিক। অন্যান্য জেলার ন্যায় সে খানে কোন সবজজ নাই তিনি বলিয়াছিলেন আমি নোয়াখালীর কাজ অত্যন্ত বেশী দেখিলাম। ইহার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন কিন্তু তিনি একাজ পাতলা করার জন্য কোন চেষ্টা আজও করেন নাই। এখন সে খানে নিশ্চই অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য একজন অতিরিক্ত জজের প্রয়োজন। এবং পরে একজন স্থায়ী সবজজের প্রয়োজন।

এক্স ৩৭ বোর্ডিলন সাহেবের নিকট হইতে ৫ই অক্টোবর তারিখের একখান অর্দ্ধ সরকারী চিঠি। তাহাতেই লিখা আছে যে ছোট লাট দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আমার স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি কোন্ সাহায্য করিবেন না। আমি তাঁহার নিকট পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়াছিলাম না কিন্তু অন্য প্রদেশে প্রদেশান্তর হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

ইহা ২রা অক্টোবর সারজন উডবরণের সহিত আমি যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখে। বোর্ডিলন সাহেব প্রধান সেক্রেটরীর পদে পাকা হইলে

২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে আমার জন্য বদলির চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম তিনি প্রকৃত পক্ষেই আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক এইরূপ দেখাইলেন এবং সারজন উডবারণকে আমার সম্বন্ধে বলিবেন বলিয়া বলিলেন। ২রা অক্টোবর সারজন উডবারণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি বোর্ডিলন সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিলাম। সারজন উডবারণ আপত্তি উত্থাপন করিতে থাকিলে আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম যে আমার স্থান পরিবর্ত্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আমাকে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করেন না এবং যিনি আমাকে ডিসমিস করিবেন বলিয়া ভয় দেখান তাঁহার অধীনে আমি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। তাহাতে সারজন উডবারণ বলিবেন যে আমার উদ্দেশ্য কি তাহা তিনি বেশ বুঝেন এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন—বলিয়াছেন। কেননা ব্রহ্মদেশ হইতে তিনি আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক খারাপ কথা শুনিয়াছেন এবং বাস্তবিক পক্ষেই আমাকে কিরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে তাহা তিনি ঠিক পাইতেছেন না।

আমি ১৮৯৪ সালের শেষ ভাগে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করি। (ঠিক করিয়া বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের ১লা জানুয়ারী)। আমি সেখানে ভালই করিয়াছিলাম কি মন্দই করিয়াছিলাম তাহা কথা নয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৭ সনের ডিসেম্বর মাসে আমার সম্বন্ধে তথা হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা তাহাই শুনিয়াছিলেন। তখন আমাকে তাঁহার সেশন জজের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৭ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রদেশের অন্তর্গত একটী সর্ব্ব প্রধান সেসন জেলায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমার নিকট এইরূপ বোধ হয় যে শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ আমার ব্রহ্মদেশের খারাপ ব্যবহার সম্বন্ধে এখন যাহাই বলুন না কেন তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি যে তথায় অন্যায় করিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদ করা নহে বরং আমি যে এখন ন্যায়ানুমোদিত প্রকৃত কার্য্য করিতেছি ইহারই প্রতিবাদ করা।

সারজন উডবারণের নিকট হইতে বোর্ডিলন সাহেবের নিকট গেলাম এবং আমি যে অকৃত কার্য্য হইয়াছি তাহা বলিয়া তাহাকে চেষ্টা করিতে বলিলাম। ইহাতে আমার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল:—প্রথমটী এই বোর্ডিলন আমার স্বাস্থ্যের খাতিরে আমায় বদলির চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভাল স্বাস্থ্যকর স্থলের চেষ্টাই তাঁহার ছিল (উত্তর পশ্চিম কিম্বা মধ্য প্রদেশ) কিন্তু ২য় এবং প্রধানতঃ আমি হাতে কলমে কিছু লিখিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলাম। তাঁহার উপর পর্য্যন্ত—আমি নির্ভর করিতে পারি নাই। কেন যে আমি বদলির জন্য ব্যস্ত ছিলাম তাহার প্রধান কারণ এই যে আমি একবার সারজন উডবরণের 'মুঠের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিলে' আমি আমার মনের কষ্ট 'সেক্রেটারী অবষ্টেটের নিকট' এবং পরে পার্লিয়ামেন্টে জানাইতে পারিতাম। এ ব্যাপারটা আমার স্বকীয় (প্রাইবেট) বিষয় অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থের হিসাবে অধিক গুরুতর। এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন একজন

ইংরেজ জজকে হট কারিতার বশবর্ত্তী হইয়া—ভয় প্রদর্শন করিয়া যাহাতে সারজন উড্‌বারণ শাস্তি না পাইয়া ছুটিয়া যাইতে না পারেন তদ্বিষয়ে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

আমার সম্বন্ধে ছাপরা মোকদ্দমার ইতিহাস এ পর্য্যন্তই কিন্তু আমি হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধীয় ক্ষমতার সম্মুখে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় কতক গুলির বিষয় ধরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। এই সকল ঘটনা তাঁহারা এপর্য্যন্তও বিচার ক্ষমতার অতিরিক্ত ভাবেই পরিদর্শন করিয়েছিলেন। মিষ্টার করবেট ও সিমকিন্সের বিরুদ্ধে নরসিংহ যে অভিযোগ (উভয় ব্যক্তিই তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ছিল) উপস্থিত করিয়াছিল তাহাই মিঃ মেকফার্সন কর্ত্তৃক অন্যায় পূর্ব্বক ডিসমিস হইয়াছিল। মেকফার্সন তদবধি কমিশনারীতে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ করবেট এক বৎসরের জন্য প্রমশণ স্থগিত অবস্থায় নাম মাত্র দণ্ড পাইলেন। গবর্ণমেণ্টের হুকুম বাহির হইতে না হইতেই তিনি অস্বাস্থ্যকর বাখরগঞ্জ হইতে পরম স্বাস্থ্যকর রাচিতে বদলি হইলেন। তাহার পর এ যাবত তিনি তথায় আছেন। গত সিবিল লিষ্টে দেখা যায় তিনি মিঃ জষ্টিস ষ্টিভেন্সের পুত্র ব্যতীত তাঁহার সম সাময়িক সকল পুলিশ কর্ম্মচারীর উর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছিলেন। মিঃ ষ্টিভেন্সের পুত্র তাহার পূর্ব্বেই পাকা হইয়াছিলেন। মিঃ ব্রাডলির কাছে তাঁহার ব্যবহারের জন্য 'ছোটলাটের গভীর অসন্তোষের মন্তব্য' প্রেরিত হইয়াছিল। মন্ত্রী সভা-

ধিষ্টিত বড় লাটের বিবেচনাতেও 'তাঁহার ব্যবহার পুলিশের হস্তে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অন্যায় অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে' কিন্তু এই প্রথম এবং দ্বিতীয় মৌখিক ভৎর্সনা স্বত্বেও ব্রাডলি সাহেব মুজঃফরপুরের জেলাপুলি-শের কাজে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন এই জেলা বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা, এবং এই স্থানে একজন অতি পুরাতন কর্ম্মচারী ও বোর্ডিলন সাহেবের সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন। ব্রাডলি এখনও সেই স্থানে আছেন। আমাদেব অনেকেই এরূপ শাস্তি পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক। মিঃ বোর্ডিলন প্রথম অস্থায়ী ভাবে বাঙ্গালার প্রধান সেক্রেটরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এখন সেখানে পাকা হইয়াছেন।

আমাকে গত বৎসর আমার স্বাস্থ্য খারাপ থাকা স্বত্বেও ছুটী দেওয়া হয় নাই। মিঃ টুইডেল এবং জাকীর হোসেন (আমি যতদূর জানি ভালস্বাস্থ্যে) পুরা বেতনে ছুটী পাইয়া ছিলেন এবং পূজার বন্ধের সহিত তাঁহাদের ছুটী যোগ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতিগণকেও এরূপ অস্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয় না।

মিঃ বোল্টন রেভিনিউ-বোর্ডের আসনে উন্নত হইয়া-ছেন। সারজন উডবরণ এখনও বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আছেন এবং আমি এখনও নোয়াখালির জজ।

মিঃ টুইডেল ও মৌলবী জাকির হোসেন এখনও ছাপরায় অবিচার বিতরণ করিতেছেন। তাঁহাদের এখনও সরাসরি বিচারে মনুষ্যকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ৩ মাসের জন্য জেলে পুরিবার ক্ষমতা আছে এবং তাহার

আপিল নাই। বাবু জগন্নাথ সহায়, যে উকীলটী নরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাকে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইয়া ওকালতী করিতে হইয়াছে।

এই সকল বিষয় হইতে হাইকোর্ট এবং জন সাধারণ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের সৎ ইচ্ছা বা অসৎ ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেন।

এই সকল বিষয় হইতে এক্ষ ১৮ চিঠ্ঠিতের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। এবং তাহা হইতে ভারতের বিচার আদালত কতদূর স্বাধীন তাহা প্রকাশ পাইবে।

ঈশ্বরের মহান্ ইচ্ছা শক্তি আস্তে ২ পেশন করে। কিন্তু তাহাতে খুব কম পেশিত হয়। এবং আমি ইহাকে সর্ব্ব নিয়ন্তার বিশেষ নিয়ম না বলিয়া পারি না যে তিনি এই সকল বিষয় আমাকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে সুবিধা দিয়াছেন যে হাইকোর্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের বিচার না করিয়া পারিবেন না। মিঃ টুইডেল এবং মৌলবী জাকের হোসেন সম্বন্ধে আমি এই দেখাইতে ইচ্ছা করি যে গণেশ নারায়ণ ছালের মোকদ্দমায় (ইং লঃ রিঃ বম্বে ৪২৫) দেখা যায় যে হাইকোর্ট অসৎ মেজিষ্ট্রেট দিগকে কার্য্যচ্যুত করিতে পারেন। সেই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট যে বোম্বে গবর্ণমেণ্টকে এরূপ করিতে বাধ্য করা হইতে বাজ ছিলেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে ইতি পূর্ব্বে ষ্টেট সেক্রেটরী নিজেই যাহা করিবার তাহা করিয়াছিলেন। আমার প্রতি সারজন উডবারণ যে ব্যবহার করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে আমি হাই-

কোর্টের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত করিতেছি। হয় আমি সত্যকথা বলিতেছি না এবং এরূপ অবস্থায় আমি ভারতেশ্বরের প্রজা সাধারণের বিচারের যোগ্য পাত্র নহি অথবা আমি যদি সত্য কথা বলিয়া থাকি তাহা হইলে সারজন উডবারণ রাজকার্য্যে বহাল থাকিবার উপযুক্ত নহেন।

এক্ষণে আমি এক্স ১৮ চিহ্নিতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সারজন উডবারণ যখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমি রেলীকে ফৌজদারিতে দিতেই ইচ্ছা করিয়াছি তখন ইহা আমার নিকট আসিয়াছিল।

ফৌজদারি কার্য্য বিধির ৪৭৭ (১) ধারায় লিখিত আছে "যেমন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা কোন বিচার কার্য্য চলিবার সময় তাহা উক্ত আদালতের ৪৪৪ধারা বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত চার্জ্জ ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার নিকট হাজির জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারেন।"

বিধিতে বলে 'পারেন'—রেলি সাহেবকে ছল এবং জাল করার জন্য ফৌজদারিতে দিতে হইবেই তাহা বলে না। কিন্তু বলে আমি এরূপ করিতে 'পারি'।

কিন্তু লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের মতে 'পারা' এই শব্দে এইরূপ মোকদ্দমায় 'অবশ্য' এই অর্থ নিহিত থাকে। এই থানে আমাকে যে ইচ্ছা পরিচালনা করিতে হইতেছে তাহা খামখেয়ালী নহে বরং বিচারকের মত। রেলী সাহেব দোষী কি নির্দ্দোষী তাঁহাকে ফৌজদারিতে দিব কি না দিব তাহার মিমংসা করিতে যাইয়া তিনি আমার একজন বন্ধু ছিলেন বা আছেন এই ভাব অথবা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এই ভাব মনে উপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। 'রেলি সাহেবের অপরাধ উপর উপর দেখ' অন্যথা যদি আমি ব্যাপারটা ছাড়িয়া না দেই তাহা হইলে 'আমারই অনিষ্ট হইবে'। 'আমাকে প্রেষ্টিজ' দেখিতে হইবে না। 'পলিসি' বা রাজনিতি দেখিতে হইবে না।' কিন্তু বিচারে ন্যায়ের স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া ফৌজদারিতে দিতে হইবে কি না তাহাই দেখিতে হইবে। এবং ইহা এমন একটী প্রশ্ন যাহার একটী মাত্র উত্তর আছে। গবর্ণমেণ্ট আমর কাছে চান যে আমার বিচার নিতিকে তাঁহার শাসন বিভাগের অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত করি। 'কিন্তু আমি সে রূপ কিছু করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি'। যদি আমি, উডবরণ যেরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, রাম্পিনীর উপরে যে দোষারোপ করিয়াছি তাহা উঠাইয়া লইতে চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে আমি যেমন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমার টেলিগ্রাফের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি সেরূপ গবর্ণমেণ্টের উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। সার জন ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে এই 'দোষারোপ' আমার মাথার উপর ঝুলিতে থাকিবে এবং আমি ভয়ে ভয়ে আমার 'রায়' লিখিব এবং রেলি সম্বন্ধে বিচার করিব।

কিন্তু আমি ছোট লাটকে যত টুকু ডরাই জষ্টিশ রাম্পেনি-তত টুকু ডরাই। র্যাম্পেনি সাহেব এতদিন আমার পিছন দিক হইতে ছোরা মারিতে ছিলেন কিন্তু আমি তাঁহার সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাড়াইতে পারি এরূপ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমি অতিশয় সন্তুষ্ট। আমি হয়ত এই কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় করিতেছি যে গত ১লা জানুয়ারী

বৈকাল বেলা টালিগঞ্জ ঠিক তাঁহারই ন্যায় এক জন লোক আমাকে দেখিয়া পলাইয়া ছিলেন।

এই দোষারোপ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা সত্য। তাহার কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করিতেছি—রাম্পিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আরও কতকগুলি দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৯৮ সালের প্রথমভাগে মিঃ এফ, এস্ হেমিল্টন সি, এস, যিনি ময়মনসিং আমার অতিরিক্ত জজরূপে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এক দিন কোন একটী চা সমিতি সম্বন্ধে আমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন তিনি প্রায় ১০০০ পাউণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। এই সমিতি সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় কাগজগুলি সব ছাপা হইয়াছিল। সেগুলি আমার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

দেখা গেল যে চাহুজুকের সময় হুএয়ার নামক একজন হুজুকি লোক—এখন সে কোন প্রশস্থ ক্ষেত্রে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস—একটী চা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজদের অতিরিক্ত টাকা গুলির সদ্ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্য সে একটী সমিতি গঠন করে।

কয়েক জন সভ্য পরীক্ষার জন্য টাকাও দিয়াছিল। হুইয়ার সাহেব কয়েক জন লোককে এই গোলমালের মধ্যে ফেলিয়া ছিলেন। ডেভিড ইউল সাহেব জায়গা দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সভ্যেরা, তন্মধ্যে আমার এই উপায় হীন বন্ধুও টাকা দিয়াছিলেন। তাহার পর আরও ছিল এবং এইটী সবচেয়ে খারাপ যে সমিতির সভ্যগণ অধিকাংশ সভ্যকে রূপ মত প্রকাশ করিবেন তদনুসারে প্রত্যেকে হারমত বরাবর টাকা দিতে থাকিবেন। যাঁহারা পরীক্ষার জন্য টাকা দেন

নাই কিন্তু পরে টাকা দিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ইহা একটি বিশেষ শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ ভোট কেবল তাহাদের হাতেই ছিল। এবং কার্য্যতঃ ক্ষমতা তাঁহাদের হাতের বাহিরে ছিল।

আমি সমিতির নাম ভুলিয়াগিয়াছি কিন্তু মেসর্স এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং ইহার এজেণ্ট ছিলেন। এবং মেঃ ডেভিড ইউল, সি, ডি, সি, রিচার্ডস্ ই, এস, হুয়ার (ইহাঁদের কেহই টাকা দেন নাই) এফ, এস হেমিণ্টন, ডাক্তার 'মুরে' নামক কোন একজন লোক (আমার বিশ্বাস হয় এইভদ্র লোকটী পুরান বিবাদ মিটানের একটি নুতন পথ বাহির করিয়াছেন) এবং অনারেবল রবার্ট ফণ্টন রাম্পিনিও সভ্যদের মধ্যে ছিলেন।

সমস্ত বিষয়টা যে পঁচা ছিল, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। হুএয়ার সাহেবে তাহার বন্ধুদের নিকট যে চিঠি (ছাপা) লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃ ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন "কোম্পানিটা বিক্রয়ের জন্য কিন্তু তিনি এরূপ ভরসা করেন যে খুব বিচারের সহিত কাজ করিলে (নিমক দিলে) এক বৎসর কি দুবৎসরের মধ্যে খুব লাভ দেখান যাইতে পারে। সমস্ত কাজটী তখন অনেবারল রবার্ট ফণ্টন রাম্পোনি এম, এ; আই, সি, এস, কলিকাতা হাইকোর্টের জজকে ডিরেক্টারদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান আসন দিয়া ইংরেজ সমাজের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজ সমাজ তখন কোন চায বা চায় অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ডেবিড ইউল সাহেব তাঁহার 'ফার্ম্ম' উক্ত সমিতির সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলে কৌতুকচ্ছলে সভ্য দিগকে এই বলিয়া শান্তনা দিয়াছিলেন যে তিনি ঐ জমিনটা তাঁহাদিগকে উপহার দিবেন।

এই রূপ সমস্যার সময়—তিনি আর অধিক টাকা দিবেন কিনা এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে হেমিণ্টন সাহেব আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি তাহাতে এই দেখিতে পাইতেছি যে সমিতির অধিকাংশ সভ্যেরা তাঁহাকে যাহা দিতে আদেশ করিবে তাহা তিনি দিতে আইনত বাধ্য হইয়াছে কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে তিনি নিরাপদে অস্বীকার করিতে পারেন কেননা বিষয়টা আমার নিকট এত স্পষ্ট ছল বলিয়া বোধ হয় যে তাঁহারা এ বিষয় লইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে সাহস পাইবেন না আমি বলিলাম রাম্পিনি একজন সে বিষয় চাপা দিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।

হেমিণ্টন সাহেব তিনি যে রাম্পেনিকে এ কথা বলিয়াছেন তাহা আমাকে বলেন নাই। কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়া ছিলেন যে তিনি যাইয়া রাম্পিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাম্পিনির সহিত তাঁহার প্রিভিলেজ ছুটি হইতে ফিরিয়া আশার পর সমিতি সম্বন্ধে কথাও বলিয়া ছিলেন এবং রাম্পিনি তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন যে আমি পাগল। আমার বিশ্বাস হয় হেমিণ্টন এ সমিতিতে আর টাকা হারান নাই৹ বটে—কিন্তু রাম্পিনি হাইকোর্টে আমার অপকার করিতে কম চেষ্টা করেন নাই।

ইহা অসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে এরূপ খেয়াল জষ্টিস রামম্পিনির পক্ষে সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত ছিল কিন্তু ডেভিড ইউল এবং রামপিনীর মধ্যে এই পার্থক্য যে ইনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে কি পাইতে আসা করেন তাহা জানেন ইহা "মণ্টকালোতে" বাজি রাখার ন্যায়। তুমি জানিতে পারিতেছ যে ভাগ্য তোমার বিরোধী কিন্তু তথাপিও তুমি

যদি তাহাদিগকে ধরিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করা হই-য়াছে যে তাহারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত আছে।

র‍্যাম্পিনির ন্যায় লোকের পক্ষে এরূপ করা যে কেন অন্যায় তাহার কারণ এই অনেক যে লোকেই নির্ব্বোধ এবং কেবল নামে বলিয়া থাকে। র‍্যাম্পিনি কি করিয়া চা জন্মাইত হয় জানেন না—একটী চা কোমপানীর ডিরেক্টর সভায় স্থান পাইবার লোভ ভিন্ন তাঁহার আর কোন গুনই নাই। কিন্তু হাইয়কোর্টে তাঁহার পূর্ব্ব যে সকল খ্যাত নামা লোক হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামের গুণে তাঁহার নিজের নাম এবং উপাধিতে আগ্রাধিক পরিমানে একটী মুল্য পাইয়াছে কিন্তু ইহাই দুঃখের বিষয় যে তিনি উহা দিগকে না বেচিয়া পারেন না।

কলিকাতার বি, ইম্মিখ এণ্ড কোংর স্থাপিত মদ এবং হুইছকির কারখানা যখন লিমিটেড্ কোম্পানিতে পরিনত হইল এবং হাইকোর্টের জজ তাহার ডিরেক্টর হইলেন আমি তখন আমার টাকা উঠাইয়া লইলাম। কিন্তু আর কেহ সেরূপ করিয়া ছিলেনঃকিনা আমার সন্দেহ। কেম্পানি ফেল হয় নাই। কিন্তু কোন ২ অংশীদার আজকাল অতি তীব্র ভাষ প্রয়োগ করিতেছেন।

লোকে গিনিপিগ্ ভাইসরয় প্রত্যক্ষ করিযাছে সুতরাং গিনিপিগ্ জজদের সম্পর্কে আমার অধিক বলার দরকার দেখি না। এ বিষযে ১২ই জানুয়ারী "আউটলুকে" যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুপযুক্ত বোধ হইবে না। "ভয়ের কথা এই যে অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ লোকেও নিজকে বিক্রয় করিতে পারে·········কারণ যাহা তাহারা অবস্তু মনেকরেন তাহা সাধারণের মধ্যে সহজ প্রতারিত ব্যক্তিদের জন্য মিথ্যা প্রলোভ-

ণীর খাদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রকার ভাণ করা কি উপযুক্ত ও ন্যায় এবং ইহা কি ঘৃণিত নীচ নয়।”

এক্স ১৮ চিহ্নিত কে আদেশ মত লিখা হইয়াছিল তৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার কোন সন্দেহই নাই যে সারজন উডবার্ণ কর্ত্তৃক বাকল্যাণ্ড সাহেবের নিকট ইহার খসড়া প্রেরিত হইয়াছে অথবা হইয়াছিল। ইহা গবর্ণ-মেণ্টের কাগজে লিখিত গবর্ণমেণ্টের ইনভেলপে প্রেরিত ও ইহার উপর সার্ভিসের টিকিট আছে। বাকল্যাণ্ড সাহেব ইহা বিনা ব্যয়ে পাঠাইয়াছেন এবং ‘আণ্ডার’ সেক্রেটরীকে শুদ্ধ করিয়া অফিসিয়েটিং চিফ সেক্রেটরী করিয়াছেন

আমার ৩১ শে ডিসেম্বরের ২য় পত্র (এক্স ১৪ চিহ্নিত ইহারই একখানা নকল) বাকল্যণ্ড সাহেবের চক্ষু এড়া-ইতে পারে নাই। তাঁহাকে যদি এক্স ১৮ চিহ্নিত নকল করিতে বলাহইয়াথাকে তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে উহা করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাকল্যাণ্ড সাহেব জানেন যে আমি ঐ কথাকে মিথ্যা এবং যে কথা পুনরুদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা ব্যবশায়ী কথা বলিয় জানি।

বাকল্যাণ্ড সাহেব এবং আমি ১১ বৎসর পূর্ব্বে কারেন্সী আফিসে এক সঙ্গে ছিলাম। হয়ত্ত এই কারণ গতিকেই ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় তিনি সার্ট পরিয়াই আমাকে সম্ভাসন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আমার আবৃত পত্র পড়িয়াছিলেন এবং ইহা ঠিক হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে কয়েক দিনের মধ্যে আমি ইহা কাগজে কলমে চাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে অবশ্য তাহা তিনি জানেন। এক্স ১২ চিহ্নিত সম্পর্কে বাকল্যাণ্ড সাহেব আমাকে সদয় হইয়া

বলিয়া ছিলেন যে তিনি ইহা আদেশ অনুসারে লিখিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ঘটনা এই যে আমি শুনিয়া ছিলাম যে আপনি বিদায় চাহিতে ছিলেন এবং আমি এ বিষয়ে অদ্য প্রাতে গবর্ণরের নিকট বলিয়াছিলাম।" (আমি তখনও আবেদন করিনাই)। অবশ্য আমার কলিকাস্থ বন্ধুরা যতদূর সম্ভব সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিতে ছিলেন।

পরদিন বার্কল্যাণ্ড সাহেব আমাকে এক্স ১৫ চিহ্নিত পত্র লিখিয়াছিলেন। অবশ্য তখন তিনি আমার এক্স ১৪ চিহ্নিত পত্র পাইয়াছিলেন।

৬রা জানুয়ারী নোয়াখালী পৌছিয়া আমি বার্কল্যাণ্ড সাহেবকে এক খানা পত্র লিখি, এক্স ১৭ চিহ্নিত তাহারই এক খানা নকল। তখন সাধারণ নিয়ম মতই তিনি এক্স ১৪ চিহ্নিত পুনরায় তাহার নিকট আনয়ন করাইতেন এবং উভয়টীই সারজন উডযারণের নিকট পেশ করিতেন এবং এক্স ১৭ চিহ্নিত তাঁহারই জন্য প্রকশতঃ উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল বার্কল্যাণ্ড সাহেবের নিজের জন্য নয়। যদি বেতন সহ এক দিনের ছুটী দেওয়া নিয়া ব্যকল্যাণ্ড সাহেব নিজে এত গোল মাল করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে এতটুকু জানেন যে তাহার নিকট যে ক্ষমা চাওয়া হইবে না তাহা আমি জানি।

সেক্রেটরীরা এই প্রকারের পত্র যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেদেন না। আমি যখন সেক্রেটরীতে ছিলাম তখন আমার সেরেস্তা অত্যন্ত ও অপরিষ্কার ছিল, কিন্তু তাহা আমি করি নাই। বার্কল্যাণ্ড সাহেবের কামরা গুলি বিশেষ রূপ পরিষ্কার। বার্কল্যাণ্ড সাহেবের কামরা ক্লাবলাইব্রেরী হইতে (একইসমতল) ১৫ গজ দূরে এবং তথায় প্রচুর পরিমাণ লিখিবার কাগজ

ও এনভেলাপ আছে যদি তিনি আমাকে গোপনীয় (প্রাইভেট) পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিতেন ও তাঁহার কাগজ না থাকিত তাহা হইলে তিনি তথায় না গিয়া এই গুলি প্রেরণ করিলেন কেন?

পরিশেষে যদি ঐ পত্র গোপনীয় (প্রাইভেট) হইত অথবা গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে লিখিত না হইত তাহা হইলে তাহা বলিতে পৃথিবীতে কি বাধা ছিল?

ইহার ব্যাখ্যা আমি এই করি যে বাকল্যাণ্ড সাহেবর প্রভু তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতে আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু বাকল্যাণ্ড সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমি এরূপ কয়েক জন সেক্রেটারিকে জানি যাহারা মিথ্যা কথা বলিবেনা। এরূপ একজন অধুনা রেঙ্গুনে মরিয়াছেন।

আমি বিবেচনা করি আমার এই রায় ইংলণ্ডের লোকে পড়িতে পারে বলিয়া বেইলী সাহেবের জন্য গভর্ণমেন্টের এই অসাধারণ ব্যস্ততার কারণ আমাকে অধিক তর ভালরূপে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে ভারত সাম্রাজ্যে হতাশ ব্যক্তিদের আশ্রয়ের জন্য পুলিস বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা "সুবিধা জনক" এবং এইস্থানে উচ্চপদে এরূপ ব্যক্তি খুব কমই আছেন যাহাদের এই বিভাগে এরূপ কোন আত্মীয় নাই যাহার জন্য তিনি হয়ত গর্ব্বিত হইতে পারেন না এবং যাহাকে তিনি তাঁহার নিজ ক্ষমতার উপর ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করেন না।

অধিক বলিতে গেলে আমি দেখাইতে পারি যে কলিকাতা হাইকোর্টে সিভিলিয়ান জজদের মধ্যে মাত্র দুই জনের—প্রিন্সেপ ও ষ্টীভেন সাহেবের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র আছে এবং তাহাদের উভয়ের পুত্রই ভারতবর্ষের পুলিস বিভাগে আছে।

এই রায় দেওয়ার সময় আমাকে অনেক উচ্চ পদস্থ

ব্যক্তিদের কথা বলিতে হইয়াছে ও অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি আবরণ উন্মোচন করিতে হইয়াছে। আমাকে এখন জানিতে বাকি আছে যে যদি ন্যায়রূপে আবশ্যক হয় তাহা হইলে একজন ইংরেজ জজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার।

আমি আরও বলি যে আমার উল্লিখিত বিষয় গুলির মধ্যে কোন বিষয়ে হাইকোর্টের পূর্ব্বতন কার্য্যে অথবা অকার্য্য করিতা আমার বিনীত মতে, সদবিচার বিতরণের প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাসের লাঘব করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি গুণ এই হাইকোর্ট সমিতিতে এত অধিক পরিমানে দেখাযায় যে, যে সকল জজদ্বারা এই হাই-কোর্ট গঠিত তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের দ্বারা বিশেষ সুবিধা-প্রদ হইলেও যে ধারণা উপর, যে বিশ্বাসের উপর ঐ সমিতি স্থাপিত তাহা বাড়ান দূরে থাকুক বরং কমাইতেছে। সাধারণ লোকে এক জন জজের যে সকল গুণ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করে তাহা বহু পূর্ব্বে বার্ক কর্ত্তৃক তৎকালিন পার্লিয়ামেন্টের মেম্বরের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনে জয় লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। "আইন বিরহিত ক্ষমতার যে কোন রূপ প্রাদুর্ভাবে দৃঢ় ভাবে বাধা প্রদান, স্বাধীন তেজকে কতকটা ঔৎসুক্য এবং উল্লাসে পরিণত করা, কোনও কিছু বাহির করার জন্য চরিত্র গত ব্যগ্রতা, এবং গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক অন্যায় কার্য্য ও ভুল প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য সাহসিকতা" কিন্তু যে সকল গুণে স্থানীয় বার হইতে বা সিভিল সার্ভিস হইতে কোন লোককে সচরাচর হাইকোর্টের বেঞ্চে আনিয়া থাকে তাহা অন্যরূপ—"অলসতা নিয়মান প্রভৃতি; একটি প্রকৃতি, যাহাতে পদস্থ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বিষয়েই ভাল করিয়াছেন এই

খেয়াল আনয়ন করে যাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুগ্রহ ও সুহৃদতার বসতি করিতে অনুপ্রাণিত করে, একটী ঝোঁক যাহাতে ব্যক্তি সাধারণের কোন প্রকার স্বাধীনতা বা আবদার সহ্য না করিয়া ক্ষমতার কঠিন ব্যবহারের অনুমোদন করে।" বার্ক বলিতেছে "যে প্রবৃত্তি মানুষকে সাধারণ সভার (কোরাম) অভিমত গ্রহণ করিতে অনুরক্ত করে তাহা বিচার শক্তির ও সমর্থনীয়; কারণ এরূপ চরিত্রের একজন লোক যতই অতিরিক্ত ভাবাপন্ন হউক না কেন প্রকাশ্যতঃ সাধারণ বিশ্বাসের উদ্দেশ্যের বিরোধী নহে, ক্ষমতাকে নিয়মধীন করাই তাহার শেষ উদ্দেশ্য। এই শেষভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত না হইলেও ন্যাস্ত দায়িত্বানুরূপ কার্য্য করিবে—কিন্তু কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু যদি একটুকুও সরিয়া পড়ে তাহা হইলে অতিরিক্ততা গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ রাখার উদ্দেশ্যের সাহার্য্য না করিয়া বরং বিফল করিবে।"

সিভিলিয়ান যে সকল জজ এ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের আসন শোভিত করিয়াছেন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ জজকে অতিক্রম করিয়া যিনি বোম্বে সেক্রেটরীয়েট ব্যতীত বোম্বের বাহিরের অপর কোন ব্যক্তির নিকট অপরিচিত ছিলেন না এরূপ একজন ভদ্রলোক বোম্বে কাউন্সিলের জুডিশিয়াল মেম্বরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। আমি তখন ইংলণ্ডে ছিলাম এবং আমার স্মরণ আছে যে সার চার্লস প্রিচার্ড যথার্থই বলিয়া ছিলেন "বেচারা জার্ডিন সে কখনও গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করার জন্য কিছু করিত না। আমার বিবেচনায় সর্ব্ব সাধারণে হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে অধিকতর প্রস্তুত বলিয়া মনে করে। যদি এই প্রকারের ধারণা অধিকতর প্রচলিত হয়

তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় কারণ এতদ্দেশীয় লোক হাইকোর্টকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের রক্ষাকারী বলিয়া বিবেচনা করে তাহারা শান্তিপ্রিয় লোক এবং তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেক কিছু করার দরকার কিন্তু তাহারা ৩০ কোটী লোক যদি এই ৩০ কোটী লোকের মধ্যে অনুপাতে অধিক লোকের মাথায়ও এই কথা ঢুকে যে ইংরেজদের এই অত্যাচার দূর করার এক মাত্র উপায় আমাদিগকে দূর করা তাহা হইলে এমন কি ব্রিটিশ প্রেষ্টিজের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে।

আমার পূর্ব্বের লিখিত যে কোন রায় অপেক্ষা ইহা তিন গুণ বড়; কিন্তু আমি আমাদের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার মধ্যে 'সিপমানির মোকদ্দমা' নামক একটি মোকদ্দমায় একজন পূর্ব্বতন লর্ড চেন্সলরের কথা উদ্ধৃত করার জন্য ক্ষমনীয় হইতে পারি এবং ক্ষতিও অপকারের পরিমাণ যাহা রাজাও রাজ্য বিচারকদিগের প্রতি প্রযোজ্য উপযুক্ত তিরস্কার এবং অপযশ দ্বারা সহ্য করিয়াছেন তাহা এ স্থলে প্রকাশ করা যায় না। বিচারকগণ এই এবং এই প্রকার অন্যান্য ক্ষমতার কার্য্যে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত সততা ব্যতীত আইনের গৌরব সম্মান ও ধারনা রক্ষা করায় সম্ভাবনা ছিল না বিগত পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাউস অবকমন্সের উত্তেজনার আধিক্য প্রধানতঃ তাঁহাদের আইনের প্রতি অবজ্ঞা হইতেই প্রসূত হইয়াছিল এবং সেই অবজ্ঞাও উক্ত রায়ের কলঙ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় হাউস অব লর্ডসের সভ্যগণ যে বিচারক দিগকে আইন সম্পর্কীয় কোনও বিষয়ে দেব তুল্য সম্মান করিতেন

এবং তাঁহাদের মত ও কার্য্য সম্বন্ধে সাহায্য করিবার জন্য বিচা-রকদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক বলিয়া জ্ঞান করিতেন সেই বিচারকদিগকে অসম্মান ও অবজ্ঞা বিজড়িত দেখিয়া তাঁহারও হাউস অব কমন্সের সভ্যদিগের ক্রোধোন্মত্ততায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উহার অন্য কোনও কারণ ছিল না। এবং লর্ডগণ এক্ষণ পিতৃপুরুষদিগের সেই নিয়ম ও আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়া যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না বলিয়া তাহারা জানিতেন সেই জজদিগকে কোনও কথা না জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাদিগকে ক্ষমা যোগ্য বিবেচনা করিবাছিলেন। এই তিরস্কার বিচারকদিগের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া (যে বিচারকগণ তাঁহাদের উপদেশের ভাব ত্যাগ করিয়া আইনের কাঠিন্য ও রহস্য সাধারণ যুক্তির আদর্শ দ্বারা পরিচিত হইবাব জন্য এবং রাজকার্য্য জ্ঞানের দ্বারা মীমাং-সিত হইবার জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন) তাঁহারা নিজেই নিজের স্বত্ব যাহা তাঁহারা অন্যের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সেই ভাবে পরিচালন করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে যাহা সুবিধাজনক অথব যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেন উহাই আইন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যদি এই সকল লোক (যাহারা আইন পরিবর্ত্তন এবং প্রণয়ন সম্বন্ধে বস্তু ও ব্যক্তিদিগের বিচার বিষয়ে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উপদেশ ও অভিমত সর্ব্বদা পালন করি-য়াছেন) দৃঢ়তার সহিত ও অবিচলিতভাবে আইনের পক্ষ সম-র্থন করিবার জন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের সরল নীতির অনুসরণ করি-তেন তাহাহইলে অপরাপর লোকেও তাহাদিগের সাধুতার দৃষ্টান্ত অনুসারে বিনয় ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহা-দের আদেশ পালন করিতেন। ক্লার—হিষ্ট—ব্রিবেল। ৭—৬৯।

এই মোকদ্দমার বিচারকালে যাহা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি তাহা করিয়াছি, এখন হাইকোর্ট যাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন তাহা করিবেন।

মীমাংসা ও শাস্তি।

নোয়াখালী সেসন জজের কোর্ট উভয় এসেসরের সহিত এক মত হইয়া সাদক আলী, আছলাম এবং আনওয়ার আলীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে কোর্ট হুকুম দিতেছেন যে সাদক আলীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত গলায় দড়ি বান্ধিয়া ঝুলাইতে হইবে; এবং কথিত আছলাম ও আনওয়ার আলী যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে যাইবে। কোর্ট উভয় এসেসরের সহিত একমত হইয়া এয়াকুব আলীকে হত্যার অপরাধে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন এবং হুকুম দেন যে উক্ত এয়াকুব আলীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সাদক আলীর প্রতি যে প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বলবত করার জন্য এই কার্য্য বিবরণ হাই কোর্টে প্রেরিত হইবে। (স্বাক্ষর) এ, পেনেল। সেসন জজ ১৫-২-১০

পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে কয়েক খানি তর্জ্জমাকৃত চিঠি উঠাইয়া ছিলাম। তর্জ্জমাকৃত এক্স ১

প্রিয় বোডিলন সাহেব, নোয়াখালী ২৫। ডিসেম্বর।

বর্ত্তমান মাসের ১১ই আমার ভগ্নীর কলিকাতায় পৌছার কথা আছে তথায় যাইয়া তাহার সহিত দেখা করার জন্য বেতন সহ ৩ দিনের ছুটী লইতে কোন আপত্তি আছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। আমার ভগ্নী পূর্ব্বে কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই এবং এখানে আসা ও নিতান্ত সহজ নহে। অতএব আমাকে এই ছুটি দিলে আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখান হইয়াছে বিবেচনা করিব।

আমি বলিতে পারি যে আমার কোর্টের কাজ এ পর্য্যন্তও সুশৃঙ্খলা মতই চলিতেছে। আমি যত দূর জানি তাহাতে কোনও সেসন মোকদ্দমা মুলতবী নাই এবং আমার অনুপস্থিতি বাস্তবিক পক্ষে কাহারও অসুবিধা জনক হইবেনা। আপনার বিশ্বস্ত

অনারেবল জে, এ, বি। (স্বাক্ষর) এ, পি।

প্রিয় পেনেল, আপনার ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে কলিকাতা

আসার জন্য বেতন ৩ দিনের ছুটি পাইতে কোনও আপত্তি নাই।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) জে, এ, বর্ডিলন।

তজদিক এক্স ৪

ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লব, কলিকাতা ১২ই ডিসেম্বর ১৯০০স সন

প্রিয় বর্ডিলন সাহেব, আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম যে আমার ভগ্নীর ষ্টিমার "প্যারামেটা" পূর্ব্বের বিজ্ঞাপন মত গত কল্য আসিয়া পৌছে নাই এবং আগামী কল্য প্রাতঃ কালের পূর্ব্বে পৌছিবে না। এই সকল কারণে আমি এই সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত বেতন সহ ছুটির প্রর্থনা করিতে বাধ্য হইলাম। আমি তাড়াতাড়ি নোয়াখালী যাইয়া শনিবার সময় মত কাচারী করিতে পারিতাম কিন্তু আমি এরূপ চেষ্টা করা উপযুক্ত মনে করি না।

অপনার বিশ্বস্ত

অনারেবল জে, এ বর্ডিলন। (স্বাক্ষর) এ, পেনেল।

প্রিয় পেনেল, আপনি যেরূপ মনে করিয়াছেন থাকেন।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) জে, এ বর্ডিলন।

তজদিক এক্স ৬

৪, মিডলটনষ্ট্রীট কলিকাতা, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০০ সন।

প্রিয় পেনেল,

জজদিগকে জানান হইয়াছে যে আপনি কলিকাতা আসার জন্য গত ১২ই ডিসেম্বর চিফ সেক্রেটরীর নিকট হইতে ছুটী পাইয়াছিলেন। ১৫ই তারিখে আপনার স্বীয় স্থানে ফিরিবার কথা ছিল এবং চিফ সেক্রেটরী বুঝিয়াছিলেন যে আপনি তদ্রূপ করিয়াছেন। জজেরা জানিতে ইচ্ছা করেন যে কখন আপনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কোন তারিখে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও আপনি পুনঃ আপনার স্থান পরিত্যাগ করিতে অথবা যদি কলিকাতায় থাকেন তাহা হইলে তথায় থাকার জন্য কাহার অনুমতি পাইয়াছেন। আমি শীঘ্র উত্তর চাহিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আপনার বিস্বস্থ (স্বা) ই, আর চ্যাপম্যান।

উক্তাদিক এক্স এ।

হোটেলকন্টিনেণ্টেল ; ১৬শে ডিসেম্বর ১৯০০ সন।

আমার প্রিয় চ্যাপম্যান

আমি আপনার গত কল্যের অর্দ্ধ সরকারী পত্র পাইয়াছি। আমার ভগ্নীর ১১ই তারিখে কলিকাতা পৌছার কথা ছিল, এবং তাহার সহিত দেখা করার জন্য আমি চিফ সেক্রেটরীর নিকট হইতে বেতন সহ ৩ দিনের বিদায় পাইয়াছিলাম। তাঁহার ষ্টিমার পৌণে পৌছায় আমি সপ্তাহের অবশিষ্টাংশ বেতন সহ বিদায় পাওয়ার জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং তাহা মঞ্জুর ও হইয়াছিল। আমি কলিকাতা হইতে ১৫ই তারিখে (দরকারী সময়ের ১ দিন পূর্ব্বে) নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম। আমি ২৩শে তারিখের রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাগমন করি। এরূপ করার নিমিত্ত আমি কাহারও অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই, কারণ আমি ইহা দরকারী মনে করিনা। আমার এ পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে একজন জজের পক্ষে পূজা ব্যতীত অন্য কোন মঞ্জুরী বন্ধে ষ্টেসন হইতে অনুপস্থিত থাকিতে অনুমতির আবশ্যক করেনা এবং ১৮৯৯ সনের জুলাই মাসে আপনার সহিত আমার যে লিখা লিখি হইয়াছিল তাহাতে আমার এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। তৎপ্রতি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে প্রার্থনা করিতেছি। আমি আরও বলি যে আমি ১৮৯৮ ও ৯৯ সনের বড় দিনের বন্ধে ও কলিকাতায় আসিয়াছিলাম কিন্তু এতৎ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করা হয় নাই এবং আমার বিশ্বাস যে আমার সম্পর্কে যে মঞ্জুরীর দরকার হইয়াছে এরূপ কোনও মঞ্জুরী ব্যতীত অন্যান্য অনেক জজ এক্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত আছেন।

যদি আমি নোয়াখালী থাকিতাম তবুও কাচারী বন্ধ প্রতিকে আমি কোনও কাজ করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি বলিতে পারি যে উপরোক্ত কারণ ব্যতীতও আমার ফাইলের অবস্থা

এরূপ নয় যে আমার নোয়াখালী থাকা আবশ্যক। আমি সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের রিটার্ণের প্রতি লক্ষ্য করিতে প্রার্থনা করিতেছি; তাহাতে দেখা যাইবে কাজ কর্ম্ম এপর্য্যন্ত শৃঙ্খলা মতই চলিতেছে। আমি আরও বলিতে পারি যে আমি নোয়াখালী থাকা কালীন আমার একটি আদেশও হাই কোর্ট কর্ত্তৃক উণ্টান অথবা কমান হয় নাই। আমি পেশ করিতে চাই যে আমার কার্য্যের পরিমাণ বা মাত্রা এরূপ হয় নাই যে কোর্ট তৎ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারেন। এবং আমি ইহাও দেখাইব যে যদি আমার এই বড় দিনের পক্ষে কালিকাতায় আসার আবদারটি (যদি ইহা একটি আবদার হয়) অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে আমার প্রতি বিশেষ কঠিণ ব্যবহার করা হইবে, কারণ আমার ভগ্নী আমার সহিত আছেন এবং তাহাকে এই সময় এখানে যে আমোদ প্রমোদ হয় তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। সত্যই আমি সম্প্রতি বেতন সহ ছুটি নিয়াছিলাম কিন্তু তাহা সাংসারিক কার্য্য জন্য ছিল এবং আমার ১৪ বৎসর চাকরী সময়ের মধ্যে এই প্রথম যে এই প্রকার কারণ দেখাইয়া আমি ছুটি চাহিয়াছি। সম্ভবতঃ জজেরা অনুমান করিতে পারেন যে আমি ১৫ইর পরেও কালিকাতায় ছিলাম, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে তাহা নয়। যদি এই ভুল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আপনি চিঠি লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি যে অনুরোধটি করিতেছি তাহাতে বোধ করি হয় জজেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। এস, সি, মুখার্জ্জি সাহেবের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি ২রা জানুয়ারীর বেতন সহ ছুটি লইবার জন্য প্রধান সেক্রেটরী নিকট ছুটি লইতে ইচ্ছা করি। ইহার দিন ঐ মাসের ১ম তারিখে ধার্য্য হইয়াছে এবং জজ সাহেবেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া জানান যে ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই তাহা হইলে আমি বাধিত হইব

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) এ, পেনেল।

পুনশ্চঃ—আমার বেতন সহ ছুটী সম্পর্কে প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে লিখা পড়া হইয়াছে তাহার নকল এতৎসহ দেওয়া গেল। (স্বাক্ষর) এ, পি পেনাল।

তঅদিক এক্স ৯

ভারত বর্ষীয় টেলিগ্রাম। বীরভূম ষ্টেসনে এ, পি, পেনেল সাহেবের নিকট। কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীট, চ্যাপম্যান সাহেবের নিকট হইতে। তারিখ ২৯—১২—০০

রামপিনি আমাকে কোনও হুকুম দেন নাই।

(সি) তঅদিক নং ১০

কলিকাতা হাই কোর্টের নিকট।

বীরভূম, এ, পেনেলের নিকট হইতে।

প্রার্থনা যে আমার অর্দ্ধ সরকারী পত্রের উপর যে হুকুম হয় তাহা যেন হোটেল কন্টিনেন্টালে প্রেরিত হয় ও তথায় আগামী কল্য আমার পৌছার অপেক্ষা করে।

(স্বাক্ষর) এ, পি, পি। রওয়ানার তারিখ ২৯শে ডিসেম্বর।

তঅদিক এক্স ১১

হোটেল কন্টিনেন্টাল ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০০ সন।

আমার প্রিয় বাকল্যাণ্ড,

আমি ২রা জানুয়ারী বেতন সহ ছুটি পাইতে পারি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করার জন্য লিখিতেছি। আমি ১লা জানুয়ারী তারিখে এস, সি, মুখার্জ্জির বিবাহে যোগ দান করিতে চাই, তাহাকে আমি তাহার বাল্যকাল হইতে চিনি। চান্দ পুরের মাত্র এক মেইল আছে এবং তাহা অতি প্রত্যুষে যাত্রা করে বলিয়া আমি মঞ্জুরী বন্ধাতিরিক্ত ছুটী ব্যতিরেকে উক্ত কার্য্য করিতে পারি না। আপনারবিশ্বস্ত— (স্বা) এ, পেনেল।

অনারেবল সি. ই, বাকল্যাণ্ড, সি, আই, ই।

তঅদিক এক্স ১২

কলিকাতা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০০ সন।

আমার প্রিয় পেনেল,—২রা জানুয়ারীর বেতন সহ ছুটির জন্য আপনার অদ্যকার পত্র এই মাত্র পৌছিয়াছে।

আপনি কেন পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন নাই তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। ২রা জানুয়ারী স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিতে হইলে ১লা জানুয়ারী অতি প্রত্যুষের ট্রেণে আপনাকে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া আমি মনে করি এবং বর্ত্তমানে আমি বুঝিতে পারি না যে আপনি ২রা জানুয়ারীর বিদায়ের প্রার্থনা ৩১শে ডিসেম্বরের বৈকাল পর্য্যন্ত কেন রাখিয়াছেন। আপনি কি এই মাত্র নিমন্ত্রণ পাইয়াছে অথবা অদ্য বৈকালের পূর্ব্বের বিদায়ের প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করেন নাই?

অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহাও জানাইবেন যে যদি আপনি ২রা জানুয়ারী অতি প্রত্যুষে রওয়ানা হন—তাহা হইলে আপনি কেমন সময় নোয়াখালী পৌছিতে পারিবেন? ৩রা তারিখে কি আপনি যথা সময় কাছারী করিতে পারিবেন এবং পারিলে কতক্ষণের জন্য? আপনার বিশ্বস্ত (স্বা) সি, ই, বাকল্যাণ্ড,

তজ্জদিক এক্স ১৪ হোটেলকণ্টিনেণ্টাল ৩১-১২-০০

আমার প্রিয় বাকল্যাণ্ড

সঙ্গীয় চিঠি পত্র যাহা আমার ও হাইকোর্টের মধ্যে লিখালিখি হইয়াছে, দেখাইবে যে বেতন সহ ২রা জানুয়ারীর ছুটীর প্রার্থনা কেন আমি পূর্ব্বে করি নাই। "জজেরা" শব্দটি কেবল জষ্টিস রাম্পিনী সাহেবকে বুঝায়; ইংলিস কমিটির একজন মেম্বর মিঃ ঘোষ রামপিনি সাহেবের কার্য্যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। রামাপনি সাহেব আমার চিঠির কি টেলিগ্রামের উত্তর দেন নাই। আমি তাঁহাকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারি না। তিনি একটি চায় কোম্পানীর উন্নতির জন্য যে সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে তাঁহার বহু দিনের স্থায়ী জাত ক্রোধ আছে।

(২) আমি পূর্ব্বাপরই বেতন সহ ছুটীর জন্য আবেদন

করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি বহু পূর্ব্বেই অনিয়মিত এবং নিয়মিত নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বর ও তাঁহার খুড়া পি, এল রায়ের এক জন আন্তরিক বন্ধু এবং কন্যা পক্ষদিগকেও বহু দিন যাবত জানি।

(৩) যদি আমি এখান হইতে ২রা জানুয়ারী অতি প্রত্যুষে (৫ম পূর্ব্বাহ্ন ৭টায়) রওয়ানা হই তাহ হইলে ৩রা তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ১—৫৮ মিনিটে ফেণী পৌঁছি ও তথা হইতে সূর্য্যোদয়ে রওয়ানা হইয়া ৩রা তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ১০½ টায় কাচারী করায় উপযুক্ত সময়ে নোয়াখালী পৌঁছিতে পারি ও প্রায় সকল বিচা-রক কর্ম্মচারীগণ যতক্ষণ কাচারী করিয়া থাকেন ততক্ষণ কাচারী করিতে পারি। আমি এ বিষয় আপনাকে এত কষ্ট দিলাম বলিয়া দুঃখিত কিন্তু আপনি দেখিবেন ইহা আমার দোষ নয়।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) এ, পেনেল।

অনারেবল সি, ই, বাকল্যাণ্ড, সি, আই, ই।

তরুদিক এক্স ১৫ কলিকাতা ১—১—১৯০০

আমার প্রিয় পেনেল,

আপনার গত কল্যকার ২য় চিঠির উত্তরে জানাইতেছি আপনি বেতন সহ ২রা তারিখের ছুটি পাইতে পারেন, অর্থাৎ ১লা তারিখে মুখার্জ্জির বিবাহে থাকার জন্য আপনি কলিকাতায় থাকিতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে অবশ্য অনুরোধ করি-তেছি যে আপনি ২রা তারিখের অতি প্রত্যূষের ট্রেণে কলিকাতা ত্যাগ করিবেন যেন ৩রা তারিখে নোয়াখালীতে ফিরিয়া যাইয়া কাচারী করিতে পারেন। আপনার বিশ্বস্ত (স্বা)সি,ই,বাকল্যাণ্ড।

আমি আপনার চিঠি ফেরত দিতেছি।

তরুদিক এক্স ১৭

নোয়াখালী, ৩রা জানুয়ারী ১৯০১ সন।

আমার প্রিয় বাকল্যাণ্ড

আপনাকে এ বিষয়ে আমার সহিত লিখাপড়ি করায় কষ্ট

হইতে বাচাইবার জন্য আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আমি কলিকাতার সময়ের পূর্ব্বাহ্ন ১০—৪ মিনিটে নোয়াখালী পৌঁছিয়াছি এবং এক্ষণে (কলিকাতার ১২টা রেলওয়ের সময়ের ১১—২৭ মিনিট) আমি কাচারীতে। আমার কাচারীতে আসা মাজিষ্ট্রেটের সহিত একত্র ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা উভয়ে প্রায় একই সময় আফিসে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

আমি হয়ত ইহাও লিখিতে অনুমতি পাইতে পারি যে ১লা তারিখের ষ্টিমার ঠেকিয়া গিয়াছিল, গতিকেই চান্দপুরের পরবর্ত্তী স্থানের লোকদিগকে আমি যে ট্রেণে আসিয়াছি সেই ট্রেণে আসিতে হইয়াছিল; অতএব যদি আমাকে ২রা জানুয়ারী বেতন সহ ছুটী নাও দেওয়া হইত তথাপি আমি এতৎ পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিতাম না। হাইকোর্ট হইতে আমার টেলীগ্রাম অথবা পত্রের কোনও উত্তর পাই নাই।

আপনাকে এত কষ্ট দেওয়ার জন্য পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার বিশ্বস্ত— (স্বাক্ষর) এ. পেনেল।

অনারেবল সি, ই, বাকল্যাণ্ড, সি, আই, ই।

তত্রাদিক এক্স ১৮

ইউ, এস, ক্লব, কলিকাতা ২৬শে জানুয়ারী ১৯০১ সন।

আমার প্রিয়পেনেল —আপনার ৩১শে ডিসেম্বরের একখানা পত্রের একটি কথা সম্পর্কে পূর্ব্বেই আপনার নিকট আমার কিছু লিখিবার ছিল কিন্তু ইহা আমার লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল (আপনি যে বিদায় চাহিয়াছিলেন তাহা আমি মঞ্জুর করার পর) এবং এই মাত্র পুনরায় স্মরণ হইয়াছে।

আপনি লিখিয়াছিলেন "স্নামপিনি সাহেব আমার টেলীগ্রামের কি পত্রের উত্তর দেন নাই। আমি তাঁহাকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারি না। তিনি একটি চার কোম্পানীর উন্নতির জন্য যে সিভিল কোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে তাঁহার বহু দিনের স্বাভাবিক ক্রোধ আছে।"

ইহা একটি ধারণা সম্ভূত এবং এরূপ ধারণা কাহারও বিরুদ্ধে এবং নিশ্চয়ই কোন আফিস সম্পর্কীয় কার্য্যের কোনও বিশেষ রূপ ব্যবহারের কারণ বলিয়া এক জন হাই কোর্টের জজের বিরুদ্ধে করা উচিত নয়। এতৎ সম্পর্কে কোনও উপায় অবলম্বনের পূর্ব্বে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আপনাকে এই কথা প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়া আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি এই কথা স্থির রাখা ভাল মনে করেন তাহা হইলে ইহা রামপিনি সাহেবের দৃষ্টি গোচর করা আমার কর্ত্তব্য হইবে।

অনুগ্রহ করিয়া আপনার ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠিতে উল্লিখিত চিঠির ও টেলীগ্রামের এক খানা নকল আমাকে দিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) সি, ই, বাকল্যাণ্ড।

তজদিক একৃ ২০

কলিকাতা চীফ সেক্রেটরীর নিকট।

নোয়াখালী সেসন জজের নিকট হইতে।

আপনার ২৫শে তারিখের অর্দ্ধ সরকারী চিঠি গবর্ণমেণ্টের হুকুম মত লিখা হইয়াছে কিনা অনুগ্রহ করিয়া তারে জানাইবেন

(স্বাক্ষর) এ, পি পেনেল। রওয়ানার তারিখ ২৯-৪-১৯০১।

তজদিক একৃ ৩—এ, পি, পেনেল সাহেবের নিকট হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীপ সেক্রেটরী বর্ডিলন সাহেবের নামায় এক খানা লেফাফা।

তজদিক একৃ ৭ - হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার ই, পি, চ্যাপম্যান হইতে কলিকাতার হোটেল কণ্টিনেণ্টালে এ, পি, পেনেল সাহেব নামীয় এক খানা লেফাফা।

তজদিক একৃ ১৩ - বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটিং চীপ সেক্রেটরী সি, ই; বি হইতে কলিকাতার হোটেল কণ্টিনেণ্টালে এ পেনেল স্কোয়ারে সি, এস নামীয় এক খানা লেফাফা।

তজদিক একৃ ১৬—ঐ ঐ ঐ

তজদিক একৃ ১৯—ঐ ঐ ঐ

তর্জদিক এক্স ২১

নং৩০২ জে,। হিজুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট জুডিসিয়াল ব্রাঞ্চ। নোয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এ, পি, পেনেল স্কোয়ার সমীপে। দার্জ্জিলিং, ৩০শে এপ্রিল, ১৯০১ সন।

মহাশয়, — ছাপরার নরসিং সিংহের মোকদ্দমায় ভারত গবর্ণমেণ্টের হোমডিপার্টমেণ্টের ১৯০০ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের ১৩০৩ — ১৩০৪ নং রিজালিউসনের এতৎ সঙ্ক্রান্ত নকল খানা আপনার অবগতির জন্য পাঠাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

আপনার একান্ত বাধ্য ভৃত্য (স্বাক্ষর) সি, এল এস, রাসেল

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটরী

তর্জদিক এক্স ২২ নোয়াখালী, ৩১-১-১৯০১।

আমার প্রিয় পেনেল, যদি আমাকে বলিতে কোনও আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে চলিতে মাসের ৯ই তারিখে যখন আমি ষ্টেসন ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন আমি অতিথি সৎকার করিতে যত্ন নেই না বলিয়া যখনই কোনও বাহিরের লোক আইসে তখনই আমি ষ্টেসন পরিত্যাগ করি এই কথা অথবা এই ভাবাপন্ন কোনও কথা আপনি বলিয়াছিলেন কিনা প্রশ্নোল্লিখিত ঘটনায় আমার স্ত্রী আমাকে বলিতেছেন যে তিনি এই কথা শুনিয়াছিলেন এবং এতৎ সম্পর্কে আপনার ভগ্নীর সহিত তাঁহার যে লিখাপড়া হইয়াছে তাহা আমাকে দেখাইয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) জে, ডি, কারগিল।

তর্জদিক এক্স ২৩ নোয়াখালী, ৩১-১ ১৯০১।

আমার প্রিয় কারগিল, আপনাকে ইহা বলিতে আমার কোনও আপত্তি (ইহা আমার সময় নষ্ট করে এবং আমি অত্যন্ত ব্যস্ত এই আপত্তি ব্যতীত) নাই যে আমার যত দূর স্মরণ হয় তাহাতে আপনি যে প্রকার বর্ণনা করিতেছেন সেই প্রকারের কোনও মত ব্যক্ত করি নাই। তাহার কিছু পূর্ব্বে আমি ইজেকিল সাহেবকে আমার সহিত অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম

এবং সেই পত্রে বলিয়াছিলাম যে আমি শুনিয়াছি যে আপনি বিগনেল সাহেবের উপস্থিতির পুর্ব্বেই মফস্বল যাইবেন এবং তাঁহার (ইজেকিল সাহেবের) গমনের পুর্ব্বে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই

আপনি যাহা শুনিয়াছেন হয়ত ইহারই সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে। আমি কিন্তু আপনার অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কেনও মত ব্যক্ত করি নাই। ইজেকিল সাহেব আপনাকে এই চিঠি দেখাইতে পারেন। ইহা হয়ত কোর্টে ফাইলভুক্ত হইবে না

অনুগ্রহ করিয়া এখণে আমার সহিত সর্ব্ব প্রকার লিখা পড়ি হইতে বিরত থাকিবেন ইহাতে উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) এ, পেনেল।

তজদিক এক্স ১-২-০।

আমার প্রিয় পেনেল, আপনার ঘেসেড়ারা সার্কিট হাউস কম্পাউণ্ডে ঘাস কাটিয়াছে এবং আমার চাকরেরা বলিলেও তাহারা ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে অস্বীকার করিতেছিল। যখন আমি তাহাদিগকে আনার জন্য পাঠাইয়াছিলাম তাহারা আসিতে অস্বীকার করিয়াছিল। অতএব আপনার নিকট লিখা ব্যতীত গত্যন্তর নাই

বিষয়টি আরও খারাপ করার জন্য যে ক্রিকেট ও ফুট বল খেলার মাঠের ঘাস ভাল অবস্থায় রাখার জন্য আমি যত্ন নিয়া থাকি তাহারা সেই খানের ঘাস কাটিয়াছে অথবা খনন করিয়াছে।

যদি আপনি তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে এবং মাঠের যে অংশ তাহারা নষ্ট করিয়াছে সেই অংশে পুনঃ চাপড়া লাগাইয়া দিতে অথবা চাপড়া লাগানের খরচ আমার নিকট পাঠাইতে হুকুম দেন তাহা হইলে আমি বাধিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত (স্বাক্ষর) জে, ডি কারগিল।

পুনশ্চ—আপনি দেখিতে পাইবেন যে গত বারের নিষেধ স্বত্বেও আমি আপনাকে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি আরও বলিতে পারি যে ঘাস আমার সম্পত্তি নয়, ইহা গবর্ণমেন্টের।

(স্বাক্ষর) জে, ডি, কারগিল।

(কয়েকখানি পত্র)

প্রথম পত্র।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট।

তারিখ ৪ঠা মার্চ্চ ১৯০১।

মহাশয়, হাইকোর্টের মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণের আদেশ অনুসারে নিবেদন করিতেছি যে, মহাশয় যত শীঘ্র সম্ভব নিম্নলিখিত বিষয় গুলি শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের গোচর করেন।

২। নোয়াখালির সেসন জজ শ্রীযুক্ত এ, পি, পেনেল মহাশয় যে সেসন বিচারের বিবরণী পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া গেল, যে বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মিঃ পেনেল সাদক আলী, আনওয়ার আলী ও আসলাম নামক তিন ব্যক্তিকে ফৌজদারী দণ্ড বিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দণ্ড বিধান করিয়াছেন অপরাধীগণের মধ্যে সাদক আলীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে অদ্যাপিও উক্ত মোকদ্দমার কাগজ পত্র অত্রাদালতের হস্তগত হয় নাই। শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেব কলিকাতায় আছেন এবং নথি পত্র তাঁহারই নিকট রহিয়াছে; রেজিষ্ট্রারের নিকট এই সংবাদ পাইয়া ফৌজদারী বেঞ্চের বিচারকগণ অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট উক্ত কাগজ পত্র দিবার জন্য শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেবকে আদেশ প্রেরণ করেন এবং রেজিষ্ট্রার মিঃ শিপশাঙ্কসকে নথী গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেন।

৩। এই আদেশ অনুসারে অদ্য পূর্ব্বাহ্নে মিঃ শিপশাঙ্কস মিঃ চ্যাপম্যানকে সঙ্গে লইয়া হোটেল কণ্টিনেণ্টালে

পেনেল সাহেবের নিকট গমন করেন এবং বেলা একটা পনর মিনিটের সময়ে পেনেল সাহেবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। মিঃ শিপশাঙ্কস এই আদালতের ক্ষমতা পত্র পেনেল সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়া কাগজ পত্র চান। মিঃ পেনেল সে আদেশ লিপি তাচ্ছল্য করেন এবং কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিতেও অস্বীকার করেন; কোন নথি পত্রও দেন নাই।

৪। এই সমস্ত কারণে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বিবেচনা করেন যে, শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেবের উক্ত ব্যবহার ১৮৯৮ সালের কার্য্যবিধি আইনের ২৬ ধারা অনুসারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসঙ্গত হইয়াছে। অতএব প্রার্থনা যে, উপরোক্ত ধারা অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন পূর্ব্বক অবিলম্বে মিঃ পেনেলকে সস্পেণ্ড করা হয় এবং এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ যেন সত্বরেই এই আদালতকে অবগত করান হয়।

৫। বাঙ্গলা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং আসামের আদালত সম্বন্ধীয় ১৮৮৭ সালের ১২ বিধি অনুসারে মিঃ পেনেলকে যেন জেলার জজের পদ হইতে সস্পেণ্ড করিবার আদেশ জারি করা হয়। স্বাক্ষর—শিপশাঙ্কস, রেজিষ্ট্রার

দ্বিতীয় পত্র।

সস্পেণ্ডের হুকুম।

শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেবের নিকট।

তারিখ। ৪ঠা মার্চ্চ অপরাহ্ন।

মহাশয়, ছোটলাট বাহাদুরের আদেশ অনুসারে এই

পদের সংযুক্ত হাইকোর্টের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রারের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের ৬০০ নম্বর পত্র এবং এই ১৪৮২ নম্বর এ. সি, বিজ্ঞাপন আপনার অবগতির জন্য প্রেরিত হইল। আপনাকে নোয়াখালির ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের পদ হইতে সস্পেণ্ড করা গেল।

২। আমার ৩রা মার্চ্চ তারিখের ১৪৮০ নম্বর পত্রে আপনাকে অবিলম্বে নোয়াখালি যাইবার আদেশ করিয়াছিলাম, আপনি এখনও সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। আপনি অবিলম্বে নোয়াখালী ফিরিয়া যান; অন্যান্য আদেশ সেখানে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।

স্বাক্ষর—সি, ই, বক্‌লাণ্ড
অস্থায়ী প্রধান সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

নং ১৪৮২, এ, সি, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯০১। হাইকোর্টের মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের অভিপ্রায়ানুসারে এবং কার্য্যবিধির ২৭ ধারা ও ১৮৮৭ সালের ১২ আইনের বিধান মতে নোয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ মিঃ এ. পেনেলকে সসপেণ্ড করা গেল।

ছোটলাট বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে
স্বাক্ষর—সি, ই, বক্‌লাণ্ড।

তৃতীয় পত্র।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট।

তারিখ ১১ই মার্চ্চ ১৯০১।

মহাশয়, আপনার ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের ১৪৮১ নম্বর এ,

বি, পত্র ও তৎসম্বলিত আমার সসপেন্‌সনের আদেশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি এখন কর্সিয়ংস্থ ক্লারেণ্ডন হোটেলে রহিয়াছি; অতঃপর আমাকে কোন প্রকার আদেশ পত্র প্রেরণ করিতে হইলে এই ঠিকানায় অথবা ভবিষ্যতে আমি যে ঠিকানা প্রেরণ করিব সেইখানেই পাঠাইবেন।

২। আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনয়ন করিবার অভিপ্রায় আছে কি না, এবং যদি কোন অভিযোগ আনিতে হয়, তাহা হইলে আমার বক্তব্য শ্রবণ করা বা আমাকে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে দেওয়া হইবে কি না জানিতে প্রার্থনা করি।

৩ সত্বরে উত্তর প্রার্থনীয়।

স্বাক্ষর—এ, পেনেল।

চতুর্থ পত্র।

শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেবের নিকট।

তারিখ। ১৩ মার্চ্চ, ১৯০১।

নং ১৮৭২ এ। নিয়োগ বিভাগ।

মহাশয় আপনার ১১ই মার্চ্চের লিখিত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি; উক্ত পত্রে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আপনি পুনরায় গবর্ণমেন্টের আদেশ অমান্য করিয়াছেন।

২। আপনার পত্রে দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেন্টের আপাততঃ আপনাকে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিবার নাই।

স্বাক্ষর—সি, ই, বক্‌লণ্ড।

পঞ্চম পত্র।

ভারত গবর্ণমেণ্টের হোমডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট (বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া যাইবে)।

তারিখ ১৮ই মার্চ্চ ১৯০১।

মহাশয়, আমি নিবেদন করিতেছি যে আমি ১৫ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে কার্য্য করিতেছি। এবং অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দেশের নোয়াখালী জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ছিলাম।

২। ১৯০১ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ—সন্ধ্যার সময়ে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৪৮১ এ বি নম্বর পত্র অনুসারে উক্ত গবর্ণ-মেণ্টে কর্ত্তৃক আমি সসপেণ্ড হইয়াছি; উপরোক্ত আদেশের প্রতিলিপি অত্রসহ প্রেরিত হইল। ঐ আদেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই এবং আমার নিকট হইতে কোন প্রকার কৈফিয়তও চাওয়া হয় নাই, এবং উক্ত আদেশ পত্রে আমার সসপেন্‌সন কতদিনের জন্য তাহাও বলা হয় নাই।

৩। ১১ই মার্চ্চ তারিখে আমি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মহাশয়কে এক খানি পত্র লিখি, উক্ত পত্রের অনু-লিপি এতৎসহ প্রেরিত হইল। ঐ পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাই যে, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনীত হইলে আমি কোন কৈফিয়ত বা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে পাইব কি না?

৪। তদুত্তরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মহা-শয় তাঁহার ১৩ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত ১৮৭২ নম্বর পত্রের

দ্বারায় আমাকে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের আপাততঃ আমাকে কোন সংবাদই দিবার নাই।

৫। আমাকে সসপেণ্ড করার প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, আমি বেতন এবং ভাতা প্রভৃতিতে মাসিক আড়াই হাজার টাকা পাইতে ছিলাম এক্ষণে আমি কেবল মাত্র মাসিক চারিশত টাকা পাইব। যতদিন আমি সস্‌পেণ্ড অবস্থায় থাকি, তত দিন বারিষ্টারী বা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না; আমার বিশ্বাস আছে যে আমি এখনও বেসরকারী কার্য্যে মাসিক চারিশত টাকার অধিক যে কোন প্রকারে উপার্জ্জন করিতে পারি এবং আমি জানাইতেছি যে ইতিমধ্যেই চারিশত টাকা অপেক্ষা অনেক অধিক বেতনে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের একখানি প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় ভার পাইয়াও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আমাকে ইতি পূর্ব্বে কথা দিয়াছিলেন যে, আমি মে মাসে বিদায় পাইব। আমার শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আমাকে অতি সত্বরেই দেশে যাইতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমিও দেশে যাইতে পারিতেছি না, আমার ভগিনীকেও পাঠাইতে পারিতেছি না, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের বাক্যে নির্ভর করিয়াই এই গ্রীষ্ম কালের প্রথমেই আমি বিলাতে আমার ভগিনীর বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়াছি; আমার ভগিনীর ভাবী স্বামী এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই সাড়ে তিন হাজার মাইল রেলপথ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং বোম্বাই সহরে তাঁহার অনেক দরকারী কার্য্য ছিল তাহা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৭। আমার বিশ্বাস যে, আমাকে সসপেণ্ড করিয়া স্থানীয়

গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন এবং আমি এ কথা বলিতেও উপদিষ্ট হইয়াছি যে তাঁহাদের এ কার্য্য বে-আইনী হইয়াছে। আমার কথা এই যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে অতি তাড়াতাড়ি কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহারা এখন তাঁহাদের কার্য্যের যুক্তি প্রদর্শন করিতেও পারিতেছেন না, কোন প্রতি-বিধান করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা অন্য বিচারপতিগণের অভিমত (recommendation) আমাকে সসপেণ্ড করার যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না; যিনিই কেন এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করুন না, আমাকে সস্‌পেণ্ড করিবার সম্পূর্ণ দায়ই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধেই আরোপিত হইবে।

৮। অতএব আমার নিবেদন এই যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর আদেশ প্রদান করা হউক যে, যেন আমাকে অবিলম্বে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অথবা আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে এবং আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুবিধা ও অবসর দেওয়া হইবে কি না সে কথা আমাকে অবিলম্বে অবগত করান হয়।

৯। বিলাতের ডাক আগামী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতা ছাড়িবে। অতএব আমার নিবেদন এই যে ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি আমার পত্রের উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা যেন আগামী ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরিত হয়। কারণ সন্তোষ জনক কোন প্রকার প্রতিবিধানের আদেশ না হইলে এই বিলাতী ডাকেই আমাকে বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারী ও অন্যান্য বেসরকারী ইংরেজ ও ইংরেজ সমিতির নিকট পত্রাদি লিখিতে হইবে।

১০। যাহাতে সময় নষ্ট না হয় সেই জন্য এই পত্রের এক খণ্ড অনুলিপি প্রধান সেক্রেটারীর ১১ই মার্চ্চ তারিখের ১৪৮ এ, বি, নম্বর পত্র (যে পত্রে আমার সস্‌পেণ্ডের আদেশ ছিল) এবং তাঁহার ১৩ ই মার্চ্চ তারিখের ১৮৭২ নম্বর পত্রের অনুলিপি আমি বরাবর ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহোদয়ের হস্তে স্বয়ং অর্পণ করিলাম। স্বাক্ষর—এ, পেনেল।

ষষ্ঠ পত্র।

শ্রীযুক্ত এ পি পেনেল আই, সি, এসের নিকট

তারিখ—২১ এ মার্চ্চ। নম্বর ২০৭৪।

মহাশয় আপনার ১৮ই তারিখের ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট লিখিত আবেদন পত্রের উত্তরে আপনার অবগতির জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্টের ২৬৯১ নম্বর পত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি প্রেরিত হইল।

সপ্তম পত্র।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট।

তারিখ—২০শে মার্চ্চ, ১৯০১। নম্বর ২৬৯১।

মহাশয়, সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত পেনেল সাহেবের আবেদন সম্বলিত আপনার ১৯এ মার্চ্চ তারিখের লিখিত ২০২৫ এ, নম্বর পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। মিঃ পেনেল এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে হয় তাঁহাকে অবিলম্বে স্বদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হউক, অথবা তাহাকে জানান হউক যে তাঁহার অপরাধ কি এবং সেই অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহাকে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে কি না? আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচার-

পতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণের অভিমত অনুসারে পেনেল সাহেবকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে, এবং সস্পেণ্ডের কারণ হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের গত ৪ঠা মার্চ্চের ৬০০ নম্বরের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত পত্রের প্রতিলিপিও পেনেল সাহেবের অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। অতএব নিবেদন, আপনি পেনেল সাহেবকে জানাইবেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশে হস্তার্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

অষ্টম পত্র।

ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট।

তারিখ—২১এ মার্চ্চ, ১৯০১।

লর্ড মহাশয়, আমার নিবেদন এই যে, আমি গত ১৫½ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে সিবিল সার্ব্বিসে কার্য্য করিতেছি এবং অল্প দিন হইল বাঙ্গালা দেশের নোয়াখালী জেলায় জজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম।

২। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী একটি খুনী মোকদ্দমার রায় দিই এবং তদুপলক্ষে তথাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বেলী নামে একজন ইউরোপীয়ান বা ইউরেসিয়ানকে জাল ও মিথ্যা কথা বলা অপরাধে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা কর্ত্তব্য মনে করি। পূর্ব্বোক্ত খুনী মোকদ্দমার বিচার সময়ে যাহাতে আমি উক্ত পুলিস সাহেবকে ফৌজদারীতে না দেই সেজন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আমাকে ভয় প্রদর্শন করেন; সেই কারণে আমি ছোট লাট ও বড়লাট বাহাদুরের ব্যবহার প্রকাশ করিবার জন্য আমি এই নোয়াখালী খুনী মোকদ্দমার রায়ে ছাপরা মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়া আমার মন্তব্য

লিপিবদ্ধ করি; ছাপরা ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ব্ব বৎসর ১৩ই মে তারিখে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভাতেও কথা উঠিয়াছিল। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে আমি রাজপুরুষগণের অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেই।

৩। মিঃ রেইলীকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমি হাজতে দিই; স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১৬ই তারিখে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দিবার অনুরোধ করেন; তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তৎপর দিন রবিবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা আমাকে টেলিগ্রাম করেন; তাহাতে রেলী সাহেবকে কেন জামিন দিই নাই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং আমার রায় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ রেলীর পক্ষ হইতে তখনও হাইকোর্টে কোন প্রকার আবেদন করা হয় নাই, অথচ প্রধান বিচারপতি মহাশয় আপনা হইতেই আমাকে তার পাঠাইলেন। এই কার্য্য যে কতদূর ন্যায় ও আইন সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আপনি আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন এই প্রকার বে-আইনী অন্যায় কার্য্যের জন্য প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের ব্যবহার জীবের সনদ কাড়িয়া লওয়া উচিত। যাহা হউক আমি প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিলাম না; রেলী সাহেব ২০এ তারিখ পর্য্যন্ত জেলেই বাস করিলেন এবং ঐ দিনে হাইকোর্ট হইতে তাঁহার জামিনে মুক্তি আদেশ আসিলে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়।

৪। ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঐ মোকদ্দমার কাগজ পত্র হাতে হাইকোর্টে দাখিল করিবার জন্য আমি কলিকাতায়

আসি ; আমার নিজের আসিবার কারণ এই যে এই নথীতে অনেকগুলি দরকারী কাগজ পত্র ছিল, তাহাতে ছোট লাটের সম্বন্ধেও অনেক কথা ছিল। অন্যের দ্বারা পাঠাইয়া দিলে পাছে কোন কাগজ পত্র খোয়া যায়, এই ভয়ে আমি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। যাহাতে কলিকাতায় আসিতে না পারি সে জন্য ছোট লাট বাহাদুর দুই ঘণ্টার মধ্যে পর ২ দুইটা তার পাঠাইয়া আমাকে নোয়াখালিতে থাকিতে বলেন। সে সময়ে লোক গণনার জন্য কাচারী বন্ধ ছিল, সুতরাং আমারও কোন কাজ ছিল না। ছোটলাট বাহাদুরের আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমার স্বহস্তে কাগজ পত্র দাখিল করিবার অভিপ্রায় আরও দৃঢ় হইল আমি ১লা মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

৫। ২৮এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কাগজ পত্র সমস্তই দপ্তর খানায় ছিল, কারণ আসামী ও অন্যান্য ব্যক্তিকে নকল দিতে হইয়াছিল, সুতরাং সমস্ত কাগজ পত্র গোছাইবার ও ফিরিস্তী ভুক্ত করিবার অবসর মোটেই হয় নাই। ঐ মোকদ্দমায় একজনের ফাঁসীর আদেশ হইয়াছিল ; সেই আদেশ আইনানুসারে হাইকোর্টে পাঠাইবার নিয়ম, তাহাও ঐ কয়দিনের মধ্যে করিয়া উঠা যায় নাহি।

৬। ২রা মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় বসিয়া কেরাণীগণের সাহায্যে আমি কাগজ পত্র গোছাই এবং সে গুলি ফিরিস্তি ভুক্ত করি ; এই কার্য্যে সেদিন চলিয়া যায়। ৩রা মার্চ্চ রবিবার ; কিন্তু সেই দিন প্রধান বিচার পতি মহাশয় কাগজ পত্র গুলি হস্তগত করিতে অভিলাষ করেন এবং সেই জন্য সেই দিন মিঃ ক্যাপম্যান সাহে-

বকে আমার নিকট পাঠান, এই চ্যাপম্যান সাহেব পূর্ব্বে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন, কিন্তু যখন আমার নিকট আগমন করেন তখন তাঁহার সে চাকুরী ছিল না। সুতরাং প্রধান বিচারপতি মহাশয় এ প্রকার একজন বাহিরের লোকের হাতে কাগজ পত্র দিবার জন্য যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত ও বে-আইনী হইয়াছিল। চ্যাপম্যান সাহেব প্রধান বিচারপতির লিখিত একখানি ক্ষমতা পত্র আমাকে দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে পত্রখানি দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন যে, তিনি তখন রেজিষ্ট্রার নহেন। আমি তাঁহার হস্তে কাগজ পত্র দিতে অস্বীকার করিলে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে যদি তাঁহার হাতে কাগজ পত্র দিতে আমার সন্দেহ হয়, তবে আমি কেন নিজে প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে কাগজ পত্র দিয়া আসি না। তাঁহার কথার উত্তরে আমি বলিলাম যে, এ সম্বন্ধে আমি আমার পরম বন্ধু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, এল, রায় মহাশয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। তখন চ্যাপম্যান সাহেব চলিয়া গেলেন; আমিও ব্যারিষ্টার রায় মহাশয়ের নিকট গেলাম, তিনি প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের নিকট কাগজ পত্র দিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ আমার কেরাণীদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের গৃহে গেলাম, এবং আমার আগমন সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া শেষে তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না; আমার যাহা কিছু বলিবার

যা দিবার থাকে তাহা যেন আমি হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মহাশয়কে বলি বা দিই। আমার বিশ্বাস প্রধান বিচার-পতি এই কাগজ পত্র গোপনে দেখিতে চান।

৭। তাহার পর দিন ৪ঠা মার্চ্চ সন্ধ্যার সময়ে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৮১ এ, বি, নম্বর পত্রে আমি সস্‌পেণ্ড হই; হাইকোর্টের অভিমতেই আমাকে সস্‌পেণ্ড করা হয়; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করা হয় না, বা কোন কারণ প্রদর্শিতও হয় না। আমার কোন কৈফিয়ত লওয়া হয় নাই, এবং কতদিন যে আমি সস্‌পেণ্ড অবস্থায় থাকিব তাহাও কিছু বলা হয় নাই।

৮। তাহার পর ১০ই মার্চ্চ তারিখে আমি বাঙ্গালা গবর্ণ-মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট এক খণ্ড আবেদন পত্র প্রেরণ করি, তাহার প্রতিলিপি প্রেরিত হইল। উক্ত আবেদনে আমি জানিতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইবে কি না, এবং যদি হয় তাহা হইলে আমার কোন কৈফিয়ত লওয়া হইবে কি না, অথবা আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধা ও অবসর দেওয়া হইবে কি না?

৯। ঐ আবেদনের উত্তরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে জানান যায় যে, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে এক্ষণে আমাকে অবগত করাইবার কিছুই নাই; উক্ত ১৮৭২ এ নম্বরের পত্রের অনুলিপিও এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।

১০। এই পত্র পাইয়া আমি গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করি, তাহাতে এই প্রার্থনা থাকে যে, হয় আমাকে শীঘ্র স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা উচক, আর নাহয় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া

আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেওয়া হউক। আমি এই আবেদনের উত্তর অদ্য অপরাহ্ণ দুইটার মধ্যে প্রার্থনা করি, কারণ তাঁহার উত্তর পাইলে আমি অদ্যকার মেলেই আপনাকে সবিশেষ অবগত করাইতে পারিব।

১১। আমি এখন পর্য্যন্তও কোন জবাব পাই। বড় লাট ও ছোট লাট উভয়েই আমার বিরুদ্ধে; সুতরাং আমি এ দেশে সুবিচার পাইবার আশা করি না। এই জন্যই আমি আপনার নিকট এই আবেদন করিতেছি যে দয়া করিয়া আমাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে আজ্ঞা হয় এবং আমি যথাস্থানে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে গিয়া যে প্রকার ব্যবহার পাইয়াছি তাহার যথোপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।

১২। আমার আর নিবেদন এই যে, আমার এই আবেদনের উত্তর যেন তারযোগে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে জানান হয়। কারণ অদ্য হইতে দশ দিনের মধ্যে কোন উত্তর না পাইলে আমাকে বিলাতে যাইয়া ভারত সম্রাটের নিকটও পার্লিয়ামেণ্টে আমাকে আবেদন করিতে হইবে।

১৩। এই আবেদন পত্রের একখণ্ড যথারীতি প্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিলাম; সময় সংক্ষেপ জন্য একখানি বরাবর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলাম।

(স্বাক্ষর) এ, পেনেল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই পত্র ডাকে প্রেরিত হইবার পরে অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়ে উপরে প্রকাশিত ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্র পেনেল সাহেবের হস্তগত হয়।

সমালোচনা।

পেনেলের রায় আমরা সমস্ত দেখিয়া আসিলাম। এখন তাঁহার রায় হইতে আমরা কি কি বিষয় জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা একবার দেখিব। পেনেল সাহেবের রায়ের এই অনুবাদ নাটক বা নভেল নয় যে ইহাতে অনেক আমোদের জিনিষ আছে পড়িতে ভাল লাগিবে। কিন্তু তাঁহার রায়টী অতি গুরুতর জিনিষ। মানুষের জীবন, প্রাণ ধন সম্পত্তি, মানুষ যাহা কিছু অতি প্রিয় বলিয়া বিবেচনা করে; তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে। বর্ত্তমান প্রতাপান্বিত ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়াও আমরা কি কি কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিসে আমাদের অশান্তি, কিসে আমাদের এই নিরন্তর হাহাকার তাহা ব্যক্ত করিবার—কেবল তাহা নহে আমাদের মনের কোনে যে দুঃখ টুকু লুকাইয়া রাখিয়া আমরা এতদিন গুমরিয়া কাঁদিতেছিলাম, যাহা ব্যক্ত করিবার সুবিধা বা ভরসা আমাদের ছিল না তাহা ফুটিয়া বলিবার সাহায্য করিবে। কেবল সাহায্য কেন, যখন আমরা আমাদের হৃদয়ের ব্যক্ত করিব তখন ইহা আমাদের দুঃখ কষ্টের কাহিনীর প্রমানও দিবে অখণ্ডনীয় সাক্ষ্যদানে আমাদিগকে কষ্ট হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং পেনালের লেখনি হইতে যে অমূল্য, জিনিষের উদ্গারণ হইয়াছে তাহা বহুমূক্তার সহিত বা হিরেকর সহিতও তুলনার বহির্ভূত। ইহা ভারতের অন্তঃপুর বাসিনী অলঙ্কার প্রিয়া ললনার, শ্বেতমুক্তা নির্ম্মিত হিরকরাজী শোভিত কণ্ঠমালা অপেক্ষাও ভারত বাসির অধিক আদরের ধন কিন্তু কেন? পেনেল এই রায় লিখিতে যাইয়া যে সকল বহুমূল্য জিনিষ যথেচ্ছা ছড়াইয়া গিয়াছেন আমরা মাত্র তাহার

এক দিগের একটী ভাব ধরিয়াই এই স্থানে দু চারি কথা বলিব। যাহা রাজনীতির সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা যাঁহারা রাজনীতি ভাল বুঝেন, সেই ক্ষেত্রে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহাদের দেখিবার জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কেবল যে টুকুর সহিত আমাদের দৈনন্দিন সম্পর্ক কেবল যে সকল বিষয় ভাত খাইতে আমাদের গলায় বাজে রাখে আমরা তাহারই সম্বন্ধে দুই এক কথাবলিব।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে কেবল পেনেলের লেখা "ধান বান্তে শিবের গীত" কেহ আবার উন্মাদের প্রলাপ কেহ বা অতিরূঢ় ভাষায় সরকারকে আক্রমন প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতেছেন। কিন্তু পেনেল সাহেব নিজেই তাহার উত্তর ঐ রায়ের" মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন কেবল দোষীর দোষ নিবারণ করা তাঁহার কার্য্য নহে তাহা হইলে তিনি অতি অল্পেতেই রায় সারিয়া দিতে পারিতেন। বরং প্রজার ধনপ্রান রক্ষার এবং পার্লিয়ামেণ্টাধিষ্ঠীত রাজার স্বার্থের অনুরোধে তিনি-রাজকীয় বিধি বিধানের ও নীতি নিয়মের পদদলনকারী রাজকীয় কার্য্য কারকগণের অন্যায় আচরণের বিশেষ বিবরণ রায়েতে লিখিতে বাধ্য। তাহার সমর্থন কথার জন্য তিনি হাইকোর্টের নজীর ও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুবাদ পুস্তকে ৪৫—৪৮ পৃষ্ঠা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি যে পুলিশের দোষের ও তাহাদের দোষ গোপনকারী প্রেষ্টিজ রক্ষক রাজকীয় উচ্চতম পদধারী ব্যক্তিগণের অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা রায়ে করিয়াছেন তাহা কিসে উন্মাদের প্রলাপ বা ধান বান্তে শিবের গীত হইল তাহা চিন্তাশীল লোক মাত্রেই চিন্তা করিলে বুঝিতে

পারিবেন। রূঢ় ভাষায়ই বা দোষ কিরূপে? কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন তিনি মানুষ তাঁহার ভুল ও ভ্রম হইতে পারে। এই পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যদি দোষীর দোষ দেখিয়া বিচারক ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের চেতনার জন্য একটী চড়া কথা বলেন তাহা কি বড় একটা দোষের কথা হয়। ধৈর্য্যশীল সরকারের কি তাহা অসহ্য হইবে? বরং প্রতিকারের দিগে অধিকতর মনযোগ দেওয়ারই কথা।

তিনি রায়েতে পুলিসের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা যদি কেবল এই মোকদ্দমার এবং নোয়াখালীর পুলিসের জন্য হইত তবে আর বড় বেশী চিন্তার কথা ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দেশব্যাপী সংক্রামক রোগের ন্যায় দেশ ছারখার করিতে চলিয়াছে গতিকেই চিন্তার বিষয়।

বিচারক গণের বিচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য তিনি যে যে দোষের আবশ্যক বলিয়া আভাষ দিয়াছেন বিচার আদালতে অনবরত যে সকল বাধার ন্যায় বিচারের গতিরুদ্ধ হইতেছেন আমরা এস্থলে তাহারই সংক্ষেপ বিবরণ দিব।

(ক) পুলিসেরা সকলই একদল ভুক্ত। যিনি যতই কোন আইনত দোষ করুন না কেঁন উর্চ্চতন কর্ম্মচারিগণ স্বীয় দলের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য দোষী পুলিসের বা পুলিস কর্ম্মচারির সাহায্য করিতে বাধ্য। না করিলে নিজেরই ঠেকিতে হয়। যথাঃ—এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১ পৃষ্টার রাজেন্দ্রের দুর্দ্দশা। এবং ৯০ পৃষ্টার ভারত বাবুর জবানে বন্দীতে দেখা যাইবে যে তিনি বিপরীত আচরণ করিলে নিজেই অপদস্থ হইতেন। এখন দেখুন ভারত বাবু একজন ২০০৲ টাকা বেতনের ইনস্পেক্টর। সময় সময় তিনিই মাত্র

ইনচার্য্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া থাকেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনিই পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারি। তিনি পুলিসের ভয়ে দিশাহারা।

(খ) জেলার মেজিষ্ট্রেট পুলিসকে বিশ্বাস করিয়া এবং পুলিসের প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে গিয়া তদ্দল ভুক্ত অন্যতর কার্য্য কারকেরঃ উপর হানি তদন্তের ভারদিয়া যে কিরূপে দোষীকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ২২ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে।

(গ) যে সকল পুলিশ কার্য্য কারকদের উপর অযথা রিপোর্ট করায় কি দোষ গোপন করায় গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয় তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সে থানা বা ষ্টেশন হইতে স্থানান্তরিত বা বদলি কি তাহাদের কার্য্য স্থগিত না করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ সুবিচারের যে কত বাধা ঘটাইতেছেন তাহাই মহাত্মা "পেনেল" বিচারক গণের চৈতন্য, উৎপাদনেরও উর্দ্ধতন রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ বা শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীগণের "নিদ্রাভঙ্গের" জন্য স্বীয় 'রায়ে' লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ২৮। ২৯। ৩০। ৩২। ৭৭। ও ৮৩ পৃষ্ঠা পাঠে ব্যক্ত হইবে যে সাক্ষী বিগড়াইবারজন্য বা মোকদ্দমার ঘটনা পরিবর্ত্তনের জন্য পুলিষ কত কৌশল ও বল প্রয়োগ করিয়াথাকেন।

(ঘ) কোন কোন ঘটনার সুযোগ পাইবার জন্য পুলিস শেষ রিপোর্ট দিতে বিলম্ব করিয়া কৌশল জাল কিরূপে বিস্তার করে তাহাও পুস্তকের ৩৬ এবং ৩৯ পৃষ্ঠাদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঙ) পুলিশ কিরূপে চোর প্রতিপালন করে অথবা চোরা মাল আত্মসাৎ করে বা তাহারই অংশী চোর গণকে ধরিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকেতাহা "মহাত্মা পেনেল" সাহেবের

ন্যায়ের প্রথম খণ্ডের ৩০, ৩১ ও ৮০ পৃষ্ঠায় যাইবে দেখা।

(চ) সাধারণতঃ দেখা যায় কোন বিচারকের চক্ষে পুলি-পুলিশের চাতুরি ধরা পরিল। পুলিশ অমনি অন্য বিচারকের নিকট মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া পরিত্রাণ পাইলেন প্রথমোক্ত বিচারককে অপদস্থ করিয়া স্বীয় প্রতাপ কাল বিচারকের উপর বিস্তার করিলেন। অন্য বিচারক গণের বিচারের উদ্যম উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিলেন। তাহাও "মহাত্মা পেনেল" অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। ন্যায়ের ৮১ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান ফৌজদারীতে কার্য্য বিধি—একক দোষী নহে হাইকোর্টেকে উক্ত কার্য্য বিধির ৫২৬ ধারার মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে দিবার জন্য যে সকল নিয়মে বদ্ধ করা হইয়াছে ৫২৭ ধারায় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকেও প্রায় তাহাই করিয়াছে কিন্তু মেজি ষ্ট্রেট বাহাদুরকে ৫২৮ ধারায় অসীম ক্ষমতা দিয়াছে। ধারা গুলি পাঠ করিলেই দোষ গুণ স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। যথায় বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান বিচার আদালতে নিয়মাদ্ধ হইয়াছেন, যথায় রাজপ্রতিনিধি ভারতের ভাগ্য পরিচালককে নিয়মের অধিন করা হইয়াছে তথায় সামান্য জেলার এক-জন কর্ত্তাকে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই ক্ষমতার ফলে ভারতের যে কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে তাহা চিন্তান্বিত ব্যাক্তি মাত্রই—সামান্য একটু চিন্তাকরিলে বুঝিতে পারিবেন। ভারত বন্ধু কৌন্সিলের কোন মেম্বর কিম্বা স্বদেশ হিতৈষী—কোন উপযুক্ত সদস্য কার্য্যবিধির ন্যাতিক্রমটুকু সং-শোধন করার জন্য কি যত্নশীল হইবেন? কেণী হইতে নয়টী মোকদ্দমা যে কেন উঠাইয়া লওয়া হইল অথবা শেষ তাহার কি প্রতিকার হইল এই প্রশ্ন কি কেহ কাউন্সিলে

করিবেন ? ফলতঃ—পুলিশ স্বার্থ—সাধনে তৎপর হইয়া গ্রাম্য অসৎ পঞ্চায়েত গুণ্ডাবদমায়েস, ডনগীর, মাস্তান প্রভৃতিকে যেরূপ আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিতেছে তাহাতে যে দিনে, কালে বদমায়েস গণ চীণদেশীয় 'বক্সার' দলে পরিগণিত—হইয়া বৃটীশ রাজ্য ছারখার করিবেনা তাহা কে বলিল ? ঐ দেখ, এখনইত আগুণ দিবার ভয়ে দুষ্টের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য লোক জুটিতেছেনা।

(ছ) এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে পুলিসের মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া সম্বন্ধে সেসনজজ কি মাজিষ্ট্রেট কিছুই করিতে পারেন না। তাঁহাদের কান্নাকাটী শুনে কে ? তাঁহাদের রোদন অরণ্যে। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ? আমাদের বিশ্বাস ফৌজদারী কার্য্য বিধির বিধানমতে দণ্ডবিধির ১৬১। ১৬৭।২০০। ২০১। ২১৮। ২২০। ২২১ ধারার অপরাধের বিচার সেসন আদালত ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪৭৭ ধারামতে করিতে পারিলে মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমিয়া পুলিসের দর্প চূর্ণ করিত পুলিসের অনেক দোষ তিরোহিত হইত। দেশের শান্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইত প্রজাগণের ধন প্রাণ অধিকতর নিরাপদ হইত। এ বিষয়ের প্রতি দেশ হিতৈষী মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষিত হইবে কি ?

(জ) মহাত্মা শেনেল দেখাইয়াছেন যে কিরূপ উপস্থিত কর্ম্মচারীগণ পুলিশের হস্তে ক্রীড়া পুত্তুল হইয়া পড়েন এবং পুলিশ বৃটিশ রাজ্যের মুকুট শূন্য রাজা হইয়া রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেন এবং ছত্রধারী ইউরোপীয় উচ্চতম কার্য্য কারকগণ "ইন্দ্রের বজ্র" হইতে সে রাজার শরীর রক্ষক হইয়া থাকেন (প্রথম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠা ও ২য় খণ্ডের ৪০ পৃষ্টা দেখুন)। এই রূপ ভাব কিছুদিন চলিলে রাজ্যের যে দুর্গতি হইবে তাহা

বৃটীশরাজ ভক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ পুলিশ সকলেই এক। ইহারা যেন সকলেই ফ্রেমিসন দল ভুক্ত; প্রাণ গেলেও গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে না।

(ঝ) 'পেনেল' বৃটী-শ সন্তান, বৃটীশ-রাজ-ভক্ত, বৃটীশ রাজ্যের জন্য তাঁহার মমতা আছে। গতিকেই তিনি বড় কষ্ট পাইয়া রায়ে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ কেবল আমাদের মুখের কথা নহে ১ম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রমান পাইবেন।

(ঞ) 'পেনেল মানুষ' তাঁহার ভ্রম নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তিনিও বলেন না। তাই কর্ত্তব্যানুরোধ আমরা বলিতে বাধ্য যে তিনি অন্যায় মতে তিনি এ দেশীয় 'জুরী' বা এসেসরগণকে আসামীকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পরাঙ্মুখ বলিয়া (দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮ পৃষ্টায়) দোষারোপ করিয়াছেন। ফলতঃ আসামীর দণ্ড বিধানও মানব জাতির প্রতি দয়া। এবং মানব জাতির ধন প্রাণ রক্ষার এবং মানব স্বার্থের প্রসারণের এক মাত্র উপায়। আবার দণ্ডদিবার সময় পাত্রাপাত্র বিবেচনায় এই দয়ার যে অভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা কি তিনি জানেন না? যে অপরাধে দশবৎসর কয়েদের আদেশ আছে তাহাতে সুবিচারকগণকে মাত্র দশ ঘণ্টার দণ্ড দিতেও দেখা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে ইউরোপীয় জুরিগণ ইউরোপীয় দোষীগণের মোকদ্দমায় মাফ করিয়া থাকেন বাঙ্গালী জুরিগণকে তদ্রূপ করিতে খুব কমই দেখা যায়। ন্যায় চক্ষে দেখিতে গেলে এ দেশে ইউরোপীয় জুরিগণের কার্য্যেই দোষণীয়। 'পেনেল সাহেব' নিজের রায়েই 'কিরূপে ইউরোপীয়গণ দোষীর দোষ ঢাকিয়া থাকেন তাহাব্যক্ত করিয়াছেন'। এ অবস্থায় বাঙ্গালীকে লক্ষকরা কি তাঁহার সাজে?

(ট) মোটের উপর কথা এই যে 'পেনেল মহোদয়ের' রায়ে বহুতর বিষয় জানিবার ও শিখিবার আছে। যাঁহার যতদূর বিবেচনা শক্তি তাঁহার ততদূরই উপকার পাইবার আশা আপাততঃ ব্যক্তি সাধারণের মনে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে "এই দণ্ড কি হাইকোর্টে বহাল থাকিবে ?" তাহার উত্তর এই যে প্রথম তদন্তেই বৃক্ষের মূল কাটা গিয়াছে পরে পেনেলের জালে 'রুই' 'কাতল' ধরা পড়িলে নানা কৌশলে যে জাল বিদির্ণ হইবে তাহা মোকদ্দমার প্রারম্ভেই আমরা বুঝিয়াছিলাম। সাক্ষীগণ নানা কৌশলের অধীনে পড়িয়া এবং জেরার চোটে সাক্ষ্য যে সম্পূর্ণ ঠিক রাখিতে পারিবে না এবং আসামী যে সন্দেহের ফল পাইবে তাহাও বুঝিয়া ছিলাম। তবে কৌশলটা দেখিবার জিনিষ—তাহা মুদ্রিত চিঠি ও টেলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং পেনেল সাহেবের মিঃ লিথ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে যে চিঠি লিখেন তাহাই সকল ভাব ব্যক্ত করিবে। সে পত্র খানা এই- "নোয়াখালীর যে খুনি মোকদ্দার সাদক আলি এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি আসামী,—সেই খুনী মোকদ্দমার অনেক কথা আমি জানি। এই জন্য হাইকোর্টে এই মোকদ্দমার যে আপীল বিচার হইতেছে, গত কল্য তাহার শুনানীর সময় আমি হাইকোর্টে উপস্থিত ছিলাম মিঃ লিথ,—দণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নহেন। তিনি আসামীর এমন কতকগুলি কথা মানিয়া লইতেছেন—যাহা ঠিক নহে। আসামীদের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হইতেছিল আমি তাহার নোট লইয়াছি। আমার মতে তাহার জবাব দেওয়া উচিত আমি মিঃ বি এল গুপ্তের কাছে গিয়াছিলাম। তিনি আমায় মিঃ লিথের কাছে যাইতে পরামর্শ দেন। আমি মিঃ লিথের ঘরে গিয়াছিলাম। কিন্তু

মিঃ লিথ আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন নাই। আমি তাঁহার বেয়ারাকে বলিলাম,—মিঃ লিথ যাহা বলেন, তাহা তুমি লিখিয়া লইয়া এস। বেয়ারা আসিয়া বলিল,—সাহেব লিখিবেন না আমি মিঃ গুপ্তকে এই কথা জানাইয়াছি। এক্ষণে আপনাকেও জানাইতেছি। এ সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট করুন। আমার বিবেচনা মিঃ লিথের হাতে সরকারী সার্থের ক্ষতি হইবে।”

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা আরও দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যে ‘পেনেল মহোদযের’ কথাগুলি স্মরণ করিয়া সকলেই স্বীয় দোষ সংশোধনে যত্নশীল হইবেন। কারণ এখন যে স্কুলের বালকগণ পেনেলের গুণ গান করিতেছেন ও তাঁহার গাড়ী টানিতেছেন হয়ত তাঁহারাই এক দিন জেলার বা তদংশের ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন। এখনও যাঁহারা হৃদয়ে দেশের মঙ্গল কামনা পোষন করিয়া থাকেন তাঁহারা এরূপ পদে যে না আছেন তাহাও নহে। সুতরাং আমাদের আশা ভরসা তাঁহাদের হৃদয় মণ্ডলে স্থান পায় ইহাই আমাদের বাসনা।

এখন দেশের অবস্থা যেরূপ তাহা চিন্তা করিলে ভয় হয়। পূর্ব্বে বৃটিস সন্তানগণজেলার মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়া কেবল রাজসিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেন না। আর চাটুকার ব্যক্তিগণের কথা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন না। অধস্তন কর্ম্মচারীদের হাতেই সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজে আয়েসে আরামে সময় কাটাইতেন না। বরং অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।” এই সমস্যা স্মরণ করিয়া তাহাদের সকল কার্য্যের উপর তীব্র লক্ষ্য রাখিতেন। তখন পুলিসও গোপনীয় অনুসন্ধানের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইত

আজ কালকার "ধন উপার্জ্জনের সুযোগ ও সুখের নিদ্রা" পুলিসের ভাগ্যে জুটিত না। ভরসা করি দেশীয় মাজি· ষ্ট্রেটগণ পূর্ব্ব তন বৃটীশ সন্তানগণের অনুকরণ করিবেন।

আমরা আরও ভরসা করি দেশীয় রাজা মহারাজা কৌন্সিলের মেম্বরগণ বিচার আসনে আসীন মহৎ ব্যক্তি গণ এবং উকীলবারের মেম্বরগণ ফৌজদারির কার্য্য বিধির ও দণ্ড বিধরি দোষ শংসোধনে যত্নশীল হইবেন কার্য্য বিধিতে জুরি ও এসেসরের এলাউনস বিধান না থাকিলেদেশীয় লোকের ও বিচার কার্য্যের বহুতর ক্ষতি হইতেছে। আরও কার্য্য আছে দণ্ড বিধির ৩৭৯ ধারায় চোরের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাতেও বহুতর বিচার বিভ্রাট ঘটাইতেছে। ঢাকার কমিশনর সাহেবের বাসার তুফানে ফেলিয়া দেওয়া লিচু ছাত্র গণ কুড়াইয়া নিয়া চোর হইয়াছিলেন আর মেহেরপুরের মাছ ধরিয়া নেওয়ায় কত লোক বেতের দণ্ড ভোগ করিয়াছিল। এইরূপ কত ধারাতে যে কত দোষ রহিয়াছে তাহা কে দেখ ? ফলতঃ ৩৭৯ধারার কতকগুলি মোকদ্দমা সাধারণতঃ অপকার সম্বন্ধির ৪২৬ধারায় ভুক্ত হওয়া উচিত। চিন্তাশীল ব্যাক্তিগণ চিন্তাকরিলে দেখিতে পাইবেন যে ভারতের হিতের জন্য এরূপ বহুতর বিধি—বিধান সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ ভারত—বাসীর পুত্র পৌত্রাদির উপজিবিকা ও স্বার্থ ধ্বংশকারী হস্তান্তর বিষয়ক আইনের সর্ব্বনাশকারী ১৩ ও ১৪ ধারা, নুতন ষ্টাম্প বিষয়ক আইনের প্রথম তফসিলের ৩৫নং মাশুল যে একছার দশগুণ বৃদ্ধিপাইয়া জমিদার ও প্রজা গণের গুরুতর ক্ষতি করিতেছে তদ্দিকেও দৃষ্টি পড়িবে।

নোয়াখালী·
৫ই চৈত্র ১৩০৮ সন } অনুবাদক।

সমাপ্ত।